উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৩,৮৩২.৫৫ (-১৫০.৬৩)

নিফটি : ২৩,১৬১.৬০ (-৫৩.৩৫)

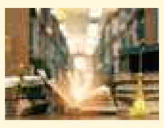

শিলিগুড়িতে নয়া এডুকেশন হাব ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩১°	৩০°	৩১°	৩২°
সর্বনিম্ন	২৪°	২৪°	২৪°	২৪°

অবশেষে ভবানী ভবনে অভিষেক ৫

এআই প্রযুক্তিতে এবার খেতাব স্পেনের ১১

শিলিগুড়ি ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 12 June 2026 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 25

উদ্বোধনে রঙিন বিশ্বকাপ ২০২৬। মেক্সিকো সিটিতে। বৃহস্পতিবার।

অ্যাজটেকার সবুজ ঘাসে ফুটবল-মহাকাব্য

মেক্সিকো সিটি, ১১ জুন : মেক্সিকো সিটির আকাশ আজ অদ্ভুত এক নীল। পাতলা বাতাসে ভাসছে কফি আর গরম তামালের গন্ধ। তবে সেই চেনা গন্ধের চেয়েও আজ বাতাসে অনেক বেশি মিশে রয়েছে অ্যাড্রিনালিন।

আজ ১১ জুন। ক্যালেন্ডারের পাতায় লাল দাগ দেওয়া সেই দিনটা অবশেষে এসেই গেল। কয়েক ঘণ্টা পরেই ঐতিহাসিক এস্তাদিও অ্যাজটেকার সবুজ ঘাসে মেক্সিকো বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ দিয়ে শুরু হয়ে যাবে ফুটবলের সবচেয়ে বড় মহোৎসব। আজটেকার দিকে যাওয়ার জন্য যখন মেট্রো লাইন ২-এর তাসকুইনিয়া স্টেশনে এসে দাঁড়ালাম, মনে হল যেন পুজোর অষ্টমীর সকালে কলকাতার এসপ্ল্যানেডে দাঁড়িয়ে আছি। প্ল্যাটফর্মে রীতিমতো গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়ানোর অবস্থা। হলুদ, সবুজ, লাল রঙের জার্সির এক অদ্ভুত রামধনু তৈরি হয়েছে পুরো প্ল্যাটফর্মে।

এই আজটেকা স্টেডিয়াম তো শুধু ইট-কাঠ-পাথরের গ্যালারি নয়, এ তো বিশ্ব ফুটবলের এক জীবন্ত সংগ্রহশালা। এই টানেল দিয়েই তো একদিন মাঠে ঢুকেছিলেন পেলে, দিয়েগো মারাদোনারা। আজ সেই একই টানেল দিয়ে বেরোবেন রাউল জিমেনেজ, স্যান্টিয়াগো গিমেনেজরা। হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়ছিল ২০১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপের সেই উদ্বোধনী ম্যাচের কথা। সিফিওয়ে শাবালালার সেই অবিস্মরণীয় গোল আর ভুভুজেলার কান ফাটানো আওয়াজ। আজ সেই দক্ষিণ আফ্রিকাই এসেছে মেক্সিকোর ডেরায়। গতকাল জোকালো চত্বরে আলাপ হল প্রিটোরিয়া থেকে আসা এক তরুণ সমর্থক জোহানের সঙ্গে। পেশায় স্কুল শিক্ষক। গত চার বছর ধরে তিল তিল করে টাকা জমিয়েছেন শুধু এই উদ্বোধনী ম্যাচটা মেক্সিকোর মাটিতে বসে দেখবেন বলে। ফুটবল মানুষকে কতটা পাগল করতে পারে, জোহানের চোখেমুখে সেই পাগলামিটাই যেন ঠিকরে বেরোচ্ছিল।

অ্যাজটেকার বাইরে এখন তিলধারণের জায়গা নেই। আমাদের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের বাইরে যেমন ঝালমুড়ি আর ঘুগনির দোকান ঘিরে ভিড় জমে, এখানে তেমনই ট্যাকো আর চুরোসের গাড়ির সামনে লম্বা লাইন। তবে, এই উৎসবের আবহের মাঝেও কিছু বদল চোখে পড়ার মতো। গত কয়েক বছরে এই

এরপর দশের পাতায়

মমতাদিকে বেছে নিতে হবে দলে কে থাকবে, আমি না অভিষেক? ওর জন্য দলটা শেষ হয়েছে। তারপরও ঔদ্ধত্যভাব যায়নি।
-কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যে রায় দিয়েছেন, সেই জনমতকে সম্মান জানিয়েই এই সিদ্ধান্ত। ভবিষ্যতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করব।
-প্রকাশ চিকবড়াইক

বিদ্রোহী কল্যাণ, ইস্তফা প্রকাশ-কোয়েলের

কে আপন কে পর

রিমি শীল ও নবনীতা মণ্ডল

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ১১ জুন : তৃণমূলের অন্দরে বিদ্রোহের আগুন ক্রমশ দাবানলের আকার নিচ্ছে। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষদস্তিদারদের পর এবার বিদ্রোহের পথে পা বাড়ালেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর চরম বার্তা, 'মমতাদিকে বেছে নিতে হবে দলে কে থাকবে, আমি না অভিষেক? সিদ্ধান্ত নিতে হবে তিনি অভিষেককে নিয়ে থাকবেন নাকি আমার মতো যাঁরা অভিষেকের বিরুদ্ধে তাঁদের নিয়ে থাকবেন?' অভিষেককে তৃণমূলের দুঁদে আইনজীবী নেতার তোপ, 'ওর জন্য দলটা শেষ হয়েছে। তারপরও ঔদ্ধত্যভাব যায়নি।'

ঘটনাচক্রে এদিনই রাজ্যসভার সাংসদ পদে ইস্তফা দিয়েছেন প্রকাশ চিকবড়াইক ও অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। আলিপুরদুয়ারের চা বলয়ের নেতা প্রকাশ খুব অল্প সময়েই তৃণমূল নেত্রীর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু রাজ্যে দলের ভরাডুবির পর প্রকাশ আর সম্পর্কই রাখতে চাইছেন না তৃণমূলের সঙ্গে। কোয়েলও ইস্তফা দিতে পারেন বলে কয়েকদিন ধরে জল্পনা চলছিল। লক্ষ্মীবারে সেই জল্পনা বাস্তবের রূপ পেল। ফলে রাজ্যসভায় তৃণমূলের সাংসদ সংখ্যা কমে দাঁড়াল ৯।

এদিন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তথা উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণনের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন প্রকাশ। সাংসদ পদ ও দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যদিও কোনও রাজনৈতিক চাপের অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেছেন। একই সঙ্গে তিনি বলেন, 'ভবিষ্যতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করব।' তৈরি হওয়া তৃণমূলের জন্য বড় রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে। এরইমধ্যে কল্যাণ এদিন যেভাবে হঠাৎ 'বিদ্রোহী' হয়ে উঠেছেন, তাতে অশনিসংকেত মিলেছে।

ইস্তফার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যে রায় দিয়েছেন, সেই জনমতকে সম্মান জানিয়েই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর দাবি, রাজ্যের জনমত বিজেপির পক্ষে গিয়েছে এবং সেই বাস্তবতাকে মাথায় রেখেই তিনি

রাজ্যসভায় একের পর এক পদত্যাগের আবহে তৃণমূলের অন্দরে নতুন করে আলোচনায় উঠে এসেছে দলের সাংগঠনিক ভবিষ্যৎ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, লোকসভা ও রাজ্যসভা দুই ক্ষেত্রেই সাংসদদের একাংশের দূরত্ব

কল্যাণের আচমকা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশের নেপথ্যে রয়েছে সই জালিয়াতি কাণ্ডে সিআইডির নোটিশের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে অভিষেকের আইনি লড়াই। ওই মামলায় আইনজীবী

এরপর দশের পাতায়

অনেক ধাঁধা সঙ্গে নিয়েই আমেরিকায় বিশ্বকাপ

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

আটলান্টা শহরের ফাইভ পয়েন্টস মেট্রো স্টেশনে সেদিন দেখা এক মেক্সিকান দম্পতির সঙ্গে। বেশ উত্তেজিত। বিশ্বকাপে সেরা দলগুলো শুধু আমেরিকায় খেলছে। মেক্সিকো আর কানাডার ভাগ্যে কেন দ্বিতীয় সারির দল পড়ে থাকল?

এত উত্তেজিত যে কথা থামতেই চায় না! দীর্ঘদিন আমেরিকায় থাকেন বলেই ইংরেজি বলতে কোনও অসুবিধে নেই। মেক্সিকান, তাই ফুটবল আবেগ অসামান্য। গড় আমেরিকানদের মতো নিস্পৃহ নন ফুটবলের কথায়।

তাঁদের উত্তেজনা দেখে মনে হল, এই বিশ্বকাপে এবার সত্যি অনেক রকমই ধাঁধা। প্রথম ধাঁধা তো আমেরিকার ভিসা নিয়ে। বিশ্বকাপ বা অলিম্পিকে প্রচলিত নিয়ম হল, টুর্নামেন্টে যোগ্যতা অর্জন করলে সব দেশের ফুটবলারদের ভিসা দিতে আয়োজকরা বাধ্য। আমেরিকার ক্ষেত্রেই অন্যরকম দেখা যাচ্ছে। যেভাবে ইরানের কর্মকর্তাদের ভিসা দিল না আমেরিকা, তা আগে কখনও দেখা যায়নি। পরেও আর কোনওদিন দেখা যাবে না। আফ্রিকার এক নম্বর রেফারি সোমালিয়ান ওমর

এরপর দশের পাতায়

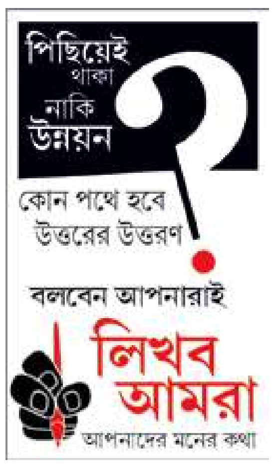

দেশ গড়ার কারিগর গৃহিণীরা, বেতন ৩০,০০০!

নয়াদিল্লি, ১১ জুন : ঘর সামলানো, রান্নাবান্না, কাপড় কাচা। সন্তানের যত্নআত্তি থেকে শুরু করে তার লেখাপড়া সংক্রান্ত সমস্ত কিছু। স্বামীকে তো বটেই, বয়স্ক শ্বশুর-শাশুড়িকেও সর্বক্ষণ নজরে রাখা... তালিকায় 'কাজ' যেন শেষ হওয়ারই নয়। ঠিকমতো হিসেব করে দেখলে কোনও কর্পোরেট সংস্থায় মোটা মাইনের কর্মীর

পর্যবেক্ষণ সর্বোচ্চ আদালতের

তুলনায় এ সমস্ত কাজ কম ঝক্কির নয়। বরং বলা ভালো 'বেশিই'। চাকরিস্থলে না হয় তাও বিকল্প কর্মী থাকেন, কিন্তু সংসারে গৃহিণীই 'একমেবাদ্বিতীয়ম'। কোনও কারণে তিনি কিছু সময়ের জন্যও থেমে থাকলে থমকে পড়ে সংসার-গাড়ি। বছরের প্রতিটি দিনের প্রতিটি মুহূর্ত এহেন ভূমিকায় কাজ করে চলা মানুষটির গালভরা একটি নাম রয়েছে বটে, 'হোমমেকার'। যা কিনা 'গৃহবধূ'-র স্রেফ এক উজ্জ্বল সংস্করণ। ফেসবুক প্রোফাইলে শব্দটির উপস্থিতি মন্দ দেখায় না। আড়ালে অবশ্য সবাই হাসে।

তবে আর নয়! সংসারে গৃহিণীদের এই অবদানকে দেশের সর্বোচ্চ আদালত এবারে 'নেশন মেকার' বা দেশ গড়ার কারিগর হিসেবে স্বীকৃতি দিল। বিচারপতির বক্তব্য, 'বিয়ে করার অর্থ পরিবারে বিনা পয়সার গৃহ পরিচারিকা আনা নয়!' প্রাপ্তি হিসেবে গৃহবধূর লবডঙ্কা নয়, বরং মাস গেলে ন্যূনতম ৩০ হাজার টাকা হওয়া উচিত বলে উঠে এল। ভারতে একজনের গড় রোজগার মাস গেলে একুশ হাজার টাকা। যাঁরা চাকরি করেন, সেই পুরুষদের ধরলে মাস গেলে রোজগারের অঙ্কটা গড়ে ২৪ হাজার টাকার মতো। সংসার-গাড়ির চালকের মাসিক মূল্য ৩০ হাজার হওয়া উচিত বলে আদালতের পর্যবেক্ষণে এটা স্পষ্ট যে, গড়পড়তা চাকরিজীবী পুরুষের থেকে একজন গৃহিণীর 'প্রাপ্য' অনেকটাই বেশি।

২০০১ সালে পঞ্জাবে পথ দুর্ঘটনায় মৃত এক গৃহবধূর ক্ষতিপূরণ মামলাকে কেন্দ্র করে বিচারপতি সঞ্জয় করোলের বেঞ্চ এমনটাই জানিয়েছে। ওই ঘটনায় হাইকোর্টের দেওয়া ৮.৪ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ এক ধাক্কায় বাড়িয়ে ৬২.৭৮ লক্ষ টাকা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পথ দুর্ঘটনায় কোনও গৃহিণীর

এরপর দশের পাতায়

বৃত্তির টাকা আত্মসাৎ, চোপড়া থেকে ধৃত তিন

চোপড়া ও ইসলামপুর, ১১ জুন : ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ট্যাব থেকে স্কলারশিপ। একের পর এক কেলেঙ্কারিতে এর আগে নাম জড়িয়েছে ইসলামপুর মহকুমার চোপড়ার। আন্তঃরাজ্য চক্রের শিকড় ছড়িয়ে পড়েছিল ব্লকের অজপাড়াগাঁয়ে। বছর ঘুরেছে, শিকড় সমূলে উপড়ে ফেলা সম্ভব হয়নি। এবার ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টালে (এনএসপি) টাকা তছরুপ কাণ্ডে নাম জড়াল সেই চোপড়ার। ভুয়ো আবেদন জমা দিয়ে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করল রাজস্থান পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে সিমকার্ড ও হার্ডডিস্ক।

ধৃতদের মধ্যে মনসুর আলম লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের যাত্রাগছের বাসিন্দা। তিনি লক্ষ্মীপুর বাজারে কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্ট (সিএসপি) চালান। সিএসপি রয়েছে কাটগাঁওয়ের মুন্না মুস্তাফারও। অন্যদিকে, নয়াবাড়ির জুবের আলমের লক্ষ্মীপুর বাজারে হার্ডওয়্যারের দোকান রয়েছে। প্রত্যেকেই উচ্চশিক্ষিত। অন্য রাজ্যের সরকারি প্রকল্পের টাকা চোপড়ায় বসে আত্মসাৎ করার নজির ইতিপূর্বে রয়েছে। ফলে নতুন করে একই ধরনের ঘটনা গোয়েন্দা সহ স্থানীয় পুলিশকর্তাদের কপালে ভাঁজ ফেলেছে।

ইসলামপুর পুলিশ জেলার এসপি রাকেশ সিংয়ের বক্তব্য, 'রাজস্থান পুলিশের মামলা। চোপড়া পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতরা এই এলাকায় কোনও ঘটনায় জড়িত ছিলেন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টালের মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পড়ুয়াদের বৃত্তি দেওয়া হয়। অভিযোগ, রাজস্থানের নাগৌর জেলার ২৫টি স্কুল ও কলেজের নাম ব্যবহার করে ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে ভুয়ো আবেদন জমা দেওয়া হয়েছিল। পোর্টাল হ্যাকের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রনিক গ্যাজেট এই কালো কারবারে ব্যবহার করা হয়েছে।

- ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টালের মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পড়ুয়াদের বৃত্তি দেওয়া হয়
- রাজস্থানের নাগৌরের স্কুল-কলেজের নাম ব্যবহার করে দুটো শিক্ষাবর্ষে ভুয়ো আবেদন জমা পড়ে
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ভুয়ো আইডি তৈরি করে জাল আবেদন জমা দিয়েছিল অভিযুক্তরা
- ভুয়ো নথি, ভাড়ায় নেওয়া ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও সিএসপি ব্যবহার করে টাকা তোলা হত

এরপর দশের পাতায়

বিপদ বুঝলেই চোয়াল থেকে শব্দ

নয়া উইপোকার হদিস

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১১ জুন : চাপড়ামারির জঙ্গলে উইপোকার এক নতুন প্রজাতি খুঁজে পেয়েছেন গবেষকদের একটি দল। গবেষকদের দলটি নতুন প্রজাতির উইপোকাটির নাম দিয়েছে সিউডোক্যাপ্রিটার্মেস নোভাস। জঙ্গলে নিজের বিপদ বুঝলেই এই উইপোকা চোয়াল থেকে ক্লিক শব্দ করে। জুলজিক্যাল সোসাইটি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চার্চ মিশনারি সোসাইটি কলেজের যৌথ সমীক্ষায় এই নতুন প্রজাতির উইপোকাটির হদিস মিলেছে জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটার চাপড়ামারি অভয়ারণ্যের গহন জঙ্গলের ভেতর।

এই বছর চাপড়ামারির জঙ্গলে ফিল্ড সার্ভে করে এই সমীক্ষক দলটি। জঙ্গলের ভেতর শাল গাছের গুঁড়ির নীচে চাপা পড়ে থাকা মাটি থেকে কিছু পতঙ্গ সংগ্রহ করেন সমীক্ষকরা। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে রেখে পতঙ্গটির শ্রেণিবিন্যাস পরখ করা হয়। জিন পরীক্ষা করা হয়। তারপর উইপোকার বংশের একটি নির্ভরযোগ্য স্থান নির্ধারণ করেন গবেষকরা। সমীক্ষক দলের সদস্যা ঋতুপর্ণা বড়াইক বলেছেন, 'মুখের ও দেহের আকৃতির দিক থেকে এই প্রজাতির উইপোকা একেবারে আলাদা ধরনের। এই নতুন প্রজাতির উইপোকার কামড়ানোর মতো শক্তপোক্ত চোয়াল থেকে নিজের আত্মরক্ষার জন্য ক্লিক শব্দ জোরে জোরে বেশ কয়েকবার করে থাকে। নতুন প্রজাতির উইপোকাটি ইনকুইলাইন অর্থাৎ এমন প্রাণী যে কিনা অন্যের বাসায় সহাবস্থান করে।'

জানা গিয়েছে, এই নতুন প্রজাতির উইপোকাটির বাম দিকের চোয়াল তীব্রভাবে বাঁকানো। মুখের ডগাটিও অল্প ভেতরের দিকে বাঁকানো থাকে। ঠোঁটের নীচের দিকের অংশটি গোলাকার এবং ফোলানো। তাছাড়া মুখের নীচের দিকের অংশটি লম্বা ও চওড়া আকৃতির। উইপোকাটির সামনের পায়ে শক্তিশালী কাঁটাও আছে। পোকাটির মাথাটিও অন্য উইপোকার চেয়ে বেশ চওড়া।

গবেষক ঋতুপর্ণা বড়াইক বলেছেন, 'আসলে এই পতঙ্গ জঙ্গলের মাটির অঘোষিত নায়ক। এরা মাটি ও হিউমাস খেয়ে পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে সমৃদ্ধ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জঙ্গলের বাস্তুতন্ত্রের মাটির স্বাস্থ্য ও উর্বরতার সূচকের দায়িত্ব পালন করে এই উইপোকা।'

ল্যাটিন শব্দ নোভাস অর্থাৎ নতুন থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে সিউডোক্যাপ্রিটার্মেস নোভাস। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের অধীনে চাপড়ামারি অভয়ারণ্য। ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলছেন, 'আসলে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষকরা বিভিন্ন সময়ে সমীক্ষা ও গবেষণা করতে আসেন জঙ্গলে।'

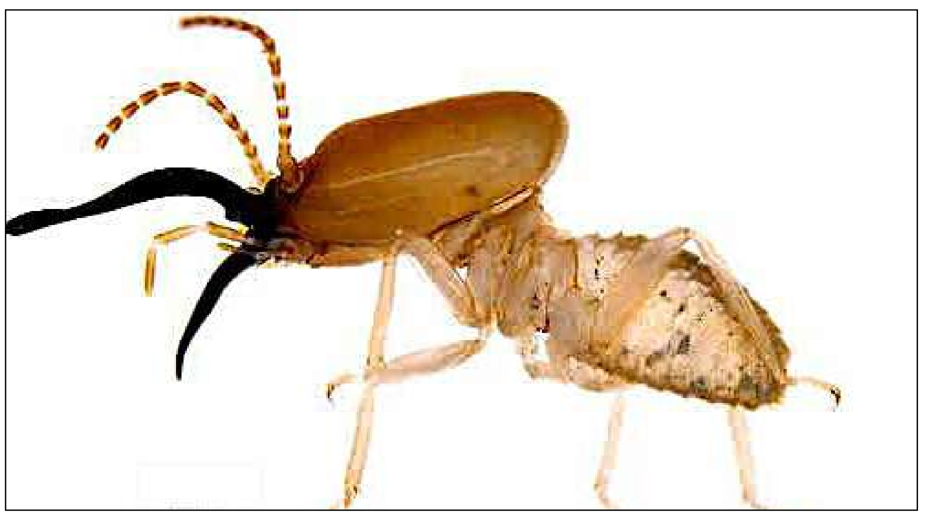

নতুন সন্ধান মেলা প্রজাতির উইপোকা সিউডোক্যাপ্রিটার্মেস নোভাস। ছবি : গবেষকদের সৌজন্যে

- জুলজিক্যাল সোসাইটি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চার্চ মিশনারি সোসাইটি কলেজের যৌথ সমীক্ষায় এই নতুন প্রজাতির উইপোকাটির হদিস মিলেছে
- এই বছর চাপড়ামারির জঙ্গলে ফিল্ড সার্ভে করে এই সমীক্ষক দলটি
- জঙ্গলে নিজের বিপদ বুঝলেই এই উইপোকা চোয়াল থেকে ক্লিক শব্দ করে

> এরা মাটি ও হিউমাস খেয়ে পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে সমৃদ্ধ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জঙ্গলের বাস্তুতন্ত্রের মাটির স্বাস্থ্য ও উর্বরতার সূচকের দায়িত্ব পালন করে এই উইপোকা।
> **ঋতুপর্ণা বড়াইক**
> গবেষক

NOTICE

Take Notice that my Clients Smt. Sipra Das and Others, Legal heirs of Late Ramendra Narayan Das represented by their constituted Attorney Sri Ashit Baran Mitra, resident of, S.F. Road, Siliguri- 734005, P.S. Siliguri, District Darjeeling are the absolute Owners of below Scheduled Land by virtue of inheritance after demise of recorded Title Owner viz. Ramendra Narayan Das pursuant to Order passed by the Hon'ble Supreme Court of India.

If any person or concern intends to purchase or in any way deal with the below Scheduled land or any part thereof, he/it will do so at his/its own risk and peril and will face legal consequences. My Clients shall not be responsible for the same.

SCHEDULE

Land measuring 0.316 Acres upon which old structures standing thereon, recorded in R.S. Khatian No. 339, R.S. Plot No. 7077, J.L. No. 110(88) corresponding to L.R. J.L. No. 90 situated in Mouza Madhya Paschim Siliguri, Pargana Baikunthapur, P.O. Siliguri Bazar, P.S. Siliguri, SMC Ward No. VIII, Dist-Darjeeling.

Sd/-
Prasanta Joarder
Advocate Siliguri
M: 98323 29119

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Online bids are invited for the work under Tender ID : **2026_WBPWD_5015232_1.** Bid Submission end Date : 29.06.2026 (upto 14:00 Hrs.). For details please follow the website: www.tenders.wb.gov.in
Sd/- EE, PWD, Malda Electrical Division.
ICA-T9964(3)/2026

নতুন প্রিকাস্ট আরসিসি ড্রেন-এর ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ১২-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৬-২৭। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্রমিক নং. ১, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: এসএসই/ডব্লিউ/নিউ বঙ্গাইগাঁও অধিক্ষেত্রের অধীনে অভয়াপুরী আসাম ও মাতগাঁও আসাম ইয়ার্ডে নতুন প্রিকাস্ট আরসিসি ড্রেন-এর ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য: ৩,২২,০৩,৩৪৮.৯৩ টাকা, বায়নার অর্থ: ৩,৪৪,১০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ৩০-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ৩০-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), রঙিয়া কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে জিআইএস ম্যাপিং -এর কাজ

ই-টেন্ডার নোটিশ নম্বর : ১৫/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ০৫-০৬-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নম্বর : ০৬-এপিডিজে-II-২০২৬; কাজের নাম : আলিপুরদুয়ার জংশন ডিভিশনের [illegible] জিআইএস ম্যাপিং [illegible]। টেন্ডার মূল্য: ১,৬৯,০৮,১৪৫/- টাকা; বায়না মূল্য: ৩,৩৮,২০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৯-০৬-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM NOTICE

West Bengal Medical Services Corporation Ltd. had invited online bids for the work detailed below: Name of Work : **"Comprehensive Maintenance Contract of the existing STP, WTP, Water Supply System (WSS) and Borewell (including man power, consumables, spare parts etc.) for Raiganj Government Medical College and Hospital (Site-1 & Site- 2) under the jurisdiction of WBMSCL for a period of 1 (one) year"**, vide Tender Ref. No.: WBMSCL/NIT-349/2026, Dated -22/05/2026 (Tender ID- 2026_WBMSC_1025350_1). Last Date of Submission of above-mentioned Tender (online) has been extended up to17/06/2026, 12:00 P.M. The tender document can be downloaded from www.wbmsc.gov.in and www.wbtenders.gov.in portal. Clarification requests, if any, please call 033-40340435 or email at info@wbmsc.gov.in Sd/- General Manager, WBMSCL & Addl. Secretary to the Govt. of West Bengal. ICA-T9993(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
P.W.D TENDER NOTICE

Publication of e-NIT No.: WBPWD/AE/MESD/NIT 01e/T of 2026-27 & Tender Id No.: 2026_WBPWD_5015311_1, Name of work : Annual Comprehensive Maintenance of 1 no. 125 KVA Diesel Generator Set installed at Mal SDH, Jalpaiguri. The last date for submission of tender 22-June-2026 at 12:00 P.M. All details can be seen from the website- https://tenders.wb.gov.in or https://www.wbpwd.gov.in or office of the undersigned during office hours.
Sd/- R. Mishra, AE/MESD/MALBAZAR.
ICA-T9981(1)/2026

NOTICE

Take Notice that my Clients Smt. Sipra Das and Others, Legal heirs of Late Ramendra Narayan Das represented by their constituted Attorney Sri Ashit Baran Mitra, resident of, S.F. Road, Siliguri- 734005, P.S. Siliguri, District Darjeeling are the absolute Owners of below Scheduled Land by virtue of inheritance after demise of recorded Title Owner viz. Ramendra Narayan Das pursuant to Order passed by the Hon'ble Supreme Court of India.

If any person or concern intends to purchase or in any way deal with the below Scheduled land or any part thereof, he/it will do so at his/its own risk and peril and will face legal consequences. My Clients shall not be responsible for the same.

SCHEDULE

Land measuring 1.00 Acre, recorded in R.S. Khatian No. 1620 corresponding to L.R. Khatian No. 12067, R.S. Plot No. 2163 corresponding to L.R. Plot No. 9512, J.L. No. 110(88) corresponding to L.R. J.L. No. 90 situated in Mouza Madhya Paschim Siliguri, Pargana Baikunthapur, P.O. Siliguri Bazar, P.S. Siliguri, SMC Ward No. VIII, Dist-Darjeeling.

Sd/-
Prasanta Joarder
Advocate Siliguri
M: 98323 29119

NOTICE

Take Notice that my Clients Smt. Sipra Das and Others, Legal heirs of Late Ramendra Narayan Das represented by their constituted Attorney Sri Ashit Baran Mitra, resident of, S.F. Road, Siliguri- 734005, P.S. Siliguri, District Darjeeling are the absolute Owners of below Scheduled Land by virtue of inheritance after demise of recorded Title Owner viz. Ramendra Narayan Das pursuant to Order passed by the Hon'ble Supreme Court of India.

If any person or concern intends to purchase or in any way deal with the below Scheduled land or any part thereof, he/it will do so at his/its own risk and peril and will face legal consequences. My Clients shall not be responsible for the same.

SCHEDULE

Land measuring 1.09 Acres, recorded in R.S. Khatian No. 1209, R.S. Plot Nos. 3558 & 3559, L.R. Plot No. 10644, J.L. No. 110(88) situated in Mouza Madhya Paschim Siliguri, Pargana Baikunthapur, P.O. Siliguri Bazar, P.S. Siliguri, SMC Ward No. XXVI, Dist-Darjeeling.

Sd/-
Prasanta Joarder
Advocate Siliguri
M: 98323 29119

বিদ্যুৎ সরবরাহে অতিরিক্ততার ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসঅ্যান্ডটি/এপিডিজে/০৯, তারিখ: ০৯-০৬-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ক্র.নং. ১। ই-টেন্ডার নং: এপি-এসটি-০৯-২০২৬-২৭; কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের [illegible] অতিরিক্ততার ব্যবস্থা। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ১,৭২,৯৫,৫৮৫.৭৪ টাকা, বিড সিকিউরিটি: ৩,৪৪,৯০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৭-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ০৭-০৭-২০২৬ তারিখে বন্ধের পরে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WEST BENGAL KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES BOARD
A Statutory Body under Micro Small Medium Enterprises & Textile Department
12, Binoy-Badal-Dinesh (B.B.D.) Bagh, Kolkata-700 001
Website: wbkvib.org.in/
Web Portal: banglarkhadi.in
ABRIDGED eNIQ

NIeQ REF. NO : eNIQ-009/1_ENG-68_2026-27. **Sl. No. 1. Name of Work :** Rate Quotation for Supply Fitting & Fixing of Different type of Furniture, Almirah, Air Conditioner for North Bengal Districtes (Malda, Uttar Dinajpur, Dakshin Dinajpur, Jalpaiguri, Alipurduar, Darjeeling, Coochbihar, Kalimpong) for preparation of DPR under WBKVIB for the F.Y. 2026-27. **Estimated Amount (Rs) : ₹ To Be Quoted** (Including all Taxes, GST, Cess etc.) Bid submission start date 10-June-2026 from 06:00 p.m. onwards Bid Submission closing date 19-June-2026 up to 11:00 a.m. For all details and online tender submission visit https://wbtenders.gov.in ICA-T9915(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Executive Engineer/Alipurduar Highway Division, P.W. (Roads) Directorate invites online e-tender for the work of Protection and repair work of the damaged road embankment portion of Rajabhatkhawa-Jaigaon Road near Mechpara T.G. approach road Junction at Ch. 16.50 kmp. under the Alipurduar Highway Division, P.W. (Roads) Dte. in the district of Alipurduar during the year 2026-27 & 02nos. more works. N.I.(e)T. No.- 02 of 2026-27/EE/APD HW DIVN. Tender Id- 2026_WBPWD_5015284_1, 2026_WBPWD_5015284_2, 2026_WBPWD_5015284_3. Bid submission start date (Online) : 13.06.2026 from 10:15 a.m. Bid submission closing date (Online) : 29.06.2026 upto 12:00 p.m. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.(e)T. and Tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in
Sd/- Executive Engineer, Alipurduar Highway Division, P.W. (Roads) Dte.
ICA-T9960(3)/2026

Notice Inviting e-Tender

Invited by the Secretary Jalpaiguri Zilla R.M.C. for **NIT No.: WBJALZRMC/01-SEC/JAL/2026-27, Dated: 11/06/2026. Tender ID - 2026_WBSMB_1027687_1.** The Period of Downloading of Bidding document From 12.06.2026, 14-00 Hours (IST) and last date of submission of BID is 01.07.2026, 14-00 Hours (IST). Details may be seen from the website www.wbtenders.gov.in from 12/06/2026. For details may contact the Office of the Jalpaiguri Zilla Regulated Market Committee.

Sd/-
Secretary
Jalpaiguri Zilla RMC

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : সিগ_ভত্ত_৫_পলিসি, তারিখ ০৯.০৬.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, কার্যালয় ভবন, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন - ৭৩২১০২ (প.ব.) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেন। [illegible] ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এবং নোটিস বোর্ড : সিনিয়র ডিএসটিই, ডিআরএম বিল্ডিং, মালদার কার্যালয়।
(MLD-84/2026-27)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
Central Bank of India

Tender Notice

Sr. No.	Description	The Deadline for Submission of Tender and Place	Contact Person for Bidders
1.	Leasing of suitable premises for opening of Falakata Branch, under Coochbehar Region	03.07.2026 up to 05:00PM at Regional Office Coochbehar	Sanjeev Kumar, Senior Manager (PF: 111435, Contact : +91 89181 31460)
2.	Furnishing work (Furniture, Electrical, Data cabling & Msc.) at Central Bank of India, Ghoksardanga Branch, under Coochbehar Region	03.07.2026 up to 03:00PM at Regional Office Coochbehar	Nabeel Islam, Assistant Manager (PF: 141857, Contact : +91 70446 38551) Rohit Kumar Mishra, Assistant Manager (PF: 141790, Contact : +91 62904 53396)

The said information and required documents are available in our bank's website :
- http://www.centralbank.bank.in/en/active-tender
- https://centralbank.abcprocure.com/EPROC/

Sd/- Sanjeev Kumar
Senior Manager, BSD
Regional Office Coochbehar

রঙ্গিয়া মণ্ডলের বহুমুখী স্টল সম্পদের জন্যে ই-নিলাম

রঙ্গিয়া মণ্ডলের ৯ টি বহুমুখী স্টল সম্পদের (এমপিএস) জন্যে ই-নিলাম। রেট ইউনিট: বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিনঃ ১৮২৬।

অগ্রজন ক্যাটালগ সংখ্যা. আরএনওয়াই-এমপিএস-০১

এসইকিউ সংখ্যা	এলওটি নং./শ্রেণী	বিবরণ
এ৫/১	এমপিএস-আরএনওয়াই-বিএনজিএন-এমপিএস- ৩১-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	০৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে "এ" শ্রেণীর বঙ্গাইগাঁও রেলওয়ে স্টেশনের প্লাটফর্ম- ২ এ মহিলার জন্যে সংরক্ষিত বহুমুখী স্টলের (এমপিএস) ব্যবস্থা করা
এ৫/২	এমপিএস-আরএনওয়াই-এনএলবি-এমপিএস- ২৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	০৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে "ডি" শ্রেণীর নলবাড়ি রেলওয়ে স্টেশনের প্লাটফর্ম-১ এ অসংরক্ষিত শ্রেণীর জন্যে বহুমুখী স্টলের (এমপিএস) ব্যবস্থা করা
এ৫/৩	এমপিএস-আরএনওয়াই-এসবিই-এমপিএস- ২৭-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	০৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে "ই" শ্রেণীর সরভোগ রেলওয়ে স্টেশনের প্লাটফর্ম - ২ এ অসংরক্ষিত শ্রেণীর জন্যে বহুমুখী স্টলের (এমপিএস) ব্যবস্থা করা
এ৫/৪	এমপিএস-আরএনওয়াই-ডিকেজিএন-এমপিএস- ২২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	০৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে "ই" শ্রেণীর ঢেকারগাঁও রেলওয়ে স্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় ওবিসির জন্যে সংরক্ষিত বহুমুখী স্টলের (এমপিএস) ব্যবস্থা করা
এ৫/৫	এমপিএস-আরএনওয়াই-এনবিকিউ-এমপিএস- ৭-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	০৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে "বি" শ্রেণীর নিউ বঙ্গাইগাঁও জংশন রেলওয়ে স্টেশনের প্লাটফর্ম -৪ এবং ৫ এ মহিলার জন্যে সংরক্ষিত বহুমুখী স্টলের (এমপিএস) ব্যবস্থা করা
এ৫/৬	এমপিএস-আরএনওয়াই-বিএনজিএন-এমপিএস- ৩২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	০৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে "এ" শ্রেণীর বঙ্গাইগাঁও রেলওয়ে স্টেশনের প্লাটফর্ম ১ এ অসংরক্ষিত শ্রেণীর জন্যে বহুমুখী স্টলের (এমপিএস) ব্যবস্থা করা
এ৫/৭	এমপিএস-আরএনওয়াই-বিপিআরডি-এমপিএস- ১-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	০৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে "এ" শ্রেণীর বরপেটা রোড রেলওয়ে স্টেশনের প্লাটফর্ম-২ এ এসসির জন্যে সংরক্ষিত বহুমুখী স্টলের (এমপিএস) ব্যবস্থা করা
এ৫/৮	এমপিএস-আরএনওয়াই-বিপিআরডি-এমপিএস- ২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	০৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে "এ" শ্রেণীর বরপেটা রোড রেলওয়ে স্টেশনের প্লাটফর্ম-২ এ এসটির জন্যে সংরক্ষিত বহুমুখী স্টলের (এমপিএস) ব্যবস্থা করা
এ৫/৯	এমপিএস-আরএনওয়াই-জিএলপিটি-এমপিএস-২৩-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	০৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে "ডি" শ্রেণীর গোয়ালপাড়া টাউন রেলওয়ে স্টেশনের প্লাটফর্ম-১ এ অসংরক্ষিত শ্রেণীর জন্যে বহুমুখী স্টলের (এমপিএস) ব্যবস্থা করা

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২৬-০৬-২০২৬ তারিখে ১২.০০ ঘণ্টায় এবং **বন্ধ হওয়ার সময়:** ১৩.৫০ ঘণ্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।
টোকা: বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাকদাতাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।
মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

রেল কোচ রেস্টোরেন্ট-এর জন্য ই-নিলাম

রঙিয়া ইকো-পার্কে রেল কোচ রেস্টোরেন্ট-এর জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। নিলাম ক্যাটালগ নং.: ইকোপার্ক-আরএনওয়াই-৯, নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট): ২৬-০৬-২০২৬ তারিখের ১১.০০ ঘণ্টা, নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়: ২৬-০৬-২০২৬ তারিখের ১১.৩০ ঘণ্টা, রেট ইউনিট: বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, ট্রিপ/দিন: ১৮২৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এ৫/১	এমএসএস-আরএনওয়াই-আরএনওয়াই-ইকোপার্ক-১৮-২৫-২ (মিস্ক-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-রেল কোচ রেস্টুরেন্ট)	০৫ (পাঁচ) বছর সময়ের জন্য ইকো পার্ক, রঙিয়াতে বিদ্যমান কোচ এবং বসার জায়গার জন্য অতিরিক্ত জায়গা এবং লেকে মাছ ধরার অধিকার সহ কোচ রেস্টোরেন্ট এবং প্যাডেল বোটিং পরিষেবার স্থাপন এবং পরিচালনা করা।

এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ০৪-০৬-২০২৬ তারিখে ই-নিলাম পোর্টাল www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের জন্য ই-নিলাম

পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.: সি-এপি-পিএনডিইউ-১০, নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট):** ২৪-০৬-২০২৬ তারিখের ১০.০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ/সময়:** ২৪-০৬-২০২৬ তারিখের ১১.৪০ ঘণ্টা, **রেট ইউনিট:** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, **ট্রিপ/দিন:** ১০৯৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এ৫/১	পিএনইউ-এপিডিজে-এনএমজেড-টিওআই-১৫-২২-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট)	নিউ মাল জং. স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেট।
এ৫/২	পিএনইউ-এপিডিজে-সিওবি-টিওআই-১২-২২-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট)	কোচবিহার স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেট।
এ৫/৩	পিএনইউ-এপিডিজে-এনএমএক্স-টিওআই-৪৮-২২-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট)	নিউ ময়নাগুড়ী স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেট।
এ৫/৪	পিএনইউ-এপিডিজে-এনসিবি-টিওআই-৫০-২৫-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট)	নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ অবস্থিত ওয়েটিং রুম (পুরুষ ও মহিলার জন্য)-এর ভেতরে, বিএসএফ আরটিও কার্যালয়ের নিকট পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেট।
এ৫/৫	পিএনইউ-এপিডিজে-এপিডিজে-টিওআই-২-২৫-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট)	আলিপুরদুয়ার জং.-এর প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেট।
এ৫/৬	পিএনইউ-এপিডিজে-এইচএসএ-টিওআই-১৩-২২-২ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট)	হাসিমারা স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেট।
এ৫/৭	পিএনইউ-এপিডিজে-কেএএমজি-টিওআই-৯-২২-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট)	কামাখ্যাগুড়ী স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেট।
এ৫/৮	পিএনইউ-এপিডিজে-এনসিবি-টিওআই-৩৫-২৫-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট)	নিউ কোচবিহার স্টেশনের প্রতিক্ষালয়ে পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেট।

উপরের ই-নিলামটি ইতিমধ্যে ই-নিলাম পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেট মডিউলের অধীনে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

অ্যাফিডেভিট

আমি Sanjay Adhikary, মোহন্ত পারা, পো: + জিলা - জলপাইগুড়ি আমার DL No. WB7120210004304 এ পিতার নাম ভুল থাকায় গত 11.06.2026 তারিখে E.M. কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে পিতা Sankaracharya Adhikary এবং Shankar Achary Adhakary এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলেন। (C/121588)

আমি Sahed Ali আমার আধার কার্ড নং 2434 4336 6643 তে নাম ভুল থাকায় গত 10.06.2026 তারিখে J.M. 1st কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Sahed Ali এবং Saheda Ali এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলাম। (C/121589)

আমি Tapash Dutta, পিতা Sadhan Dutta, গ্রাম: ভোলারডাবড়ি, থানা ও জেলা: আলিপুরদুয়ার। ভোটার কার্ডে (No : WB/02/012/189696) আমার নাম Tapash Dutta পরিবর্তে Tapas Dutta উল্লেখ আছে। তাই গত ১১/০৬/২০২৬ তারিখে আলিপুরদুয়ার LD EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার সংশোধন করে Tapas Dutta থেকে Tapash Dutta করা হল। Tapas Dutta ও Tapash Dutta একই ব্যক্তি। (C/122022)

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB - 63 1985 0856883 আমার নাম ভুলবশত Md. Bablu Hossain এবং আমার বাবার নাম Jabbar Miah নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 10.6.26 নোটারি পাবলিক, সদর, কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ অ্যাফিডেভিট দ্বারা Bablu Hossain এবং Md. Bablu Hossain এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। Jabbar Hossain এবং Jabbar Miah এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার সঠিক নাম Bablu Hossain এবং বাবার নাম Jabbar Hossain প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম : হরিণচওড়া, পো : ঘুঘুমারি, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : কোচবিহার। (C/121443)

জ্যোতিষ

বাস্তুবিদ, সংখ্যাতত্ত্ববিদ জ্যোতিষ ও মাতৃ সাধিকা মাতাশ্রী চন্দ্রাণী, যে কোনও বাস্তু, সাংসারিক, সন্তান ও জটিল সমস্যার সমাধান। (M) 9330559092. (C/122201)

কিডনি চাই

কিডনি চাই A+, পুরুষ বা মহিলা, বয়স 35 এর মধ্যে। Document ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M. No - 8016140555. (C/122318)

কর্মখালি

পশু পাখির দোকানে কাজের জন্য কর্মঠ মহিলা কর্মী চাই। বেতন - 10,000/- + থাকা ও খাওয়া। (M) 9800700453. (K/D/R)

VACANCY FOR CLERICAL STAFF

Applications are invited for the post of clerical staff at Diana T.E. Application to be addressed to Senior Manager, Diana T.E, P.O. Banarhat, Dist- Jalpaiguri, 735202. Last date for receiving application 16/06/2026. (N/M)

অ্যাফিডেভিট

আমি মিন্টু খাসকেল আমার পুত্রের জন্ম শংসাপত্রে নাম ভুল থাকায় গত 06/06/2026 তারিখে J.M. 1st Class কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে পুত্র Debojyoti Khaskel এবং Meghaditya Khaskel এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলো। (C/121586)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৫৭৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৬৪৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৯২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩৬১০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩৬২০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
BISWADEEP
SILIGURI
HAUNTED-3D ECHOES OF THE PAST
Time : 1.15, 4.15 & 7.15 P.M.

From 12th June to 21st June 2026
at Dinabandhu Mancha
Saptadingar Guptodhon
(Bengali Cinema)
Time : 4.00 P.M. & 7.00 P.M.

আজ টিভিতে

ওয়াইল্ড ইতালি : টপ প্রিডেটরস রাত ১০.২৯ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৩০ হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা, দুপুর ১২.৩০ পাগলু, বিকেল ৩.৪৫ জোর, সন্ধে ৬.৪৫ মন যে করে উড়ু উড়ু, রাত ৯.৪৫ বেশ করেছি প্রেম করেছি

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ বড়বউ, দুপুর ১২.১৫ খোকাবাবু, বিকেল ৪.০০ খিলাড়ি, সন্ধে ৭.০০ বন্ধন, রাত ১০.০০ আপন হল পর

জি বাংলা সোনার : সকাল ১০.৩০ মঙ্গলদীপ, দুপুর ১.৩০ তোমায় পাবো বলে, বিকেল ৪.০০ মহাজন, সন্ধে ৬.৩০ অন্যায় অত্যাচার, রাত ৯.০০ সাথীহারা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সজনী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মন্দিরা

সোনি ম্যাক্স টু : বেলা ১১.৪৮ দিল হ্যায় বেতাব, দুপুর ২.৩৬ সড়ক, বিকেল ৪.৫৭ পেয়ার কে নাম কুরবান, সন্ধে ৭.৫০ হম আপকে দিল মে রহেতে হ্যায়, রাত ১১.০৭ আঁখে

বেশ করেছি প্রেম করেছি
রাত ৯.৪৫ জলসা মুভিজ

সুপার মেগা কেকস
সন্ধে ৭.০০ টিএলসি

সড়ক দুপুর ২.৩৬ সোনি ম্যাক্স টু

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যক্তিগত কাজে ঋণ নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। ভাইবোনদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হবে। বন্ধুদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। বৃষ : কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি এবং বদলির খবর পেতে পারেন। সন্তানের পড়াশোনার খরচে একটু চিন্তা বাড়বে। জ্বর, সর্দিকাশিতে ভোগান্তি বাড়বে। মিথুন : সামাজিক কোনও কাজে আপনার সম্মান বৃদ্ধি পাবে। কিছু কারণে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস গভীর হবে। ব্যবসায় আর্থিক উন্নতি। কর্কট : কর্মক্ষেত্রে কোনও জটিল কাজের সমাধান করতে পেরে প্রশংসিত হবেন। খেলাধুলোয় পারদর্শিতার কারণে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। সিংহ : বাইরের কোনও সমস্যার কারণে সংসারেও অশান্তি হতে পারে। বন্ধুর কাছ থেকে টাকা ধার চাইতে যাবেন না, অপমানিত হতে পারেন। কন্যা : ঘনিষ্ঠ কোনও আত্মীয়ের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়ে ব্যবসায় ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন। স্নায়ুর সমস্যায় ভোগান্তি। তুলা : প্রিয়জনের সমস্যা নিয়ে জেরবার হতে পারেন। পুরোনো কোনও দ্রব্য কিনে লোকসান হতে পারে। মানসিক চাপ কমাতে ঈশ্বরের আরাধনা করুন। বৃশ্চিক : ব্যস্ততার মধ্যে সারাদিন কাটলেও, সন্ধের পর ভালো খবর পেতে পারেন। বাড়ি সংস্কারে পড়শিদের বাধা কেটে যাবে। ধনু : সমাজকল্যাণমূলক কাজে যোগদান করে আনন্দ লাভ। সাংসারিক কোনও সমস্যায় বয়স্কজনের পরামর্শ মেনে চলুন। মকর : বৈষয়িক বিষয় নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা কাটবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব নিতে হতে পারে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লান্তি। কুম্ভ : আজ একাধিক উপায়ে আয়ের পথ খুললেও ব্যয়ের মাত্রাও বাড়বে। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা অপ্রয়োজনীয় কথা এড়িয়ে চলুন। মীন : বহুদিন ধরে দেখা বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। কর্মপ্রার্থীরা বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পাবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ভাঃ ২২ জ্যৈষ্ঠ, ১২ জুন ২০২৬, ২৮ জেঠ, সংবৎ ১২ জ্যৈষ্ঠ বদি অধিক, ২৬ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।১৯। শুক্রবার, দ্বাদশী অপরাহ্ণ ৪।৯। ভরণীনক্ষত্র রাত্রি ১।৪৮। অতিগণ্ডযোগ রাত্রি ৭।২৩। কৌলবকরণ প্রাতঃ ৫।৯ গতে তৈতিলকরণ অপরাহ্ণ ৪।৯ গতে গরকরণ রাত্রি ৩।৩ গতে বণিজকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ১।৪৮ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা। মৃতে- একপাদদোষ, অপরাহ্ণ ৪।৯ গতে দোষ নাই, রাত্রি ১।৪৮ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, অপরাহ্ণ ৪।৯ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ৮।১৬ গতে ১১।৩৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৫৮ গতে ১০।১৮ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্বাহ্ণ ৯।২৩ মধ্যে একাদশীর পারণ। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৪ গতে ৬।৪৭ মধ্যে ও ৯।২৮ গতে ১০।২২ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ১২।৮ গতে ২।৪৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৩০ মধ্যে ও ১২।৪৫ গতে ২।৫৩ মধ্যে ও ৩।৩৫ গতে ৪।৫৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

আজ প্রথম মালদায় মুখ্যমন্ত্রী

মালদা, ১১ জুন : নতুন মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রথম গৌড়বঙ্গ সফর বলে কথা। এতদিন নীল-সাদা পোশাকে অভ্যস্ত মালদা বিমানবন্দর ও মালদা কলেজ অডিটোরিয়াম হঠাৎই যেন নতুন ফ্যাশন ট্রেন্ডে মজেছে। রাজ্যপাট বদলের হাওয়া বইতেই রাতারাতি বদলে গেল সাজ। শুক্রবার শুভেন্দু অধিকারীর সফর। তার আগে বৃহস্পতিবার মালদা শহরে নীল-সাদার জায়গায় এখন সাদা-গেরুয়ার জয়জয়কার।

অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে চরম তৎপরতা শুরু হয়েছে মালদা জেলা প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে। জেলা পুলিশ সুপার অনুপম সিং জানিয়েছেন, তাঁদের কাছে বুধবারই মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে সফরসূচি এসে পৌঁছেছে। শুক্রবার দুপুরে হেলিকপ্টারে মালদা এসে পৌঁছাবেন মুখ্যমন্ত্রী। নামবেন বিমানবন্দরে। সেখান থেকে সোজা চলে যাবেন মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামের দুর্গাকিংকর সদনে। সেখানে চার জেলার প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করবেন। প্রশাসনের একটি সূত্র জানাচ্ছে, মালদা কলেজ অডিটোরিয়াম চত্বরে মালদার পরিচিতি আমকে মাথায় রেখে একটি স্টল গড়ে তোলা হয়েছে। সেই স্টলের উদ্বোধন করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী।

বৃহস্পতিবার মালদা বিমানবন্দরে গিয়ে দেখা গেল, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে কাজ শুরু হয়েছে। হেলিপ্যাডের পাশেই বাঁশ দিয়ে বিশাল এলাকাজুড়ে ব্যারিকেড বানানো হয়েছে। সেখানে বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাবেন। বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, 'এই প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারী মালদায় আসছেন। কর্মী-সমর্থকরা মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে হাজির থাকবেন। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী যেসব জেলায় সফরে যাচ্ছেন সেখানে তিনি বিজেপির পার্টি অফিসগুলিতেও যাচ্ছেন। তাই আমরা দলের তরফে মুখ্যমন্ত্রীকে দলীয় কার্যালয় আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি। তিনি কার্যালয়ে এলে দলের কার্যকর্তারা তাঁকে সংবর্ধনা দেবেন।'

'তৃণমূল যেন ডি-কোম্পানি'

বাগডোগরা, ১১ জুন : তৃণমূল একটা গ্যাং ছিল। যেমন ডি-কোম্পানি। কিছু ধান্দাবাজ দলে এসেছিল। আর যে ধান্দা হবে না তা তারা হারের পর বুঝে গিয়েছে। তাই তারা চলে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতা থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে নিজের স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ এভাবেই ঘাসফুল শিবিরকে আক্রমণ করেন। তাঁর কথায়, 'এই দলটা যে আর থাকবে না তা আমি আগেই বলেছিলাম। এরা বাংলাকে শেষ করে দিয়ে গিয়েছে। মমতা কংগ্রেসে যাচ্ছেন। যেতে দিন। তাঁকে কংগ্রেসেই যেতে হবে।' শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বিষয়ে মন্ত্রীর বক্তব্য, 'পরিষদে কী প্রয়োজন তা আমরা আলোচনা করে দেখব।' বিমানবন্দর থেকে দিলীপ এদিন সোজা জলপাইগুড়ি চলে যান।

গাড়ি বাজেয়াপ্ত

ফাঁসিদেওয়া, ১১ জুন : ঘোষপুকুর এলাকায় পৃথক দুটি অভিযানে বৃহস্পতিবার বালিবোঝাই একটি ট্র্যাক্টর-ট্রলি এবং মাটিবোঝাই একটি পণ্যবাহী চার চাকা গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। এদিন প্রথমে ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ হাউদাভিটার কাছে অভিযান চালিয়ে একটি বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর-ট্রলি আটক করে। অন্যদিকে, সস্তুজোত এলাকা থেকে একটি মাটিবোঝাই চার চাকা পণ্যবাহী গাড়ি আটক করা হয়। পুলিশকে দেখে দুটি গাড়ির চালকই ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এরপরই পুলিশ গাড়ি দুটি বাজেয়াপ্ত করে। পুলিশ জানিয়েছে, মাটি ও বালি চুরির বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হচ্ছে। এই দুটি গাড়িও সেই অভিযানে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গাড়ি দুটির প্রকৃত মালিক ও চালকদের খোঁজ শুরু হয়েছে।

জুলাই মাসেই বক্সায় বাঘমামার 'হালুম'

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১১ জুন : সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী মাসেই বক্সা টাইগার রিজার্ভ পাবে তার নামকরণের সার্থকতা। জঙ্গলে ছাড়া হবে বাঘ। জুলাই মাসেই বক্সার বাঘবনে বাঘ ছাড়ার পরিকল্পনা করছে বন দপ্তর। বৃহস্পতিবার এখবর জানালেন রাজ্যের নতুন বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ। সবে বুধবার তিনি দপ্তরের দায়িত্ব নিয়েছেন। তারপরই বনকর্তাদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন মনোজ। বন দপ্তরের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে বক্সা টাইগার রিজার্ভের বাঘ ছাড়ার পরিকল্পনার বিষয়েও জেনেছেন মন্ত্রী। এদিন মনোজ বলেন, 'বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। বক্সায় বাঘ ছাড়ার বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হয়েছে। সম্ভবত জুলাই মাসেই জঙ্গলে বাঘ ছাড়া হবে। বিস্তারিত আগামীতে জানানো হবে।'

এর আগে দুয়েকবার বক্সায় বাঘ দেখা গেলেও তা যে এই জঙ্গলেরই বাসিন্দা, সেটা কিন্তু নিশ্চিত করে বলা যায়নি। এখন বাঘ তো ছাড়া হবে, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বক্সার জঙ্গলে কি ইতিমধ্যেই বাঘ আনার পরিবেশ তৈরি হয়ে গিয়েছে? আর কতগুলো বাঘ আনা হবে? কোন জায়গা থেকে আনা হবে? কয়েকদিন আগেই বক্সায় বাঘ ছাড়ার কথা জানিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব। এরপরই তৎপর হয়েছেন বক্সার বনকর্তারা। জয়ন্তী গ্রাম সরানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যদি জুলাই মাসে জঙ্গলে বাঘ ছাড়া হয় তাহলে এক থেকে দেড় মাসের মধ্যেই বনকর্তাদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে।

২০১৭ সাল থেকে বক্সার জঙ্গলে বাইরে থেকে বাঘ আনার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। জঙ্গলে বাঘের বসবাসের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা, বাঘের জন্য খাদ্য ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করার মতো কাজ শুরু হয়। ইতিমধ্যেই জঙ্গলে বেশ কয়েকবার হরিণ ছাড়া হয়েছে বাঘের খাদ্যসংকট মেটাতে।

আবার গাঙ্গুটিয়া, ভুটিয়া বস্তির মতো জঙ্গলের ভিতরের গ্রামগুলোকেও স্থানান্তরিত করা হয়েছে। মনোজের ঘোষণার পর আগামী এক দেড় মাসের মধ্যেই জয়ন্তীর বাসিন্দাদের সরিয়ে দেওয়া হয় কি না, সেটাই দেখার। আপাতত বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, জয়ন্তীর যেসব বাসিন্দা বিশেষ পুনর্বাসন প্যাকেজ নিয়ে গ্রাম ছাড়তে চান, তাঁরা চলে যেতে পারেন। আর যাঁরা যেতে চান না, তাঁরা গ্রামে থাকতে পারেন। সেক্ষেত্রে গ্রামের চারদিকে ফেন্সিং দেওয়া হতে পারে সুরক্ষার জন্য।

বিহার বা অসম থেকে বক্সায় বাঘ আনা হতে পারে। অসম থেকে নিয়ে আসার সম্ভাবনাই অনেকটা বেশি। এনটিসিএ'র কাছে দপ্তর যে রিপোর্ট দিয়েছিল সেখানে জানিয়েছিল ওরাং জাতীয় উদ্যান, কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যান, মানস টাইগার রিজার্ভ থেকে বাঘ আনা যেতে পারে। কেননা পড়শি রাজ্য অসমের এই জঙ্গলের চরিত্রর সঙ্গে বক্সার জঙ্গলের চরিত্রের অনেকটাই মিল রয়েছে।

আপাতত জঙ্গলে একটি এনক্লোজার করে বাঘ ছাড়া হবে বলে খবর। কয়েকদিন সেখানে থেকে বাঘ স্বাভাবিক পরিবেশে মিশে গেলে তারপর খোলা জঙ্গলে ছাড়া হতে পারে। তবে কোন জায়গা থেকে বাঘ আসবে বা ক'টা বাঘ আসবে সেটা এখনও জানায়নি বন দপ্তর। সূত্রের খবর, তিনটি বা ছয়টি বাঘ জঙ্গলে ছাড়া হতে পারে। সেক্ষেত্রে বাঘ ও বাঘিনীর অনুপাত থাকবে ১:২।

ট্র্যাপ ক্যামেরায় বক্সায় বাঘের অস্তিত্ব মিলেছিল। -ফাইল চিত্র

ভোটার তালিকায় নাম বাতিলের প্রতিবাদ

ফাঁসিদেওয়া, ১১ জুন : ভোটার তালিকা থেকে প্রকৃত নাগরিকদের নাম বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে সরব হল সিপিএম। এসআইআর প্রক্রিয়ায় নাম বাদ পড়ার বিষয়টি নিয়ে বৃহস্পতিবার ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বনানী মজুমদারের কাছে দলের দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

নেতৃত্বের অভিযোগ, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে তড়িঘড়ি এবং ত্রুটিপূর্ণভাবে এই প্রক্রিয়া চালানো হয়েছে। এর ফলে ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বহু বৈধ ভোটার গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য দিলীপ সিং বলেন, 'আগে প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকায় যাঁদের নাম ছিল, তাঁদের কোনওরকম তদন্ত বা নোটিশ ছাড়াই 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন' রেখে পরবর্তীতে তালিকা থেকে ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে।' এদিনের কর্মসূচিতে দিলীপ ছাড়াও ছিলেন তাপস সরকার, ঝরেন রায়, হরিদাস মোদক সহ অন্য নেতৃত্ব। স্মারকলিপিতে চা বাগান ও প্রান্তিক এলাকার মানুষের প্রকৃত ভোটারদের জন্য বিশেষ ক্যাম্প করে পুনরায় তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানানো হয়।

স্কুল ছুটির আনন্দ।। আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকায় বৃহস্পতিবার আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

বাস নিয়ে ক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : পরিবহণনগরে ট্রাক টার্মিনাসে শুধুমাত্র এখন দূরপাল্লার বাস দাঁড় করানো হচ্ছে বলে ট্রাকমালিকরা অভিযোগ করলেন। তাঁদের অভিযোগ, এতদিন ট্রাক টার্মিনাসে তাঁদের ট্রাকগুলোই দাঁড়াত। যদিও এখন দূরপাল্লার বাস দাঁড়ানোয় সেখানে আর ট্রাক ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে ট্রাকচালক থেকে শুরু করে কর্মীরা যথেষ্ট সমস্যায় পড়েছেন। বিষয়টা নিয়ে তাঁরা খুব দ্রুতই শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ)-র দ্বারস্থ হবেন বলে ট্রাক মালিকরা জানিয়েছেন।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত ২

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : বৃহস্পতিবার রাতে স্কুটার-বাইক সংঘর্ষে দুজন গুরুতর আহত হন। এদিন বর্ধমান রোডে চানাপট্টি মোড় যাওয়ার রাস্তা সংলগ্ন এলাকা দিয়ে দুজন স্কুটারে করে যাচ্ছিলেন। সেইসময়ই অতিরিক্ত গতিতে চলা একটি বাইক এসে সজোরে ওই স্কুটারে ধাক্কা মারে। স্কুটারে থাকা দুইজন ছিটকে পড়েন। সুযোগ বুঝে বাইকচালক পালিয়ে যায়। বাসিন্দারা দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুজনকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান।

টাকার বিনিময়ে চাকরি, গ্রেপ্তার ম্যানেজার

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়ার অভিযোগে বৃহস্পতিবার মিঠু সাহা নামক এক ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এদিন রাতে প্রধাননগর এলাকা থেকে মিঠুকে গ্রেপ্তার করে মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে এজেন্সির মাধ্যমে সাফাইকর্মী হিসাবে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে বেকার তরুণ-তরুণীর কাছ থেকে প্রচুর টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের এক সদস্যও সরাসরি যুক্ত বলে অভিযোগ। পুলিশ জানিয়েছে, মৌখিকভাবে অনেকে অভিযোগ করলেও এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই এদিন মিঠুকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মেডিকেলের সুপারস্পেশালিটি ব্লকে সাফাই, নিরাপত্তা সহ বিভিন্ন বিভাগে কাজ চালানোর জন্য স্বাস্থ্য ভবন থেকে কয়েক বছর আগে কলকাতার একটি সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। মিঠু ওই সংস্থার ম্যানেজার হয়ে এখানে এসেছিলেন। অভিযোগ, চাকরি দেওয়ার নাম করে তিনি প্রথম থেকেই প্রচুর টাকা তুলেছেন। গরিব পরিবারের বেকার ছেলেমেয়েদের কাজ দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা নেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, হাসপাতালের আধিকারিকদের একাংশ এবং স্থানীয় এক জনপ্রতিনিধিকে সঙ্গে নিয়ে মিঠু এই তোলাবাজি চক্র গড়ে তুলেছিলেন। গত মার্চ মাসে ওই এজেন্সির সঙ্গে মেডিকেল কলেজের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে। অভিযোগ, তার আগে কয়েকমাস ধরে অবৈধভাবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ করেছে এই তোলাবাজি চক্র। এপ্রিল মাস থেকে নতুন এজেন্সি দায়িত্ব নিয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কর্মীদের ছাঁটাই করেছে। আর তার পরেই একের পর এক কর্মহীন ছেলেমেয়ে এই চক্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলতে শুরু করেন।

মাদক সহ ধৃত

খড়িবাড়ি, ১১ জুন : ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কির গৌরসিংজোতের কালী মন্দির সংলগ্ন একটি বাড়িতে বুধবার সন্ধ্যায় অভিযান চালিয়ে বিপুর পরিমাণ মাদক বাজেয়াপ্ত করেছে খড়িবাড়ি থানা ও পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। মোট ১৬ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ, ২৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার এবং নগদ ৯২ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘটনায় বাড়ির মালিক রতন রায়কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

মুন্সী প্রেমচাঁদ কলেজ

বিল বকেয়া, থমকে নতুন ভবন নির্মাণ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : শিলান্যাসের পর সরকারি বোর্ডে স্পষ্ট লেখা হয়েছিল, ৬০৫ দিনের মধ্যে শেষ হবে ভবন নির্মাণের কাজ। কিন্তু নির্দিষ্ট সেই সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও শিলিগুড়ির মুন্সী প্রেমচাঁদ কলেজের নতুন ভবনের কাজ এখনও অর্ধসমাপ্ত। আর নতুন এই ভবন হাতে না পাওয়ায় বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগ চালু করতে পারছে না কলেজ কর্তৃপক্ষ। এমনকি, ইন্দিরা গান্ধি ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটির (ইগনু) একটি স্টাডি সেন্টার খোলার কথা থাকলেও ভবনের অভাবে তা থমকে রয়েছে।

এরই পাশাপাশি কলেজ কর্তৃপক্ষের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে জমি দখল। জানা গিয়েছে, নির্মীয়মাণ ভবনের ঠিক পিছনেই কলেজের নিজস্ব প্রায় দেড় বিঘা জমি বস্তিবাসীদের দখলে রয়েছে। অভিযোগ, বিগত সরকারের আমলে বারবার আবেদন করা হলেও বস্তি সরাতে প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ করেনি। ওই জমিটি দখলমুক্ত করে হাতে না পেলে 'ফিজিক্যাল এডুকেশন' বিষয়টিও চালু করতে পারছে না কলেজ কর্তৃপক্ষ। কারণ, এই বিষয়ে পঠনপাঠনের জন্য ছোট হলেও একটি মাঠের প্রয়োজন।

২০২৪ সালের ৩১ জুলাই বিগত সরকারের উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ এবং শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব ঘটা করে মুন্সী প্রেমচাঁদ কলেজের এই নতুন ভবন নির্মাণের শিলান্যাস করেছিলেন। প্রথম পর্যায়ে 'জি প্লাস-টু' আয়তনের ভবন তৈরির জন্য ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। কথা ছিল, দ্বিতীয় দফায় আরও দুটি তল নির্মাণ করা হবে এবং তার জন্য পরবর্তীতে বাড়তি টাকা বরাদ্দ করা হবে। কিন্তু কলেজের নিজস্ব জমিটি বস্তিবাসীরা দখল করে রাখায় শুরুতেই থমকে যায় কাজ। বেশ কয়েক মাস পর কয়েকটি ঘর সরিয়ে কাজ শুরু করা সম্ভব হলেও, ভবনের পিছনের দেড় বিঘা জমি এখনও দখলদারদের কবজায়। অভিযোগ, ভোটের রাজনীতির কারণেই তৃণমূল আমলে বস্তি সরাতে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ বিপুল মণ্ডল বললেন, 'ভবনের কাজ যাতে শেষ করা যায়, সেই বিষয়টি নিয়ে আমরা নতুন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করব। নতুন ভবন না থাকায় ক্লাস করাতে সমস্যা হয়। পাশাপাশি বিজ্ঞান ও কলা বিভাগ চালু করা যাচ্ছে না।' বস্তি সরানো প্রসঙ্গে অধ্যক্ষের বক্তব্য, 'যাঁরা এখানে বসবাস করছেন, তাঁদের পুনর্বাসন দিয়ে সরানো হোক, সেটা চাই। কিন্তু সেজন্য সরকারি উদ্যোগ প্রয়োজন। বিগত সরকারের আমলে সেভাবে উদ্যোগ চোখে পড়েনি।'

এদিকে, ভবনের কাজ করলেও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তরফে তিন কোটি টাকার বেশি বিল মেটানো হয়নি বলে দাবি ঠিকাদারি সংস্থার। ফলে বাকি কাজও এগোচ্ছে না। ঠিকাদারি সংস্থার কর্ণধার গোপাল জোয়ারদারের কথায়, 'কাজের পর তিন কোটি টাকার বেশি অঙ্কের বিল জমা দিয়েও টাকা পাইনি। সেই টাকা ট্রেজারিতে এসে পড়ে রয়েছে। বিগত সরকার টাকা দেওয়া নিয়ে টালবাহানা করেছে। তাছাড়া বর্তমান সরকারের আমলেও সেভাবে সহযোগিতা পাচ্ছি না।'

তাঁর দাবি, ভবন তৈরির জন্য শুরুতে বস্তির যে কয়েকটি ঘর সরানো হয়েছিল, নিজে টাকা খরচ করে পাশেই সেই পরিবারগুলিকে আলাদা ঘর বানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। এরপরও বিল না পাওয়া গেলে বাকি কাজ করা অসম্ভব। পাশাপাশি পাথর ও বালি পাওয়ার ক্ষেত্রেও সমস্যা রয়েছে বলে জানান তিনি। তবে বকেয়া বিলের টাকা হাতে পেলে চার মাসের কম সময়ের মধ্যেই ভবনের অবশিষ্ট কাজ শেষ করে দেওয়া সম্ভব বলে দাবি করেছে ওই নির্মাণকারী সংস্থা।

অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে নতুন ভবন। -সংবাদচিত্র

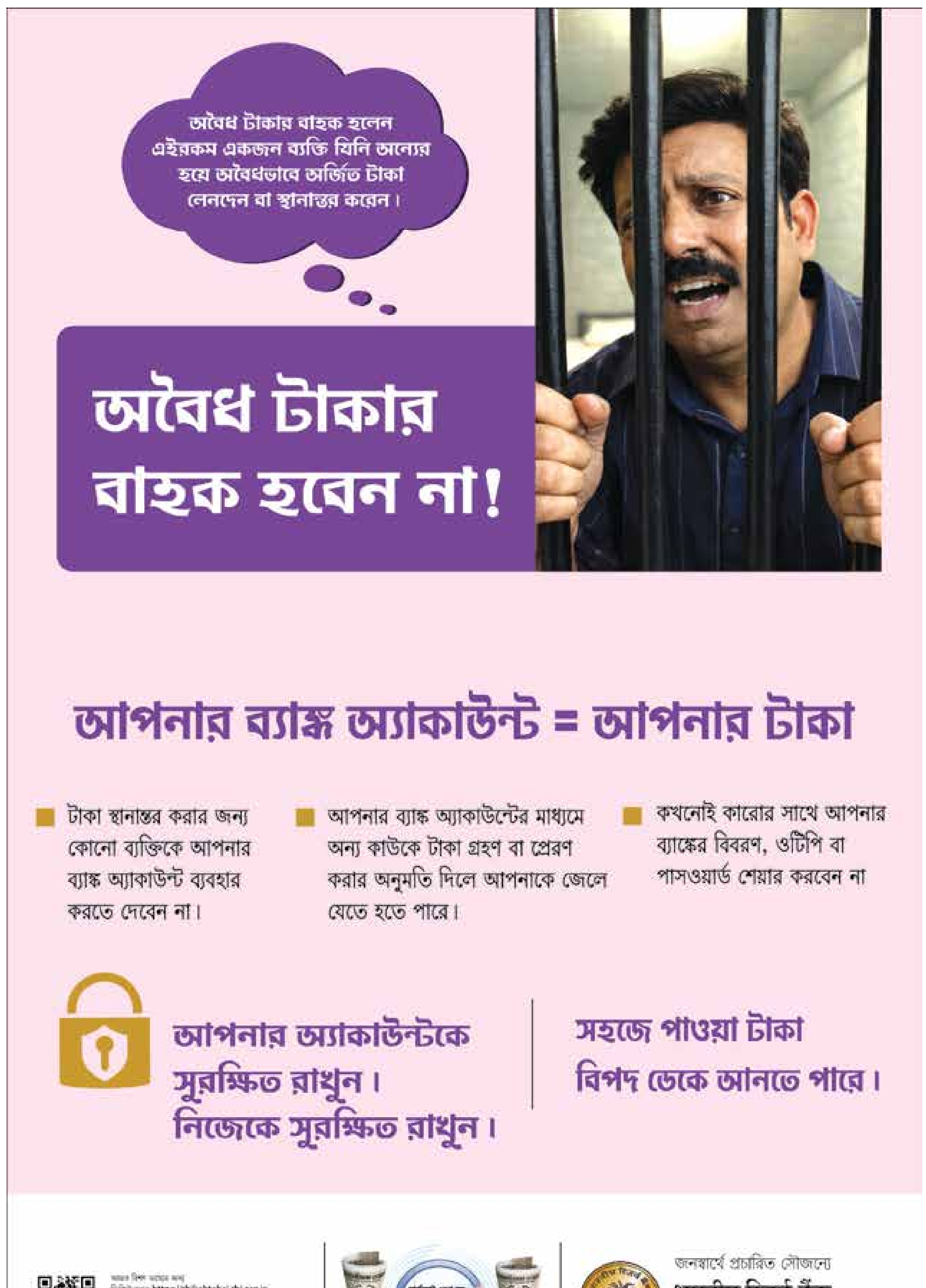

অবৈধ রেস্তোরাঁয় পুরনিগমের 'ঘা'

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে রীতিমতো রাস্তা দখল করে গড়ে উঠেছিল রেস্তোরাঁ। শিলিগুড়ি পুরনিগমের নজর এড়িয়ে প্রকাশ্যেই চলছিল নির্মাণকাজ। অভিযোগ, স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একাংশ প্রতিবাদ করলেও কাজ বন্ধ হয়নি, উলটে তাঁদের হুমকির মুখে পড়তে হয়। অবশেষে পুরনিগমে অভিযোগ জমা পড়া এবং মাসিক অধিবেশনে বিষয়টি উত্থাপিত হওয়ার পর নড়েচড়ে বসে কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার সকালে অভিযান চালিয়ে ওই অবৈধ নির্মাণ ভেঙে রাস্তা দখলমুক্ত করা হল। অশান্তি এড়াতে পুরকর্মীদের পাশাপাশি পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও উপস্থিত ছিলেন।

এ বিষয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনার অশ্বিনীকুমার রায় বলেন, 'রাস্তা দখল করে নির্মাণ গড়ে তোলার অভিযোগ ছিল। নিয়ম মেনে সেই নির্মাণ ভেঙে দেওয়া হয়েছে।'

অভিযোগ, স্থানীয় বাসিন্দা ঈশ্বর মিত্তাল কোনও অনুমতি ছাড়াই একটি বহুতল আবাসনের ছাদে অবৈধভাবে টয়লেট ব্লক গড়ে তুলেছিলেন। পাশাপাশি রাস্তা দখল করে লোহার কাঠামো ও টিনের ছাউনি দিয়ে একটি রেস্তোরাঁও তৈরি করে ফেলেন। জানা গিয়েছে, নির্মাণকাজ চলাকালীন পুরনিগমের তরফে অভিযান চালিয়ে একটি লোহার সিঁড়ি এবং বেশ কিছু অংশ ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপরও পুর প্রশাসনের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নির্মাণ শেষ করা হয়।

ভেঙে ফেলা হচ্ছে অবৈধ নির্মাণ।

স্থানীয় ব্যবসায়ী অমিত আগরওয়াল বলেন, 'পুরনিগমের কোনও অনুমতি ছাড়াই রাস্তা দখল করে নির্মাণকাজ করা হয়। আমরা প্রতিবাদ করলেও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, উলটে আমাদের হুমকি দেওয়া হত। বাধ্য হয়েই পুরনিগমে অভিযোগ জানিয়েছিলাম।' যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেই ঈশ্বরের পালটা দাবি, 'এই রাস্তা আমার, কোনও সরকারি জমি নয়। প্রয়োজনীয় সমস্ত নথি আমার কাছে রয়েছে এবং তা পুরনিগমে জমাও দিয়েছিলাম। তবে পুরনিগম তা মানতে চায়নি। রেস্তোরাঁ চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় ট্রেড লাইসেন্সও রয়েছে।' তাঁর প্রশ্ন, নির্মাণ যদি অবৈধই হবে, তবে পুরনিগমের তরফে কীভাবে ট্রেড লাইসেন্স দেওয়া হল?

প্রধানের জামাই গ্রেপ্তার

বাগডোগরা, ১১ জুন : বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগে লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তৃণমূল কংগ্রেসের মমতা বর্মনের জামাই হরদেব রায় ওরফে অনিলকে বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

বিজেপি নেতা রতন দাসের স্ত্রী জ্যোৎস্নার অভিযোগ, 'হরদেব রায় বুধবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ ভুজিয়াপানি মাঠে রাজেশ দাস নামে এক তরুণকে মারধর করেন। বৃহস্পতিবার সকালে আমার স্বামী রতন দাস মাঠে দাঁড়িয়ে কয়েকজনের সঙ্গে যখন কথা বলছিলেন, তখন প্রধানের জামাই হরদেব এবং মেয়ে টুম্পা এসে ফের মারপিট শুরু করে দেন। এতে আমি এবং আমার স্বামী আহত হই। আমরা পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি।' এবিষয়ে প্রধান মমতা বর্মন বলছেন, 'ওরা আমাকে কিছু করতে পারছে না বলে জামাই ও মেয়েকে মারধর করছে।' পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হরদেবকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। শুক্রবার তাঁকে শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হবে।

মন্ত্রীর দ্বারস্থ

বাগডোগরা, ১১ জুন : সমকাজে সমবেতনের দাবিতে মন্ত্রী আনন্দময় বর্মনের দ্বারস্থ হলেন উত্তরবঙ্গ পিএইচই মেকানিক্যাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সদস্যরা। বৃহস্পতিবার পানীয় জলপ্রকল্পে কর্মরত পাম্প ও ভালভ অপারেটর, নিরাপত্তারক্ষী, চালকরা স্মারকলিপি দেন। দপ্তরে যুক্ত কিছু আধিকারিকের অনৈতিক কাজের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপের দাবিও জানানো হয় মন্ত্রীকে।

সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুব্রত গুপ্ত বলেন, 'পাথরঘাটা ও খড়িবাড়ির পানীয় জলপ্রকল্পে কর্মরত দুজনকে কম বেতন দেওয়া হচ্ছে। এনিয়ে প্রতিবাদ করায় তাঁদের বেতন আটকে রাখা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রীকে অবগত করা হয়। মন্ত্রী বিষয়টির খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।'

ড্রোন উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : ফুলবাড়ির ব্যাটালিয়ন মোড়ে বৃহস্পতিবার দুপুরে একটি ড্রোন পড়ে থাকার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। এনজেপি থানার পুলিশ ড্রোনটি উদ্ধার করে। কোথা থেকে ড্রোনটি এল, তা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে চর্চা শুরু হয়। পরে জানা যায়, স্থানীয় একটি বেসরকারি স্কুলের তরফে ওই ড্রোনটি ওড়ানো হয়েছিল। কিন্তু ওড়ার সময় সেটি নীচে পড়ে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, ড্রোনটি স্কুল কর্তৃপক্ষকে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

কাওয়াখালিতে উচ্ছেদ অভিযান

ভাঙা হল ক্লাব, পার্টি অফিস

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : ফের জমি দখলমুক্ত করল শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)। বৃহস্পতিবার কাওয়াখালিতে সিআরপিএফ ক্যাম্পের উলটো দিকে থাকা অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেওয়া হয়। আর্থমুভার দিয়ে ১০টি অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেওয়া হয়। যার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের অর্ধেক ভাঙা একটি পার্টি অফিস, একটি ক্লাব ও বেশ কিছু খাবারের দোকান রয়েছে। আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া কিছু মানুষ ওই দোকানগুলি চালাচ্ছিলেন। যার মধ্যে ভাতের হোটেল, চা ও ফাস্ট ফুডের দোকান ছিল। উচ্ছেদের সময় অনেকে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তাঁদের তরফে পুনর্বাসনের দাবি তোলা হয়েছে।

গত ২২ মে এসজেডিএ'র নোটিশ দিয়ে সেই অবৈধ নির্মাণগুলি সরিয়ে ফেলার জন্য এক সপ্তাহের সময়সীমা দিয়েছিল। যার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের মাটিগাড়া ১ নম্বর অঞ্চল কমিটির কার্যালয়টি ছিল। নোটিশ পাওয়ার পর তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্ব নিজস্ব উদ্যোগে পার্টি অফিসটির একাংশ ভেঙে ফেলে। টিনের চাল, দরজা, জানলা সহ বিভিন্ন সামগ্রী সরিয়ে নিয়ে চলে যায়। এদিন অর্ধেক ভাঙা পার্টি অফিসটি পুরোপুরি ভেঙে ফেলা হয়। পার্টি অফিসটির উলটো দিকে একটি ক্লাব ছিল। সেটিও ভেঙে ফেলা হয় এদিন। অভিযোগ, তৃণমূলের লোকজন ক্লাবটি গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু রাত হলে সেই ক্লাবে নেশার আসর বসানোর অভিযোগ ছিল।

কাওয়াখালিতে ভাঙা হচ্ছে অবৈধ নির্মাণ। বৃহস্পতিবার। ছবি : সূত্রধর

> ভেবেছিলাম বিকল্প কোথাও দোকান সরিয়ে নিয়ে যাব। কিন্তু বিকল্প জায়গা না পাওয়ায় দোকান সরিয়ে নিয়ে যেতে পারছিলাম না। কিন্তু সবকিছু ভেঙে দিল।
> মামণি সরকার

তৃণমূল জমানায় এসজেডিএ'র তরফে কাওয়াখালিতে একাধিকবার অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে অভিযান চলেছে। কিন্তু কোনওবারই এসজেডিএ'র আর্থমুভার তৃণমূলের পার্টি অফিস বা ক্লাব স্পর্শ করেনি। কিন্তু রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তনে আর রেয়াত করা হল না। পাশাপাশি টিন ও বাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরি দোকানঘরগুলি ভেঙে দেওয়া হয়। যেগুলি প্রায় ২০ বছর ধরে সেখানে চলছে। ভাঙা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে মামণি সরকার বলেন, 'ভেবেছিলাম বিকল্প কোথাও দোকান সরিয়ে নিয়ে যাব। কিন্তু বিকল্প জায়গা না পাওয়ায় দোকান সরিয়ে নিয়ে যেতে পারছিলাম না। কিন্তু সবকিছু ভেঙে দিল। বাম আমল থেকে এখানে দোকান করে সংসার চালাচ্ছিলাম। এখন চলব কী করে, সেটাই ভেবে পাচ্ছি না।'

সরকার পরিবর্তনের পর যে অবৈধ নির্মাণ সরাতে এসজেডিএ অত্যন্ত তৎপর, তা বুঝতে পারছেন এখানকার দোকানদাররা। শর্মিলা বর্মন নামে এক দোকানদার বলেন, 'স্বামী বা ছেলে, কেউ পরিবারে নেই। ফাস্ট ফুডের দোকান দিয়ে পেট চালাচ্ছিলাম। এখন পরিচারিকার কাজ না করলে সংসার চলবে না। সরকারের কাছে আবেদন, আমাদের অন্য কোথাও অন্তত দোকান করার জায়গা দেওয়া হোক।'

দোকানে চুরি

নকশালবাড়ি, ১১ জুন : বুধবার রাতে পানের দোকানে চুরির ঘটনা ঘটে নকশালবাড়ি বাসস্ট্যান্ড এলাকায়। রাস্তার ধারেই রয়েছে বিশ্বজিৎ পালের পান দোকান। দোকান থেকে সিগারেট সহ একাধিক জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। বিশ্বজিৎ বৃহস্পতিবার এনিয়ে নকশালবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উড়ান।। দিঘায় ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির ধনঞ্জয় পাল।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

জার্সি গায়ে ফুটবল প্রেমে মাতল খুদেরা

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : বিশ্বকাপ ফুটবলের জ্বরে কাঁপছে শৈলশহর দার্জিলিং সহ পাহাড়। বৃহস্পতিবার বিশ্বকাপ শুরুর প্রাক মুহূর্তে দার্জিলিংয়ের ম্যালের চৌরাস্তায় জমজমাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দার্জিলিং ফুটবল সোসাইটি আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে স্কুল, কলেজের পড়ুয়া সহ সাধারণ মানুষ বিভিন্ন দেশের জার্সি গায়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। আর্জেন্টিনা, পর্তুগাল, ফ্রান্স, ব্রাজিলের জাতীয় পতাকায় সাজিয়ে তোলা হয় ম্যাল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নমন রাই বিশ্ব ফুটবলের এই উৎসবে সকলকে শামিল হওয়ার আবেদন জানান। তিনি বলেন, 'পাহাড়ে ফুটবল আজও সমানভাবে জনপ্রিয়। ফুটবলের এই জনপ্রিয়তাকে ধরে রেখে এখান থেকে নতুন নতুন ফুটবলার, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় তুলে আনতে আমরা সচেষ্ট হব।' এদিনের এই অনুষ্ঠানে পাহাড়ি সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী নাচ-গানের পাশাপাশি ফুটবল নিয়ে উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

রংবেরংয়ের জার্সি পরে উচ্ছ্বাস খুদেদের। বৃহস্পতিবার দার্জিলিংয়ের ম্যালে। ছবি : মৃণাল রানা

গ্রেপ্তার তরুণ

খড়িবাড়ি, ১১ জুন : মামার বাড়িতে মায়ের সঙ্গে ঘুরতে এসে ধর্ষণের শিকার হল সাড়ে চার বছরের শিশু। এই অভিযোগ পেয়ে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে খড়িবাড়ি পুলিশ। মঙ্গলবার বাড়ির পাশে গ্রামের অন্য শিশুদের সঙ্গে খেলছিল ছোট্ট মেয়েটি। অভিযুক্ত তরুণ বাকি শিশুদের টাকা দিয়ে খাবার জিনিস কিনে আনতে পাঠায়। অভিযোগ, সেসময় ওই তরুণ শিশুটিকে ফুসলিয়ে পাশেই নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতন করে। সেদিন সন্ধ্যায় মায়ের সঙ্গে শিশুটি নকশালবাড়ি ফিরে যায়। বাড়ি ফিরে শিশুটি সব খুলে বলে। বুধবার নির্যাতিতার মা খড়িবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ধৃতের বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। তরুণের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

দুর্নীতি

ইসলামপুর, ১১ জুন : দুর্নীতির অভিযোগে আগডিমটিখন্তি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপি নেতা-কর্মীরা। তবে প্রধান জাকির হুসেন ছুটিতে থাকায় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে স্মারকলিপি দেয় বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপির অভিযোগ, আবাস যোজনা, শৌচালয় নির্মাণ প্রকল্প, 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পে দুর্নীতি হয়েছে। সাতদিনের মধ্যে উত্তর না পেলে পঞ্চায়েত কার্যালয় অচল করার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে বিজেপির তরফে।

পালিয়ে পানিট্যাঙ্কিতে নেপালের কিশোরী

৫ হাজারের টোপে যৌন নির্যাতন

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : মাসে ৫ হাজার টাকা বেতনের টোপ দিয়ে নেপাল থেকে এক কিশোরীকে শালবাড়িতে এনে যৌন নির্যাতন চালানোর অভিযোগ উঠল এক তরুণের বিরুদ্ধে। তবে পুলিশ পৌঁছানোর আগেই বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে পরিবার সমেত চম্পট দেন প্রবীণ মুখিয়া নামে ওই তরুণ। তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

বছর ষোলোর ওই কিশোরীর মা নেপালের মধুমাল্লার এলাকায় একটি হোটেলে কাজ করেন। সেই সুবাদেই প্রবীণের সঙ্গে পরিচয় হয়। ওই কিশোরীর মায়ের দাবি, প্রবীণ তাঁকে বলেছিলেন, মেয়েকে তাঁদের শালবাড়ির বাড়িতে নিয়ে যাবেন। মাসে ৫ হাজার টাকা বেতন দেবেন। লেখাপড়াও করাবেন। পরিবারে তীব্র অনটন মেটাতে মেয়েকে প্রবীণের সঙ্গে ভারতে পাঠাতে রাজি হয়ে যান ওই কিশোরীর মা। কিন্তু শালবাড়িতে এনে মেয়ের ওপর যৌন নির্যাতন চালানো হবে, ভাবতে পারেননি। কিশোরীর মায়ের কথায়, 'মাসে মাসে ঠিক টাকা পাঠাতেন প্রবীণ। তাই আর কোনও সন্দেহ হয়নি।'

যৌন নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচতে ওই কিশোরী শালবাড়ি থেকে পালানোর সুযোগ খুঁজছিল। সুযোগ বুঝে কোনওভাবে পাঁচশো টাকা জোগাড় করে চলতি মাসেই ওই কিশোরী শালবাড়ির বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। তবে পানিট্যাঙ্কি সীমান্তে পৌঁছালেও কীভাবে নেপালের বাড়িতে পৌঁছাবে বুঝতে পারছিল না। সেসময়ে তাকে এদিক-ওদিক ঘুরতে দেখে সন্দেহ হয় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যদের। ওই কিশোরীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার পরিবারের সদস্যদের ফোন করা হয়। ফোন পাওয়া মাত্র প্রথমে চমকে গিয়েছিলেন ওই কিশোরীর মা। পরে ওই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সহযোগিতায় পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নেপালের বাড়িতে পৌঁছায় ওই কিশোরী। বুধবার রাতে ওই কিশোরীকে সঙ্গে নিয়ে পরিবারের সদস্যরা প্রধাননগর থানায় এসে অভিযোগ দায়ের করেন। এই ঘটনায় পকসো ধারায় মামলা শুরু করেছে পুলিশ। বুধবার রাতে শালবাড়ির ওই বাড়িতে তদন্তকারী পুলিশকর্তারা গেলেও খালি হাতে ফিরতে হয়।

- গত ৬ তারিখ ওই কিশোরী শালবাড়ির বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়
- পানিট্যাঙ্কিতে পৌঁছালেও নেপালের বাড়িতে যাওয়ার রাস্তা বুঝতে পারছিল না ওই কিশোরী
- কিশোরী পালিয়ে গিয়েছে জানার পর পরিবারের সদস্য নিয়ে চম্পট দেন অভিযুক্ত তরুণ

পুলিশ সূত্রে খবর, গত ৬ তারিখ ওই কিশোরী শালবাড়ির বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার পরেই পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে ওই পরিবারের সদস্যরা পালিয়ে যান। ঘটনায় মূল অভিযুক্ত বাড়ির মালিক প্রবীণ মুখিয়া সহ তাঁর পরিবারের সদস্যদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ওই ব্যক্তির নেপালে নিয়মিত যাতায়াত রয়েছে। প্রায়ই তিনি নেপালের ওই হোটেলে ওঠেন। বৃহস্পতিবার সকালেও ওই কিশোরীকে নিয়ে তার মা এবং পরিবারের সদস্যরা থানায় এসেছিলেন।

পুলিশ কিশোরীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে, ওই কিশোরী কিছু পথ অটো, কিছুটা টোটোয় চেপে পানিট্যাঙ্কিতে পৌঁছেছিল। তবে এরপর কোথায় যাবে, সেটা আর বুঝতে পারেনি। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার এক সদস্যের কথায়, 'কিশোরী ঘোরাঘুরি করছে দেখে আমরা তার সঙ্গে কথা বলি। তখনই ওই কিশোরীর কাছ থেকে আমরা তার বাড়ির ফোন নম্বর পাই। তারপর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করি।'

সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা দলের সদস্যদের

খড়িবাড়ি, ১১ জুন : খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তৃণমূলের রত্না সিংহ রায়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনলেন দলেরই সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য। বৃহস্পতিবার তাঁরা শিলিগুড়ির এসডিও-র কাছে অনাস্থার আবেদনপত্র জমা করেন। বিডিও, জেলা শাসক সহ বিভিন্ন স্তরেও আবেদনের প্রতিলিপি পাঠিয়েছেন বিক্ষুব্ধরা।

২০২২ সালের নির্বাচনে ১২ আসনবিশিষ্ট খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতিতে তৃণমূল পেয়েছিল ৯টি আসন। বিজেপির ঝুলিতে গিয়েছিল ৩টি আসন। খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পদটি ছিল মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। দলীয় নির্দেশে সভাপতি হয়েছিলেন তৃণমূলের রত্না সিংহ রায়। যদিও সভাপতিকে প্রথম থেকেই মেনে নিতে পারছিলেন না দলেরই কিছু সদস্য।

বাকি সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা না করে সভাপতি একতরফাভাবে নির্দেশ চাপিয়ে দিচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। সভাপতির বিরুদ্ধে স্বজনপোষণ, কাজের অসম বণ্টন সহ একাধিক অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও দল কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে দাবি বিক্ষুব্ধদের।

এদিন অনাস্থার আবেদনে সই করেছেন পঞ্চায়েত সমিতির ৬ জন তৃণমূল সদস্য। তাঁরা হলেন সহ সভাপতি মহেশচন্দ্র সিংহ, ললিত বর্মন, মণিকা রায় সিংহ, অণিমা সিংহ, সুষমা মার্ডি ও প্রদীপ মিশ্র। বর্তমানে রাজ্যে তৃণমূলের সাংগঠনিক টালমাটাল অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং স্থানীয় স্তরে কোনও দলীয় নেতৃত্ব সক্রিয় না থাকায় পঞ্চায়েত সমিতির সংখ্যাগরিষ্ঠ তৃণমূল সদস্যর এমন পদক্ষেপ বলে তাঁরা জানিয়েছেন। সহ সভাপতি মহেশচন্দ্র সিংহ বলেছেন, 'সভাপতি বোর্ডে একনায়কতন্ত্র চালাতেন। দলীয় সদস্যদের মধ্যেই তিনি কাজের সমবণ্টন করতেন না। স্বজনপোষণ করতেন।'

বিক্ষুব্ধ সদস্য মণিকা রায় সিংহ বলেন, 'সভাপতিকে প্রথম থেকেই কেউ মেনে নেননি। একাধিকবার দলকে বিষয়টি জানানো সত্ত্বেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। এখন সাংগঠনিক টালমাটাল অবস্থা। তাঁকে নিয়ন্ত্রণ আর সম্ভব নয়। তাই এই পদক্ষেপ।' যদিও সভাপতি রত্না সিংহ রায় বলেছেন, 'নিজের দল ও বিরোধীদের সঙ্গে আলোচনা করেই সমস্ত কাজ করেছি। বিক্ষুব্ধরা আমার আমলে কাটমানি খেতে পারতেন না বলেই এই অনাস্থা আনা হয়েছে।'

- অনাস্থার আবেদনে সই করেছেন পঞ্চায়েত সমিতির ৬ তৃণমূল সদস্য
- বাকি সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা না করে সভাপতি একতরফাভাবে নির্দেশ দিচ্ছিলেন বলে অভিযোগ
- সভাপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও দল কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে দাবি বিক্ষুব্ধদের

পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপির বিরোধী দলনেতা নান্টু মণ্ডলের কথায়, 'ওদের দলের সদস্যদেরই সভাপতির ওপর আস্থা নেই। বিজেপি এই অনাস্থায় নিরপেক্ষ ভূমিকা নেবে।'তৃণমূলের খড়িবাড়ি ব্লকের প্রাক্তন সভাপতি কিশোরীমোহন সিংহ বলেন, 'আমি এখন দলের কোনও পদে নেই। তাই এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করব না।' বিডিও দীপ্তি সাউ অনাস্থার আবেদনের বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, 'উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে পদক্ষেপ করা হবে।'

পথ অবরোধ

ইসলামপুর, ১১ জুন : বেহাল রাস্তা, জল জমা সহ একাধিক সমস্যার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার রামগঞ্জ হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভ দেখান আশাকর্মীরা। প্রায় এক ঘণ্টা পথ অবরোধের জেরে স্তব্ধ হয় যান চলাচল। ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং বিক্ষোভ তুলে নেওয়া হয়। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, রামগঞ্জ বাজারের মাঝখান দিয়ে যাওয়া রাস্তার অবস্থা শোচনীয়। সামান্য বৃষ্টিতে রাস্তা জলমগ্ন হয়ে যায়। হাসপাতালমুখী রোগীদের যাতায়াতে তৈরি হচ্ছে মারাত্মক সমস্যা। আন্দোলনকারীদের দাবি, একাধিকবার প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ করা হয়নি। দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা।

ইস্তফা দিলেন জিটিএ মুখপাত্র

> রাজ্যে নতুন সরকার হওয়ার পর থেকে জিটিএ-কে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমি জিটিএ থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিবাদটা শুরু করলাম। -শক্তিপ্রসাদ শর্মা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : পার্বত্য প্রশাসনকে এড়িয়ে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিকের (সিপিআরও) পদ থেকে ইস্তফা দিলেন শক্তিপ্রসাদ শর্মা। ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ এদিন তাঁর ইস্তফাপত্র জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপার কাছে পাঠিয়েছেন। শক্তি বলেছেন, 'রাজ্যে নতুন সরকার হওয়ার পর থেকে জিটিএ-কে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। মন্ত্রীরা একের পর এক বৈঠক করলেও সেখানে জিটিএ-কে ডাকা হচ্ছে না। এর প্রতিবাদে পাহাড়ের নির্বাচিত প্রতিনিধি, জিটিএ সভাসদদের আগেই সোচ্চার হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এতদিন সেটা হয়নি। আমি জিটিএ থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিবাদটা শুরু করলাম।'

এনিয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপাকে ফোন করা হলেও সাড়া পাওয়া যায়নি। সাংসদ রাজু বিস্টকে ফোন করা হলেও তাঁরও সাড়া পাওয়া যায়নি। প্রসঙ্গত, ৯ মে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শুভেন্দু অধিকারী দায়িত্ব নেন। তার পরেই তিনি পাহাড় নিয়ে যে বৈঠক করেন, সেখানে দার্জিলিংয়ের সাংসদ, পাহাড়ের তিন বিধায়ক ছাড়া গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার দুই নেতা বিমল গুরুং, রোশন গিরি ডাক পান। কিন্তু জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ বা অন্য কোনও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে ডাকা হয়নি। সেই বৈঠক থেকে জিটিএ'র দুর্নীতি নিয়ে সরব হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এর পরেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের সময় চেয়ে জিটিএ'র তরফে নবান্নে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। সেই চিঠির কোনও জবাব বৃহস্পতিবার পর্যন্ত আসেনি।

রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল দু'দিন আগে দার্জিলিংয়ে গিয়ে বৈঠক করলেও সেখানে জিটিএ'র কোনও প্রতিনিধি ডাক পাননি। অর্থমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের বণিক মহলের কাছে প্রাক বাজেট মতামত জানতে বৃহস্পতিবার উত্তরকন্যায় বৈঠক করেছেন। সেখানেও জিটিএ-কে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। শক্তিপ্রসাদের বক্তব্য, 'দিলীপ ঘোষ শুক্রবার কার্সিয়াংয়ে আসবেন বলে শুনেছি। অথচ এই বিষয়েও জিটিএ-কে কিছু জানানো হয়নি। এমনকি ১৬-১৭ জুন মুখ্যমন্ত্রীর পাহাড় সফরের কথাও সরকারিভাবে লালকুঠিকে জানানো হয়নি।' জিটিএ'র কাজে হস্তক্ষেপের অভিযোগও তুলেছেন শক্তিপ্রসাদ। তিনি বলেন, 'রোহিণী টোল প্লাজা জিটিএ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলছিল। সেটাকে সাংসদ প্রভাব খাটিয়ে বন্ধ করে দিলেন।' তাঁর কথায়, 'টোল প্লাজা বন্ধ করতে হলে জিটিএ'র সভায় সিদ্ধান্ত নিতে হত।'

রাজ্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভ

এদিকে বৃহস্পতিবার লাভা পঞ্চায়েত সমিতি ও দুধিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে অনাস্থা আনা হয়েছে। গত এক মাসে রাজ্য এবং বিজেপির এই সব কাজকর্মে নির্বাচিত সভাসদ সহ পাহাড়ের জনপ্রতিনিধিদের সোচ্চার হওয়া উচিত বলে শক্তিপ্রসাদ মনে করেন। কিন্তু বাস্তবে তা না হওয়ায় তিনি জিটিএ'র পদ ছাড়লেন বলে জানিয়েছেন। এর মধ্যেই জিটিএ-র এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর সামদেন ডুকপাকে কলকাতায় বদলি করল রাজ্য সরকার। সম্প্রতি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তাঁকে নবান্নের পার্সোনেল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস বিভাগের অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি পদে বদলি করা হয়েছে।

আয়ে কোপ, বিক্ষোভ টোটোচালকদের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : সরকার পরিবর্তনের পরেই রাস্তার যানজট সমস্যার সমাধানে নেমেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান ট্রাফিক পুলিশ। ইতিমধ্যেই হিলকার্ট রোডে টোটো চলার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে পুলিশ। এই পরিস্থিতিতে দৈনন্দিন আয়ে সরাসরি প্রভাব পড়ছে বলে অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ দেখালেন টোটোচালকরা। এদিন সকাল থেকেই সেবক রোডে টোটো পরিষেবা বন্ধ করে রাখেন চালকরা। সমস্ত টোটো সেবক রোডের পায়েল মোড় সংলগ্ন এলাকায় রেখে বিক্ষোভে শামিল হন টোটোচালকরা। এরপর সেবক রোড সহ শহরের বিভিন্ন জায়গার টোটোচালকরা মহকুমা শাসকের অফিসের সামনে জড়ো হন। মহকুমা শাসকের কাছে লিখিত আকারে পাঁচ দফা দাবি জানান। এই পরিস্থিতিতে হিলকার্ট রোডের দুইধারে সার্ভিস রোড তৈরি করে টোটো চালানোর ব্যবস্থা করার দাবি তোলেন তাঁরা। সেক্ষেত্রে রাস্তার দুইধারের পার্কিং ব্যবস্থা নিয়ে তাঁরা প্রশ্ন তোলেন।

এসডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ টোটোচালকদের। বৃহস্পতিবার।

টোটোচালকদের সংগঠনের নেতা সাগর মহন্ত বলেছেন, 'বিগত সরকারের আমল থেকেই বিভিন্ন সময় আমাদের ওপর একের পর এক নির্দেশ জারি হচ্ছে। কখনও বলা হচ্ছে, নম্বর প্লেট করতে হবে। কখনও আবার স্টিকার দিয়ে রুট ঠিক করে দেওয়া হচ্ছে। এখন আবার বলা হচ্ছে, হিলকার্ট রোডে টোটো চলতে দেওয়া হবে না। আমরা চাই, ট্রাফিক পুলিশের তরফে একটি নিয়ম করে দেওয়া হোক। সেই নিয়ম মেনেই আমরা প্রধান রাস্তায় টোটো চালাব। এছাড়া আমাদের দাবির মধ্যে রয়েছে, নতুন কোনও টোটোকে যাতে রেজিস্ট্রেশন না দেওয়া হয়।'

এদিকে, এদিন বিক্ষোভ দেখানোর সময় নিজেদের বর্তমান পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেন টোটোচালকরা। পাপ্পু পাল চৌধুরী নামে এক টোটোচালক বলছিলেন, 'সেবক রোড থেকে যাত্রীদের সেবক মোড় কিংবা ভেনাস মোড়ে নিয়ে আসার সময় পুলিশ গোষ্ঠ পালের মূর্তি কিংবা চার্চ রোডে দাঁড় করিয়ে নামিয়ে দিচ্ছে। যাত্রীরা গন্তব্যে পৌঁছাতে না পেরে কখনও দশ টাকা, কখনও আবার পাঁচ টাকা দিয়েই চলে যাচ্ছেন।' এমনকি ট্রাফিক পুলিশকর্মীরা টোটোচালকদের মারধরও করছেন বলে অভিযোগ পাপ্পুর। আবার হিলকার্ট রোডে টোটো চালানো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আয়ও অনেকটা কমে গিয়েছে বলে এদিন হতাশা প্রকাশ করছিলেন টোটোচালক সুরজিৎ মণ্ডল। তাঁর কথায়, 'মালিকের টোটো চালাই। প্রতিদিন মালিককে চারশো টাকা দিতে হয়। অথচ এখন হাতে মাত্র দুশো থেকে তিনশো টাকা থাকছে। আগে চারশো থেকে পাঁচশো টাকা পর্যন্ত থাকত।'

টোটোচালকরা জানাচ্ছেন, শহর যানজটমুক্ত হোক, সেটা তাঁরাও চান। তবে তাঁদের ব্যাপারটাও যাতে দেখা হয়, সেই দাবিও করছেন। অনিমেষকুমার রায় নামে এক টোটোচালক বলছেন, 'আমরা চাই, আগের নির্দেশ মতো স্টিকার দিয়ে নির্দিষ্ট রুটে টোটো চলুক।'

সংগঠনের সদস্য পাপ্পু পাল চৌধুরী বলেছেন, 'মহকুমা শাসক ছিলেন না। তবে অফিস থেকে বলা হয়েছে, মহকুমা শাসক খুব দ্রুত আমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন।' মহকুমা শাসক বিকাশ রুহেলার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও সাড়া পাওয়া যায়নি।

‘পুষ্পা’র প্যারেড

এবার রাজ্য পুলিশের ‘প্যারেড’ তালিকায় জুড়ে গেল ফলতার দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খানের নাম। বৃহস্পতিবার তাঁকে খাটো পোশাক পরিয়ে নিজের এলাকা ফলতাতেই ঘোরাল পুলিশ।

এআইয়ে ভরসা

রাজ্যের শূন্য ভাঁড়ার ভরাতে এবং বিপুল রাজস্ব ঘাটতি মেটাতে এবার এআই বা কৃত্রিম মেধার সাহায্য নিতে চলেছে অর্থ দপ্তর। সেইসঙ্গে সব অফিসে ‘স্মার্ট মিটার’ বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ভাঙল বিশ্ব বাংলা

বাঁকুড়া পুরসভার সামনে থাকা বিশ্ব বাংলার ভাস্কর্য ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বৃহস্পতিবার দুপুরে স্থানীয়দের একাংশ পুরসভার সামনে জমায়েত করে আচমকাই বিশ্ব বাংলার লোগো ভাঙতে শুরু করে।

ধৃত কাউন্সিলার

তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার সোনারপুরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বিভাস মুখোপাধ্যায়। গড়িয়ার একটি হোটেল থেকে তাঁকে পাকড়াও করে পুলিশ। তল্লাশি চালানো হয় বাড়ি ও অফিসে। তাঁকে ডিম ছোড়ে বিক্ষুব্ধ জনতা।

ডিম ছুড়তে সুদূর দিল্লি থেকে কলকাতায় উদিতা

সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা জেরা অভিষেককে

রিমি শীল ও অর্কজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ জুন : অবশেষে লুকোচুরির শেষ হল। বিধানসভায় সই জাল কাণ্ডে হাইকোর্টের চাপে শেষমেশ রাজ্য পুলিশের সদর দপ্তর ভবানীভবনে বৃহস্পতিবার হাজিরা দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ দিলেও এদিন সন্ধে ৬টা পর্যন্ত কার্যত ডেডলাইন বেঁধে দেন বিচারপতি কৌশিক চন্দ। সেই নির্দেশ মেনেই নির্ধারিত সময়ের আগে বিকেল ৫টা ৫০ মিনিটে সিআইডি দপ্তরে পৌঁছোন অভিষেক। দীর্ঘক্ষণ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হয়। সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা পর রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ তিনি বেরিয়ে আসেন। বাইরে তখনও তাঁর সমর্থকদের ভিড়।

তিনবার সিআইডির ডাকে সাড়া দেননি অভিষেক। হাইকোর্টে মামলা বিচারাধীন রয়েছে বলে সময় চেয়ে নিয়েছিলেন তিনি। এদিন রক্ষাকবচ পাওয়ার পরই দিল্লি থেকে রওনা দেন। বিকেল ৪টে ২০ মিনিট নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে নামার পর প্রথমে তাঁর গাড়ি ছোটে উলটোডাঙার দিকে। তারপর মা ফ্লাইওভার থেকে ডিএল খান রোড ধরে কালীঘাটের বাড়িতে যান। তাঁকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে হাজির ছিলেন জনাদশেক তৃণমূল কর্মী-সমর্থক। পালটা তাঁকে দেখে অনেকে চোর চোর স্লোগানও দেন। এসবের মধ্যে থেকেই বেরিয়ে এসে গাড়িতে ওঠেন অভিষেক। তাঁকে একাধিক প্রশ্ন করা হলেও তিনি জবাব এড়িয়ে গিয়েছেন। মনে করা হয়, বিমানবন্দর থেকে তিনি সোজা চলে যাবেন ভবানী ভবনে।

তিনবার হাজিরা এড়ানোর পর বৃহস্পতিবার সিআইডি দপ্তরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। -পিটিআই

কিন্তু দেখা যায় তাঁর গাড়ি থামে কালীঘাটে। প্রায় আধঘণ্টা বাড়িতে থাকার পর নেমে আসেন তিনি। উঠে পড়েন গাড়িতে। পরের গন্তব্য ভবানী ভবন। অভিষেকের হাজিরার আগের মুহূর্তে কড়া নিরাপত্তা বলয়ে মুড়ে ফেলা হয় ভবানী ভবন চত্বর। তৃণমূল কংগ্রেসের কয়েকজন নেতা কর্মীও তখন জড়ো হয়েছে বেলভেডিয়ার রোডে। অন্যদিকে পথচলতি মানুষও জড়ো হতে থাকে ভবানী ভবনের সামনে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সদর দপ্তরের সামনে নিয়োগ করা হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী। টানটান উত্তেজনার মধ্যেই অভিষেকের গাড়ি প্রবেশ।

তৃণমূলের কর্মীরা আলিপুর থানার সামনে জমায়েত করে জয় বাংলা স্লোগান তোলেন। অভিষেককে দেখে বিক্ষোভ দেখানোর বা ডিম ছোড়ার আশঙ্কা থাকলেও তা ঘটেনি। তবে ভবানী ভবন চত্বরে এক বিরল ঘটনা। মুখে কালো মাস্ক পরা উদিতা দেবী দাবি করেন, তিনি এসেছেন সুদূর দিল্লি থেকে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অভিষেককে ডিম ছোড়ার। কিন্তু ডিমের দাম বেশি হওয়ায় তা ভেস্তে যায়। ভবানী ভবনের মূল ফটক দিয়ে সরাসরি ভবানী ভবনের ভিতরে ঢুকতে পারেননি অভিষেক। তাঁকে দেখা যায় ফটকের সামনে এসে রেজিস্টারে সই করতে। তারপর সোজা তদন্তকারীদের সঙ্গে ভিতরে চলে যান অভিষেক।

অভিষেককে এই ঘটনার মূল চক্রী হিসেবে মনে করছেন সিআইডি। আসল রেজোলিউশন বুক অভিষেকের কাছে রয়েছে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে অভিষেকের তরফে তা পাঠানো হয়েছিল। তদন্তকারীদের ধারণা, রেজোলিউশন কপিতে সই জালের সম্পূর্ণ বিষয়টি নিয়ে অভিষেক অবগত। কবে এই রেজোলিউশন কপিটি তৈরি করা হয়েছিল, কারা তাতে স্বাক্ষর করেছিলেন, কারা করেননি আর কারা এর সঙ্গে জড়িত তা জানতে চাইছেন আধিকারিকরা।

এদিন আদালতে সিআইডি আইনজীবীর দাবি, অভিষেককে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাঁকে গ্রেপ্তার না করলে সত্যি সামনে আসবে না। তিনি তদন্তকারীদের তিনটি নোটিশের পরেও সাড়া দেননি। বিচারপতি নিজেও প্রশ্ন করেন, ‘কেন এখনও পর্যন্ত হাজিরা দেননি অভিষেক?’

এদিকে, সিআইডি আধিকারিকদের এক প্রকার ক্লিনচিট দিয়ে আদালত নির্দেশ দেয়, আগামী তিন সপ্তাহের জন্য অভিষেকের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না। কিন্তু তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে অভিষেককে। পরবর্তীতে তাঁকে ডাকার ৪৮ ঘণ্টা আগে নোটিশ দিতে হবে। দু’সপ্তাহ পর রিপোর্টও জমা দেবে সিআইডি।

দিনভর যা হল

- বৃহস্পতিবার দিল্লি থেকে কলকাতায় ফেরেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়
- বিকেল ৪টে ২০ মিনিট নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরের টার্মিনাল থেকে বাইরে বেরোতে দেখা যায় তাঁকে
- সেখানে অভিষেককে দেখে কেউ কেউ চোর চোর স্লোগান দেন, তবে অভিষেক কোনও মন্তব্য করেননি
- বিমানবন্দর থেকে গাড়িতে অভিষেক প্রথমে কালীঘাটের বাড়িতে যান
- প্রায় আধঘণ্টা ছিলেন বাড়িতে
- ৫টা বেজে ৫০ মিনিটে সিআইডি দপ্তরে আসেন অভিষেক
- প্রথমে সরাসরি দপ্তরে ঢুকে গিয়েছিলেন। পরে বেরিয়ে প্রধান ফটকের দিকে যান
- সেখানে উপস্থিতির নথিতে সই করে তারপর আবার দপ্তরে প্রবেশ করেন
- সিআইডি দপ্তরে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ

বিরোধী দলনেতা আপাতত ঋতব্রতই

মঙ্গলবার হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ

রিমি শীল

কলকাতা, ১১ জুন : বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা নিয়ে আপাতত অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করল না কলকাতা হাইকোর্ট। বিরোধী দলনেতা নির্বাচন নিয়ে অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু এখনই অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তে স্থগিতাদেশ দেননি বিচারপতি কৃষ্ণ রাও। সেক্ষেত্রে বিরোধী দলনেতা পদে আপাতত বহাল রইলেন বিক্ষুব্ধ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বিধানসভায় এই প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসু বলেন, ‘স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে জানিয়েছি। বিষয়টি বিচারাধীন। তাই এই নিয়ে নতুন করে আর কোনও মন্তব্য করব না।’

বিরোধী দলনেতাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন অধ্যক্ষ। বিধানসভার কাছে সেই সিদ্ধান্তের হলফনামা তলব করেছেন বিচারপতি। মঙ্গলবার এই হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

শোভনদেবের হয়ে এদিন আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, বিরোধী দলনেতা মনোনীত করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে দল। বিক্ষুব্ধরা দলীয় প্রতীকেই জয়ী হয়ে এসেছেন। ফলে তাঁরা দলেরই একটি গোষ্ঠী। তাঁরা বিরোধী দলনেতা ঠিক করতে পারেন না। অধ্যক্ষের সিদ্ধান্ত পাবলিক ডোমেনে প্রকাশ করা হয়নি। এর আগেও ২০০৬ সালে পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ২০১৬ সালে আবদুল মান্নান, ২০২১ সালে শুভেন্দু অধিকারীকে বিরোধী দলনেতা করার প্রস্তাবে স্বীকৃতি দেন তৎকালীন অধ্যক্ষরা। ১০ বারের বিধায়ক হিসেবে শোভনদেবের নামই মনোনীত করে দল। কল্যাণ বলেন, ‘৬ মে বৈঠক ডেকে রেজোলিউশন করা হয়। ওই দিন কেউ বিরোধিতা করেননি। তার ভিত্তিতে ১৯ মে সই করা হয়। ৭০ জন বিধায়ক তাতে সই করেন। উপযুক্ত নিয়ম মেনে বিরোধী দলনেতা বাছাই করেননি অধ্যক্ষ। বিক্ষুব্ধরা একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের। না হলে পরিষদীয় দলের অস্তিত্ব নিয়েও প্রশ্ন থাকবে। রাজনৈতিক দলকে অস্বীকার করলে পরিষদীয় দল কার নির্দেশে কাজ করবে? বিরোধী দলনেতা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের চিন্তাধারা মেনে চলে ইস্যু তুলে ধরেন। এমনকি অধ্যক্ষ শপথ গ্রহণের সময় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিরোধী দলনেতা হিসেবে শোভনদেবকে ভাষণ দিতে বলেছিলেন। কিন্তু এখন ঋতব্রতকে আলাদা ঘর দেওয়া হচ্ছে। যদিও বিচারপতি জানতে চান, ‘যদি বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের সংখ্যা বেশি হয় সেক্ষেত্রে বিরোধী দলনেতা কীভাবে বাছাই হবে? বহিষ্কৃত নেতাকে বিরোধী দলনেতা হিসেবে স্বীকৃতি যথার্থ আইন মেনে না হলে তখন কী করা হবে? অধ্যক্ষ স্বীকৃতি দিলে সেই বিজ্ঞপ্তি কেন সামনে আনা হয়নি। সেটা কি জনগণের জানার কথা নয়?’ যদিও এই মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অধ্যক্ষের আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য। তাঁর যুক্তি, ১৮ জুন অধিবেশনের আগে বিঘ্ন তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে।

- বিরোধী দলনেতা নির্বাচন নিয়ে অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
- এখনই অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তে স্থগিতাদেশ দেননি বিচারপতি কৃষ্ণ রাও
- বিরোধী দলনেতাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন অধ্যক্ষ - সেই সিদ্ধান্তের হলফনামা তলব করেছেন বিচারপতি

প্রশ্নের মুখে ‘সেবাশ্রয়’

কলকাতা, ১১ জুন : ডায়মন্ড হারবারের হিঙ্গাবেড়িয়া এলাকায় মাটি খুঁড়ে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ ওষুধ। বৃহস্পতিবার উদ্ধার কাজ চালাতে ঘটনাস্থলে আনা হয় আর্থ রিমুভার মেশিন। স্থানীয় সূত্রের খবর, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে প্রশাসনের উপস্থিতিতে নির্দিষ্ট এলাকায় খনন শুরু হয়। প্রথমে কয়েকটি প্লাস্টিকের বস্তা থেকে বিপুল পরিমাণ ওষুধ উদ্ধার হয়। পরে যন্ত্রের সাহায্যে খনন চালিয়ে আরও কিছু ওষুধ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া ওষুধের বাজারমূল্য কয়েক কোটি টাকা হতে পারে বলে স্থানীয়দের দাবি। পাশাপাশি, ওষুধের প্যাকেটের গায়ে ‘সেবাশ্রয়’ প্রকল্পের লোগো থাকায় প্রশ্ন উঠছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়েও। তদন্তে নেমেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার পারুলিয়া কোস্টাল থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন ড্রাগ কন্ট্রোল বোর্ড ও স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা।

ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক তর্জা শুরু হয়েছে। বিজেপির অভিযোগ, সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ ওষুধ বিতরণ না করে মাটির নীচে চাপা দেওয়া হয়েছিল। পদ্ম শিবিরের অভিযোগের তির সরাসরি মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক শামিম আহমেদের দিকে। উদ্ধার হওয়া ওষুধের উৎস, মেয়াদ এবং কী কারণে সেগুলি মাটির নীচে ছিল, তা খতিয়ে দেখছে প্রশাসন।

স্কুল ও লাইব্রেরি থেকে সরবে মমতার বই

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১১ জুন : রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের জেরে গ্রন্থাগার থেকে এবার সরতে চলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই। গ্রন্থাগার দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর বৃহস্পতিবার নিজের দপ্তরে গিয়েছিলেন মন্ত্রী গৌরীশংকর ঘোষ। প্রথম দিনেই মন্ত্রী জানিয়ে দিলেন সরকারি গ্রন্থাগারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই অপ্রয়োজনীয়। খুব শীঘ্রই রাজ্যের সমস্ত গ্রন্থাগার থেকে মমতার লেখা অধিকাংশ বই সরিয়ে ফেলা হবে বলেও জানিয়েছেন গৌরী। বিগত সরকারের আমলে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা গুচ্ছ গুচ্ছ বই সরকারি টাকায় কিনে গ্রন্থাগারে রাখা হয়েছিল। সেইসময় তা নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল বিস্তর। মমতার লেখা ‘এপাং ওপাং ঝপাং’-এর মতো কবিতার বই সরকারি পয়সায় কিনে গ্রন্থাগার ভর্তি করাকে জনগণের করের টাকার অপচয় বলে দাবি করেছিল বিরোধীরা। রাজ্যে বিজেপি সরকার হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই মমতার লেখা সেই বইগুলির ওপর কোপ পড়তে চলেছে। মন্ত্রী গৌরীশংকর ঘোষ বলেছেন, ‘যেসব বই থেকে নতুন প্রজন্ম কিছু শিখতে পারবে না তা গ্রন্থাগারে রাখার কোনও প্রয়োজন নেই। তার বদলে রাষ্ট্রবাদী, জাতীয়তাবাদী লেখালেখি ঠাঁই পাবে গ্রন্থাগারগুলিতে। ‘এপাং ওপাং ঝপাং’-এর মতো অপ্রয়োজনীয় বই পড়ুয়াদের কোনও কাজে লাগে না। তাই ওগুলো সরিয়ে ফেলা হল।’ এখন থেকে গ্রন্থাগারগুলিতে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, কাজী নজরুলের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও কর্ম নিয়ে বই থাকবে বলেও জানিয়েছেন মন্ত্রী।

এদিন রাজ্যের বিদ্যালয় এবং গ্রন্থাগারে লাইব্রেরিয়ান নিয়োগের দাবিতে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল অ্যান্ড পাবলিক লাইব্রেরি সার্ভিসেস-এর তরফে স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মনের সঙ্গে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। তাঁদের দাবি, গত ১৪ বছর ধরে সরকারি স্কুল এবং গ্রন্থাগারগুলিতে নিয়োগ না হওয়ায় প্রায় ১০ হাজারের বেশি পদ শূন্য রয়েছে। সেখানে অবিলম্বে পূরণ করতে হবে। গ্রন্থাগারগুলিতে কর্মী সংকটের কথা এদিন স্বীকার করেছেন সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারমন্ত্রী গৌরীশংকরও।

স্কুলে ১.৭৭ কোটি টাকা উদ্ধার

কলকাতা, ১১ জুন : সম্প্রতি কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধারের ঘটনায় শোরগোল পড়েছিল। এবার একই ছবি দেখা গেল উত্তর ২৪ পরগনার কাঁচরাপাড়ায়। এইবারের ঘটনাস্থল একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল। সেই স্কুলের ভিতর থেকে উদ্ধার হল কোটি কোটি টাকা।

বুধবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কাঁচরাপাড়ার ফোরম্যান কলোনির হারনেট স্কুলে হানা দেয় বীজপুর থানার পুলিশ। রাতভর তল্লাশির পর স্কুলের দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা একটি ঘর থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ১ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা। নগদের পরিমাণ এত বেশি ছিল যে তিনটি টাকা গোনার যন্ত্র আনতে হয়। পাশাপাশি কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি, কম্পিউটার এবং সিকরুম থেকে কন্ডোমের প্যাকেটও উদ্ধার হয়েছে।

ঘটনায় স্কুলের কোষাধ্যক্ষ অভীক নাগ ও এক সহকারী হিসাবরক্ষককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে বীজপুর থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, বীজপুর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান কমল অধিকারী, গৌতম ঘোষদস্তিদার, অভীক নাগ ও সায়ন নাগের নামে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপ, প্রতারণার মামলা দেওয়া হয়েছে।

যদিও স্কুলের প্রিন্সিপাল বিকাশ চন্দ্র পালের দাবি, এটি ছাত্রভর্তির টাকা। এপ্রিল থেকে যা ব্যাংকে না রেখে স্কুলের সেই ঘরে রাখা হয়েছিল। যদিও সেই দাবিকে উড়িয়ে দিয়েছেন বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাস। তাঁর অভিযোগ, ‘কালো টাকা লুকিয়ে রাখতেই স্কুলকে ব্যবহার করা হয়েছে।’

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পশ্চিম মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিম মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা এসকে হাসিবুল - কে

19.03.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 99D 44927 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এটি প্রকাশ করা একটি আকর্ষণীয় গল্প হবে যে ডিয়ার লটারির মাধ্যমে ভাগ্য আমার সহায় হয়েছে। মাত্র কয়েকটি দশ টাকা খরচ করে এক কোটি টাকার এই বিশাল পুরস্কার পাবো তা আমি ভাবতেই পারিনি। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন
পরীক্ষাগুলির অনুক্রম/নিযুক্তিকরণ পরীক্ষা (আরটিএস) - ২০২৭
২০.০৫.২০২৬-এর অনুযায়ী

ক্রমিক নং	পরীক্ষার নাম	বিজ্ঞপ্তির তারিখ	আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	পরীক্ষা সূত্রপাতের তারিখ	পরীক্ষার সময়সীমা
১	ইউপিএসসি আরটি/পরীক্ষার জন্য সংরক্ষিত			০৯.০১.২০২৭ (শনিবার)	২ দিন
২	কম্বাইন্ড জিও-সায়েন্টিস্ট (প্রিলিমিনারি) পরীক্ষা, ২০২৭	০২.০৯.২০২৬	২২.০৯.২০২৬	১০.০১.২০২৭ (রবিবার)	১ দিন
৩	ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস (প্রিলিমিনারি) পরীক্ষা, ২০২৭	১৬.০৯.২০২৬	০৬.১০.২০২৬	৩১.০১.২০২৭ (রবিবার)	১ দিন
৪	সিবিআই (ডিএসপি) এলডিসিই	১৬.১২ ২০২৬	০৫.০১.২০২৭	২৭.০২.২০২৭ (শনিবার)	২ দিন
৫	ইউপিএসসি আরটি/পরীক্ষার জন্য সংরক্ষিত			১৩.০৩.২০২৭ (শনিবার)	২ দিন
৬	সিআইএসএফ এসি (ইএক্সই) এলডিসিই-২০২৭	২৫.১১. ২০২৬	১৫.১২.২০২৬	১৪.০৩.২০২৭ (রবিবার)	১ দিন
৭	এন.ডি.এ এবং এন.এ পরীক্ষা (I), ২০২৭	০২.১২.২০২৬	২২.১২.২০২৬	১১.০৪.২০২৭ (রবিবার)	১ দিন
৮	সি.ডি.এস পরীক্ষা (I), ২০২৭				
৯	সিভিল সার্ভিসেস (প্রিলিমিনারি) পরীক্ষা, ২০২৭	১৩.০১.২০২৭	০২.০২.২০২৭	২৩.০৫.২০২৭ (রবিবার)	১ দিন
১০	ভারতীয় বন বিভাগ পরিষেবা (প্রিলিমিনারি) পরীক্ষা, ২০২৭ সিএস (পি) দ্বারা পরীক্ষা ২০২৭				
১১	ইউপিএসসি পরীক্ষার জন্য সংরক্ষিত			০৫.০৬.২০২৭ (শনিবার)	২ দিন
১২	ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস (মেইন) পরীক্ষা, ২০২৭			১৮.০৬.২০২৭ (শুক্রবার)	১ দিন
১৩	আই.ই.এস/আই.এস.এস পরীক্ষা, ২০২৭	১০.০২.২০২৭	০২.০৩.২০২৭	১৮.০৬.২০২৭ (শুক্রবার)	৩ দিন
১৪	কম্বাইন্ড জিও-সায়েন্টিস্ট (মেইন) পরীক্ষা, ২০২৭			১৯.০৬.২০২৭ (শনিবার)	২ দিন
১৫	কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী (এসিএস) পরীক্ষা, ২০২৭	১৭.০২.২০২৭	০৯.০৩.২০২৭	০৪.০৭.২০২৭ (রবিবার)	১ দিন
১৬	কম্বাইন্ড মেডিকেল সার্ভিসেস পরীক্ষা, ২০২৭	০৩.০৩.২০২৭	২৩.০৩.২০২৭	১৮.০৭.২০২৭ (রবিবার)	১ দিন
১৭	ইউপিএসসি আরটি/পরীক্ষার জন্য সংরক্ষিত			৩১.০৭.২০২৭ (শনিবার)	২ দিন
১৮	ইউপিএসসি আরটি/পরীক্ষার জন্য সংরক্ষিত			০৭.০৮.২০২৭ (শনিবার)	২ দিন
১৯	সিভিল সার্ভিস (মেইন) পরীক্ষা, ২০২৭			২০.০৮.২০২৭ (শুক্রবার)	৫ দিন
২০	এন.ডি.এ এবং এন.এ পরীক্ষা (II), ২০২৭	১২.০৫.২০২৭	০১.০৬.২০২৭	১৯.০৯.২০২৭ (রবিবার)	১ দিন
২১	সি.ডি.এস পরীক্ষা (II), ২০২৭				
২২	ইউপিএসসি আরটি/পরীক্ষার জন্য সংরক্ষিত			২৫.০৯.২০২৭ (শনিবার)	২ দিন
২৩	ইউপিএসসি আরটি/পরীক্ষার জন্য সংরক্ষিত			১৬.১০.২০২৭ (শনিবার)	২ দিন
২৪	ইউপিএসসি পরীক্ষার জন্য সংরক্ষিত			২৩.১০.২০২৭ (শনিবার)	২ দিন
২৫	ভারতীয় বন বিভাগ পরিষেবা (মেইন) পরীক্ষা, ২০২৭			২১.১১.২০২৭ (রবিবার)	৭ দিন
২৬	ইউপিএসসি আরটি/পরীক্ষার জন্য সংরক্ষিত			০৪.১২.২০২৭ (শনিবার)	২ দিন
২৭	এস.ও./স্টেনো (জিডি-বি/জিডি-I) এলডিসিই	১৫.০৯.২০২৭	০৫.১০.২০২৭	১৮.১২.২০২৭ (শনিবার)	২ দিন

দ্রষ্টব্য : যদি পরিস্থিতির প্রয়োজনে পরীক্ষার/আরটিএস-এর বিজ্ঞপ্তির তারিখ, পরীক্ষার সূত্রপাতের তারিখগুলির এবং পরীক্ষার সময়সীমার পরিবর্তন হতে পারে।
CBC-55101/14/0001/2627

■ ৪৭ বর্ষ ■ ২৫ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

বেপরোয়া কৌশল

বেসুরোদের নতুন অস্ত্র ইস্তফা। যুক্তি দেখানো হচ্ছে বিবেকের তাড়না। সুখেন্দুশেখর রায়কে দিয়ে এই পর্বের সূচনা। সর্বশেষ পদত্যাগ প্রকাশ চিকবড়াইকের। রাজ্যসভার সদস্যপদ ছাড়লেন তিনি। অজুহাত সেই একই- দলের মধ্যে দুর্নীতিতে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠা। কার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ? প্রশ্নটা উঠলে থুতু প্রকাশের গায়ে পড়বে। কেননা, তিনি তৃণমূলের সামান্য একজন কর্মী নন। একেবারে কেউকেটা। দীর্ঘদিন দলের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি। অত্যন্ত প্রভাবশালী।

তাঁর জেলায় দলের কেউ যদি দুর্নীতি করে থাকে, দায় তাঁরও। দায়িত্বে থাকার সময় তিনি কোনও দুর্নীতিতে লাগাম টেনেছেন বলে খবর নেই। টানার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করেননি। উলটে স্বজনপোষণ থেকে শুরু করে নানা অনিয়মের কলঙ্ক তাঁর গায়ে লেগেছে। সুখেন্দুশেখর রাজ্যসভার সদস্যপদ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তৃণমূলের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়েছেন। সুস্মিতা দেবও তাই। কিন্তু প্রকাশ দল ছাড়ছেন- এমন কথা এখনও বলেননি।

ধান্দার খেলায় (যাকে রাজনীতি বলা অনুচিত) যেমন অনেকে ধোঁয়াশা জিইয়ে রাখেন, প্রকাশও তাই করেছেন। দল ছাড়বেন না অন্য দলে যাবেন- তা নিয়ে ধোঁয়াশা। বিধানসভা পরবর্তী ধান্দায় মুশকিল হয়েছে বিজেপির ঘোষণায়। তৃণমূলের কারও জন্য আপাতত দরজাটা বন্ধ রাখার বার্তা দিয়েছে বিজেপিতে। এজন্য সরাসরি পদ্ম শিবিরে ভিড়ে যাওয়া যাচ্ছে না আপাতত। তাই এই ইস্তফার কৌশল। একটা দলের জেলা সভাপতির দায়িত্ব ছিল যাঁর, তাঁর এমন পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে পলায়নি মনোবৃত্তি।

জেলায় তাঁর সহকর্মী নেতা ও কর্মী-সমর্থকদের অসহায় করে দিতে অবশ্য দলের এই দুঃসময়ে প্রকাশের বাঁধল না। ইস্তফা ও নিজের দলের প্রতি আঙুল তোলার এই নতুন ধান্দার আঁচ লাগল বাংলার পাহাড়েও। দার্জিলিং পাহাড়ে শাসকদলের নাম ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক পার্টি। এই দল থেকে নির্বাচিত গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অথরিটির (জিটিএ) অন্তত ১২ জন সভাসদ এখন বেসুরো। যার ঠেলায় জিটিএ চেয়ারম্যান অনীত থাপার গদি টলোমলো।

বেগতিক বুঝে তিনি হঠাৎ পাহাড় সমস্যার সমাধানে কেন্দ্র নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারীর সঙ্গে বৈঠক করলেন। তাঁর দল তৃণমূলের জোটসঙ্গী। কেন্দ্রের মধ্যস্থতাকারী নিয়োগের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল প্রাক্তন তৃণমূল সরকার। যে কারণে এতদিন অনীত মধ্যস্থতাকারীকে এড়িয়ে থাকতেন। জিটিএ-র বেসুরো সভাসদরা সবাই তাঁর দলের। তাঁরা ইতিমধ্যে দলের অনুমতি না নিয়ে আলাদাভাবে নিজেদের মধ্যে বৈঠক করেছেন। হয় জিটিএ থেকে ইস্তফা বা ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক পার্টি থেকে দূরত্ব তৈরির কৌশল নিয়ে এগোচ্ছেন তাঁরা।

বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের আগে পর্যন্ত যাঁদের নিজের দলের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ পায়নি। তখন কেউ বিবেকের তাড়নায় কারও মাথায় ইস্তফার ভাবনা আসেনি। আসলে এইসব পদক্ষেপের মাধ্যমে তথাকথিত বিদ্রোহীরা পরোক্ষে বিজেপিকে বার্তা পাঠাচ্ছেন। সঙ্গে থাকার বার্তা। নিদেনপক্ষে সহযোগী হয়ে থাকার বার্তা। যাতে রাজ্যে যে দুর্নীতি বিরোধী অভিযান চলছে, তার আঁচ থেকে নিজেদের রক্ষা করা যায়।

সবুজ পাহাড়ের রাজনৈতিক রং এখন গেরুয়া। পাহাড় নিরঙ্কুশভাবে পদ্ম শিবিরের নিয়ন্ত্রণে। সব বিধায়ক ও একমাত্র সাংসদ বিজেপির। জিটিএ-র ক্ষমতায় অনীতের দল থাকলেও আসল নিয়ন্ত্রক বিজেপি। তাই ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক পার্টি ও জিটিএ-র অন্দরে এখন অস্থিরতা। হিসেব ও তদন্ত হলে জিটিএ-র অনেক কেলেঙ্কারি সামনে চলে আসতে পারে। মধ্যস্থতাকারীর সঙ্গে বৈঠক করে অনীতও আপসের রাস্তায় হাঁটলেন মনে করা যেতেই পারে।

অনীত ইতিমধ্যে বুঝে গিয়েছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে থেকে আর তাঁর ও তাঁর দলের কোনও রাজনৈতিক লাভ নেই। বরং দলে ও জিটিএ-তে ভাঙন প্রায় অবশ্যম্ভাবী। যে কারণে তিনিও মধ্যস্থতাকারী পঙ্কজকুমার সিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করে আসলে বিজেপিকেই বার্তা দিয়ে রাখলেন। বিজেপি হয়তো তাঁকে ব্যবহার করে পাহাড়কে বিরোধীশূন্য করে ফেলতে পারবে।

অমৃতধারা

মানুষের ইচ্ছা বজায় থাকে এক মিনিট, দু'মিনিট, দশ মিনিট, বড় জোর এক ঘণ্টা। সে চায় ভগবানে অভিনিবিষ্ট হতে, ব্যস। তারপর সে চায় আরও অনেক কিছু। মানুষ ভগবানের চিন্তা করে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর হয়ে গেল। তার চিন্তা তখন হাজারও অন্য বিষয়ে চলে গেল। অবশ্য তেমনটা হলে স্বভাবতই তোমার অনন্তকাল লাগতে পারে। কারণ মানুষ বস্তুসমূহকে বিন্দু বিন্দু করে যোগ করে বাড়াতে পারে না, যদি সেগুলোকে বালির কণার মতো জড়ো করা যেত, যদি ভাগবতমুখী প্রতিটি চিন্তার দরুন তুমি একটি বালিকণা কোথা জমা করে রাখতে পারতে, তাহলে কিছুকাল পরে সেটা একটা পর্বত প্রমাণ হয়ে দাঁড়াত। -শ্রীমা

ফেরার টানে ঘরের পানে?

বিধানসভা ভোটে ধাক্কার পর বিরোধী রাজনীতির নতুন সমীকরণে সম্ভাব্য পথ খুঁজছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নবেন্দু গুহ

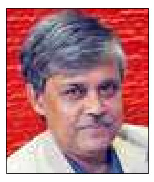

কী আখ্যা দেওয়া যায় বর্তমান এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে? যবনিকাপতন, নাকি অন্য কোনও কঠিন পর্বের সূচনা! বিধানসভা ভোটে আশাতীত হারের পর তৃণমূল কংগ্রেস রাজনৈতিকভাবে এক অত্যন্ত কঠিন সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। দলের অন্দরে মতবিরোধ এবং ভাঙনের জল্পনা ক্রমশই স্পষ্ট হচ্ছে, যা স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মহলে নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। এই কঠিন পর্যায় থেকে দলকে তুলে আনতে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শেষমেশ সেই কংগ্রেসের দিকেই ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা দিচ্ছেন বলে মনে করা হচ্ছে, যে দলের হাত ধরে একদিন তাঁর রাজনৈতিক উত্থান হয়েছিল। লড়াকু নেত্রী হিসেবে তাঁর যে পরিচিতি, তার বীজ পোঁতা হয়েছিল এই কংগ্রেসের অন্দরেই। ১৯৮৪ সালের লোকসভা ভোটে কার্যত 'ইন্দিরা ঝড়'-এর সুবাদে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী, ডাকসাইটে নেতা সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে হারিয়ে দিয়ে রীতিমতো চমক সৃষ্টি করেছিলেন তৎকালীন অনামী কংগ্রেস প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রটি ছিল সিপিএমের দুর্জয় ঘাঁটি। অনেকেই ভেবেছিলেন, আনকোরা এক যুব নেত্রীকে যেন ক্ষুধার্ত বাঘের মুখেই ঠেলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ফলপ্রকাশের দিন সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে মমতা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি ময়দানে জমি ছাড়তে আসেননি।

মমতা তখন যুব কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী। এর আগে সাতের দশকের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতায় জয়প্রকাশ নারায়ণের গাড়ির ওপর উঠে বিক্ষোভ প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক মহলে তাঁর কিঞ্চিৎ পরিচিতি তৈরি হয়েছিল। যাদবপুরে তাঁর জয়ের বিষয়ে দলের তাবড় নেতারাও প্রথমটায় যথেষ্ট সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু সেই জয় দিল্লির কংগ্রেস নেতৃত্বকেও নাড়া দিয়েছিল। এরপর ১৯৮৯ সালের লোকসভা ভোটে তিনি হেরে গেলেও, ১৯৯১ সালে ফের জয়লাভ করেন। সেবার কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসীমা রাওয়ের মন্ত্রীসভায় ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ সহ বেশ কয়েকটি মন্ত্রকের দায়িত্ব পান মমতা। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক লক্ষ্য বরাবরই ছিল রাজ্যের দিকে। রাজ্যের রাজনীতিতে পুরোপুরি মনোনিবেশ করার লক্ষ্যে পরবর্তীতে তিনি মন্ত্রিত্ব ছেড়ে রাজ্য রাজনীতিতে বেশি সময় দিতে শুরু করেন। সাধারণ মানুষের কাছে নিজের একটি লড়াকু ভাবমূর্তি গড়ে তোলার যে নিরন্তর প্রয়াস তিনি সেই সময় থেকে শুরু করেছিলেন, তাতে যথেষ্ট সাফল্যও লাভ করেন।

১৯৯৭ সালের অগাস্টে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির প্লেনারি সেশন। সেই সময় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন সোমেন মিত্র, যাঁর সঙ্গে মমতার রাজনৈতিক সমীকরণ মোটেও মসৃণ ছিল না। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে যখন কংগ্রেসের মূল অধিবেশন চলছে, মমতা তখন তাঁর অনুগামীদের নিয়ে গান্ধিমূর্তির পাদদেশে পালটা সভার আয়োজন করেন। তাঁর এহেন আচরণে ক্ষুব্ধ হয় কংগ্রেস হাইকমান্ড। এরই মধ্যে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনে সোমেন মিত্রের বিরুদ্ধে প্রার্থী হন মমতা, কিন্তু মাত্র ২২ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। প্রসঙ্গত, মমতার এই হারের নেপথ্যে উত্তরবঙ্গের কয়েকজন কংগ্রেস নেতার সক্রিয় ভূমিকা ছিল। শিলিগুড়ির প্রশান্ত নন্দী, আলিপুরদুয়ারের বিশ্বরঞ্জন সরকারের মতো প্রণব মুখোপাধ্যায় অনুগামী নেতারা প্রথমে মমতাকে সমর্থনের আশ্বাস দিলেও, সোমেন মিত্রের রাজনৈতিক কৌশলের কাছে শেষপর্যন্ত তা কার্যকর হয়নি। এই ঘটনার পর কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হয়ে অপমানিত ও ক্ষুব্ধ মমতা ১৯৯৮ সালের ১ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠা করেন নতুন দল— তৃণমূল কংগ্রেস।

১৯৯১ সালে কংগ্রেসের হয়ে কলকাতায় এক নির্বাচনি প্রচারে। ফাইল চিত্র।

নতুন এই দল গঠনের পর মমতার প্রধান লক্ষ্য ছিল জাতীয় ও রাজ্য স্তরে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। শুরুতে বাম ও কংগ্রেস নেতারা তাঁকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে না চাইলেও, মমতা তাঁর লক্ষ্যে অটল ছিলেন। অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র সঙ্গে হাত মিলিয়ে ১৯৯৮ সালের লোকসভা ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস সাতটি আসনে জয়লাভ করে।

বিধানসভা ভোট পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তৃণমূল কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্ভাব্য কৌশল নিয়ে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা থেকে শুরু করে আঞ্চলিক শক্তির পুনর্গঠন—বিভিন্ন সম্ভাবনাই এখন রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে। এবারের বিধানসভা ভোটে দলের বিপর্যয় এবং অভ্যন্তরীণ কোন্দল তৃণমূলকে এক কঠিন সময়ের সামনে দাঁড় করিয়েছে। রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার এই লড়াইয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে পুনরায় জোট বাঁধা তাঁর কাছে অন্যতম প্রধান বিকল্প হিসেবে উঠে আসছে। অন্যথায় আঞ্চলিক সমীকরণ বা দলে আমূল সংস্কারের মাধ্যমেই ঘুরে দাঁড়াতে হবে তাঁকে।

এটি যে নিছক কোনও হাওয়ার ঝাপটা ছিল না, তা প্রমাণিত হয় ১৯৯৯ সালের ভোটে, যখন তৃণমূল আটটি আসন দখল করে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রীর দায়িত্ব পান। অন্যদিকে, ১৯৯৮ সালে এরাজ্যে প্রথম খাতা খোলা বিজেপি ১৯৯৯ সালে দুটি আসন জিতে নেয়। এভাবেই জাতীয় রাজনীতিতে নিজের অপরিহার্য অবস্থান তৈরি করার পাশাপাশি বামশাসিত পশ্চিমবঙ্গের দখল নেওয়ার লক্ষ্যে ক্রমশ এগোতে থাকেন মমতা। দীর্ঘ লড়াই ও নিরন্তর গণ আন্দোলনের পথ ধরে শেষমেশ ২০১১ সালে মহাশক্তিধর বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করে রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল ঘটান তিনি।

কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর প্রথম দিকে তৃণমূল কংগ্রেসের যে জনমোহিনী রূপ দেখা গিয়েছিল, দীর্ঘ শাসনে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা ফিকে হতে শুরু করে। হাওয়াই চটি ও সুতির শাড়ি পরিহিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে 'সততার প্রতীক' ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছিলেন, দলের একাংশের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতি ও বেআইনি কার্যকলাপের অভিযোগের জেরে তা ক্রমশই অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দলের অন্দরমহলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতির উত্থান ঘটে বলে বিরোধীরা লাগাতার অভিযোগ করতে থাকে। বিশেষ করে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্থান এবং কর্পোরেট স্টাইলে ভোট কৌশলী সংস্থার ওপর মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরশীলতা দলের নীচুতলার কর্মীদের সঙ্গে শীর্ষ নেতৃত্বের একাংশের দূরত্ব তৈরি করে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। দলের টিকিট বা পদ পাওয়ার ক্ষেত্রে নানা অভিযোগ সামনে আসতে থাকে, যা সাধারণ মানুষের মনে প্রভাব ফেলে। অনেক রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকের মতে, নীচুতলার কর্মীদের সঙ্গে এই সংযোগহীনতার কারণেই নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর মতো একদা সহকর্মীর কাছেও মমতাকে হারের স্বাদ পেতে হয়েছিল।

বর্তমান বিধানসভা ভোটে হারের পর সেই পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও দূরত্বের ফল আরও স্পষ্ট হয়েছে। দলের ভেতরের এই অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েন কার্যত মমতার হাত থেকে সংগঠনের রাশ অনেকটাই আলগা করে দিয়েছে। পরিস্থিতি এখন এতটাই জটিল যে, তৃণমূল কংগ্রেস তার পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখবে, নাকি কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে যাবে— এই দুইয়ের মাঝে পড়ে রীতিমতো মহাসমস্যায় পড়েছেন মমতা। ইতিমধ্যে সিংহভাগ বিধায়ক বিদ্রোহী শিবিরে ভিড় জমিয়েছেন। কেবল রাজ্যেই নয়, লোকসভা এবং রাজ্যসভাতেও মমতার একদা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত বলে পরিচিত নেতা-নেত্রীরা দলনেত্রীর বিরুদ্ধে গিয়ে পৃথক বিরোধী গোষ্ঠী গড়ে তোলায় দৃশ্যত চরম বিব্রত ও অসহায় বোধ করছেন মমতা। আর এই নজিরবিহীন দলীয় সংকটের মূল কারণ যে ভাইপো অভিষেকের একনায়কতান্ত্রিক 'জমিদারি স্টাইল', তা এখন আর মমতার অজানা নয়। দলের এই করুণ হালের জন্য শীর্ষ নেতৃত্বের একাংশ সরাসরি অভিষেককে দায়ী করছেন। যেমন প্রবীণ সাংসদ তথা প্রখ্যাত আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তো প্রকাশ্যে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি অভিষেকের কোনও আইনি মামলা লড়বেন না। অভিষেকের জন্যই যে দলের আজ এমন করুণ দশা হয়েছে, তা জনসমক্ষে বলতেও ছাড়েননি কল্যাণ।

এই তীব্র ডামাডোলের মধ্যে মমতা শেষমেশ কংগ্রেসে যোগ দেবেন কি না, কিংবা কংগ্রেসে যোগ দিলে মমতার সঙ্গে 'ফাউ' বা প্যাকেজ হিসেবে অভিষেককেও গ্রহণ করা হবে কি না, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বড়সড়ো প্রশ্ন ঝুলেই রইল। তৃণমূল কংগ্রেসের চূড়ান্ত দখল শেষপর্যন্ত মমতার হাতে থাকবে নাকি বিদ্রোহী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে যাবে, কিংবা দলের নাম ও ঐতিহ্যবাহী নির্বাচনি প্রতীক তাঁর হাতে থাকবে কি না তা এখনও স্পষ্ট নয়। এর পাশাপাশি আরেকটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও বড় প্রশ্ন হল- তৃণমূল কংগ্রেসের তহবিলে থাকা আনুমানিক হাজার কোটি টাকার বিশাল অর্থবল; এই ক্রান্তিলগ্নে সেই বিপুল তহবিলের রাশ শেষপর্যন্ত কার নিয়ন্ত্রণে থাকবে, তা নিয়ে পর্দার আড়ালে এক মারাত্মক দড়ি টানাটানি চলছে। রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু হয় না। যদি পুরোনো তিক্ততার কারণে কংগ্রেস তাঁকে সঙ্গ না দেয়, তবে মমতার সামনে পথ অত্যন্ত কঠিন হবে। সেক্ষেত্রে কর্পোরেট নির্ভরতা ও ভাইপোর জমিদারি শৈলী ঝেড়ে ফেলে দলকে পুনরায় জনমুখী আন্দোলনে ফেরানো এবং নীচুতলার কর্মীদের সঙ্গে সরাসরি জনসংযোগ স্থাপন করাই তাঁর ভবিষ্যৎ কৌশলের মূল অঙ্গ হতে পারে। কারণ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসল রাজনৈতিক শক্তি কোনও কর্পোরেট বা জমিদারি কাঠামোর মধ্যে নয়, বরং বাংলার ধুলোমাখা রাস্তায় এবং সাধারণ মানুষের ভিড়েই নিহিত রয়েছে।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৮৬

সাহিত্যিক অমিয় চক্রবর্তী প্রয়াত হন আজকের দিনে।

২০১৪

আজকের দিনে প্রয়াত হন সাহিত্যিক শক্তিপদ রাজগুরু।

আলোচিত

মমতাদিকে বেছে নিতে হবে দলে কে থাকবেন, আমি না অভিষেক! ওঁর জন্য দলটা শেষ হয়েছে। তারপরেও উদ্ধত ভাব যায়নি। আমি পশ্চিমবঙ্গের ১ নম্বর সৎ রাজনীতিক। ওঁর জন্য আমাদের চোর চোর স্লোগান শুনতে হচ্ছে। আমি সবসময় দিদির সঙ্গে আছি। তারপরেও অভিষেক যদি আমাদের কর্মচারী মনে করেন, তাহলে করার কিছু নেই।

- কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

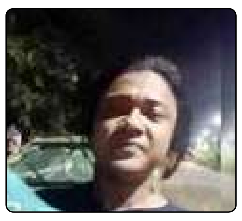

অসহ্য গরম, দোসর লোডশেডিং। দিনভর কাজের পর রাতে ঘুমাতে না পেরে ক্ষোভ উগরে দিলেন নভি মুম্বইয়ের এক মহিলা। দাবি, প্রতি রাতে ৪-৫ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকছে না। একপ্রস্থ কান্নাকাটির পর তিনি বালিশ বগলদাবা করে সোজা ছুটলেন বিদ্যুৎ দপ্তরের উদ্দেশে।

ভাইরাল/২

তোমার ঘরে বসত করে কয় জনা... আমস্টারডামের ভ্যান গঘ মিউজিয়ামে বাজছে বাংলার জনপ্রিয় লোকসংগীত। আর সেই মেঠো সুরে তাল মিলিয়ে নাচছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ। কারও উৎসাহে বিন্দুমাত্র খামতি নেই। নেটিজেনদের কথায়, সংস্কৃতির আদানপ্রদানেই লুকিয়ে সভ্যতার সার্থকতা।

জনমন
জনমত

বিনা ভাড়ায় বাসে ভ্রমণের বিষয়ে আরেকবার ভাবা দরকার

রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ১ জুন থেকে শুরু হয়েছে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে সরকারি বাসে ভ্রমণের সুবিধা। বিষয়টি সাধারণ মানুষের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কিন্তু বাস্তবে কিছু প্রতিবন্ধকতা আছে যা অস্বীকার করার উপায় নেই।

প্রথমত, সরকারি বাসে ভাড়া না নেওয়ার কারণে যাত্রীদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই যদি বেড়ে যায় তাহলে যেসব পুরুষ যাত্রী অর্থ ব্যয় করে টিকিট কেটে সরকারি বাসে উঠবেন তাঁদের বসার আসন কতটা সুলভ হবে? দ্বিতীয়ত, একটি পরিবারের মহিলা সহ পুরুষ যাত্রীরা স্বাভাবিকভাবেই সরকারি বাসে একসঙ্গেই ভ্রমণ করবেন। ফলে সরকারি বাসে ভিড় বাড়বে। এই পরিস্থিতিতে আগামীদিনে বিপুল লোকসানের কারণে বেসরকারি বাসের জন্য এক হতাশাজনক ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে। তৃতীয়ত, ইরান-আমেরিকার যুদ্ধের কারণে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি তেলের অভাব ও তার ফলস্বরূপ পেট্রোল, ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা যেভাবে দেখা দিয়েছে সেক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যে তথা সমগ্র দেশে তার প্রভাব পড়ছে।

মহিলাদের জন্য বিনা ভাড়ায় সরকারি বাস চালিয়ে হয়তো ধন্যবাদ পাওয়া যাবে, কিন্তু জ্বালানি তেল ক্রয়, বাসকর্মীদের বেতনের নিশ্চয়তা এবং দীর্ঘসময় ধরে এই পরিবহণের সুবিধা দেওয়া সম্ভব হবে কি না সে বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার। যেখানে আমাদের রাজ্যের কোষাগার পূর্বতন সরকারের ভুল নীতির কারণে আর্থিক ঋণে জর্জরিত, সেখানে এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেওয়া দরকার। সেক্ষেত্রে আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মহিলাদের জন্য শূন্য মূল্যে বাসযাত্রার ব্যবস্থা করা অথবা সকল স্তরের মহিলাদের জন্য ৫০ শতাংশ বাসভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলে এই পরিষেবা দেওয়া আগামীতে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হতে পারে। কারণ শুধু সুবিধে পাওয়া নয়, রাজ্যের আর্থিক স্বাস্থ্যের কথা ভাবা আমাদের সকলেরই কর্তব্য বলে মনে করি।

সঞ্জীব বাগচী, আশ্রমপাড়া, ইসলামপুর।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

'বানান' লিখুন, 'বানাম' নয়

শৈশবের মজ্জাগত ভুলভুলাইয়ার গণ্ডি পেরিয়ে নিয়মনিষ্ঠ প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের হাত ধরে বাংলা বানান।

দীপায়ন ভট্টাচার্য

বর্ণপরিচয়ের ধাপ পেরোতেই বানানের গোলকধাঁধায় আমাদের নাস্তানাবুদ হওয়া শুরু হয়। ঘরে-বাইরে বা বন্ধুমহলে প্রমিত ভাষার বদলে আঞ্চলিক টানের কারণে উচ্চারণ ও লিখনের ভিন্নতর অভ্যাস বানানের ঘাড়ে ত্রুটি হিসেবে চেপে বসে। বানানের এই জটিল ভুলভুলাইয়ার পিছনে কিছু সুনির্দিষ্ট কারণও বিদ্যমান। বাচনভঙ্গির পাশাপাশি পথেঘাটের সাইনবোর্ডে আন্তর্জাতিক ভাষার দাপট কিংবা অযত্নে ছাপা স্থানীয় পত্রপত্রিকার ভুল বানান মগজে ভুল শিকড় গেড়ে দেয়। অনেকের ভুল শুরু হয় ছোটবেলায় 'বানান'-কে 'বানাম' বলা দিয়ে, যা পরে লেখার মস্ত ভুলে পরিণত হয়।

বানান-বিড়ম্বনা থেকে রেহাই পাননি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও। তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'চলতি বাংলার বানান সম্বন্ধে প্রশান্ত বিধান নিয়েছিলেন সুনীতির কাছ থেকে। নিয়মগুলো মনে রাখতে পারিনে, অন্যমনস্ক হয়ে হাজারবার লঙ্ঘন করি। সেইজন্যে অসংগতি সর্বদাই দেখা যায়।' প্রথম জীবনে আমাদেরও সাধু ও চলিত ভাষার দড়ি টানাটানি এবং গুরুচণ্ডালি দোষের চরম ভয় প্রতিমুহূর্তে তাড়া করে বেড়াত। পরে বয়স বাড়লে জানা গেল, এই দুই রীতির মূল পার্থক্য লুকিয়ে থাকে ক্রিয়াপদ ও সর্বনামে; যেমন চলিত ভাষার 'বলছিলাম' ও 'ওদের' সাধু রীতিতে যথাক্রমে 'বলিতেছিলাম' ও 'উহাদিগের' হয়ে যায়। তৎসমবহুল সাধুভাষার বিপরীতে চলিতভাষায় তদ্ভব, অর্ধতৎসম আর দেশি শব্দের ভিড়ই বেশি থাকে। গোঁসাইরহাট গ্রামে থাকার সময় হাট থেকে কেনা কিশোর-পাঠ্য বাংলা শব্দার্থের চটি বইয়ের মাধ্যমে অর্থ ও বানান মকশো করার প্রাণান্তকর পরিশ্রম অবশ্য আমার মতো অনেকের ভিত মজবুত করেছিল।

এআই।

একটা সময় রেফের পর দ্বিত্ব বর্জন নিয়ে বানান সমিতিতে তুমুল তর্কাতর্কি চলেছিল। মূলত মুদ্রণসৌকর্যের খাতিরে 'সূর্য্য', 'সৌন্দর্য্য', 'ভট্টাচার্য্য', 'অর্জ্জুন', 'কর্ম্ম', 'গর্ব্ব' ইত্যাদির বদলে 'সূর্য', 'সৌন্দর্য', 'ভট্টাচার্য', 'অর্জুন', 'কর্ম', 'গর্ব' লেখার নতুন বিধান দেওয়া হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণ, হিন্দি বা মারাঠিতে এই দ্বিত্ব আগেই বর্জিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সমিতি, বাংলা আকাদেমি, সাহিত্য সংসদ, একটি পত্রিকা গোষ্ঠী এবং বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিকদের যৌথ আলোচনায় একটি সর্বজনগ্রাহ্য বানানবিধি গৃহীত হয়। শীর্ষস্থানীয় লেখকদের নিজস্ব বানানরীতির সংঘাত পেরিয়ে আজ তা একটি মানানসই রূপ ধারণ করেছে।

উৎকট সংস্কৃত-প্রীতির কারণে একসময় বিদেশি গুণীজনদের নাম 'সেক্ষপীয়র' বা 'মোক্ষমূলর' লেখা হত, যা এখন পরিমার্জিত হয়ে 'শেক্সপিয়র' ও 'ম্যাক্সমূলর' বানানে ফিরে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও উচ্চারণানুযায়ী বানানের পক্ষপাতী ছিলেন; তাই তিনি তৎকালীন 'বাঙ্গলা' বদলে প্রথমে 'বাঙলা' এবং পরে 'বাংলা' লিখতে শুরু করেন, যা আজ আমাদের কাছে সর্বজনীন রূপ। শব্দের শেষে অপ্রয়োজনীয় হস্ চিহ্ন ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞাও জারি করে বানান সংস্কার সমিতি, যাতে 'গভর্নমেন্ট' শব্দটিকে দেখে কেউ ভুল করে 'গভর্নোমেন্টো' উচ্চারণ না করে বসেন।

বানানের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাত ছিল হ্রস্ব ই-কারের দিকে (যেমন - ঘটি, দায়ি), অন্যদিকে সুনীতিকুমার পছন্দ করতেন দীর্ঘ ঈ-কারের ব্যবহার (যেমন- কাঁচী, খুঁটীনাটী, একটী)। সাধারণ মানুষ এই বৈপরীত্যে ধন্দে পড়লেও সংস্কারের হাত ধরে হরিণী বা বাঘিনীর মতো পাশাপাশি দুটি ই-কার যুক্ত তিন অক্ষরের শব্দে প্রথমে হ্রস্ব ও শেষে দীর্ঘ ব্যবহারের নিয়মটি বদলেছে। ফলে পূর্বের 'কাহিনী' এখন দুই হ্রস্ব ই-কার দিয়ে 'কাহিনি' লেখা হয়। সবকিছুরই সুনির্দিষ্ট বিধিবিধান রয়েছে, যা একটু সুলুকসন্ধান করলেই জানা যায়। তাই 'বানান ভুলে কিছু আসে যায় না' বলে অজ্ঞানতার পালে হাওয়া দেওয়া মোটেও উচিত নয়।

(লেখক নাট্যশিল্পী ও প্রাবন্ধিক। কোচবিহারের বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪৬৯

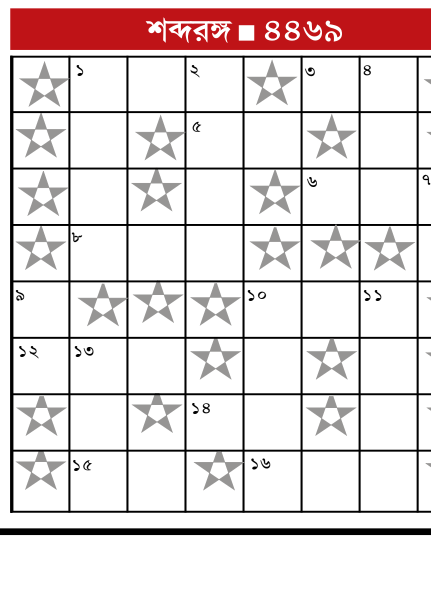

পাশাপাশি : ১। চুলদাড়ি কাটা যে মুসলমানের পেশা ৩। ফুলের অংশ ৫। জাম বা জামরুল ৬। আমের গন্ধে যে পতঙ্গ ছুটে আসে ৮। লজ্জার বিষয়, অস্বস্তিকর ১০। নৌকার পাল, ভেজেও খাওয়া যায় ১২। মুসলমানদের ধর্মগুরু ১৪। দশরথের ঠাকুর্দা ১৫। ফুল অথবা পাখি ১৬। নৃত্যশিল্পীদের নূপুর।

উপর-নীচ : ১। যে রাজা আইনকে প্রথম লিখিত রূপ দেন ২। টেকসই, শক্ত ৪। যে অল্পেতে রেগে যায় ৭। কানে একেবারে শোনেন না ৯। আশকারা দেওয়া ১০। কোনও বাড়ির দুষ্টু ব্যক্তি যাকে সহজে এড়ানো বা তাড়ানো যায় না ১১। মৌচাকের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে ১৩। বসন্ত ঋতুকে অন্য যে নামে ডাকা হয়।

সমাধান ■ ৪৪৬৮

পাশাপাশি : ১। কার্মুক ৩। সসেমিরা ৪। বিহঙ্গ ৫। দোজবর ৭। সখা ১০। তাগা ১২। লেখাজোখা ১৪। মাকাল ১৫। তোতাপাখি ১৬। তামাদি।

উপর-নীচ : ১। কালিদাস ২। কবিতা ৩। সঙ্গদোষ ৬। বশ্যতা ৮। খামোখা ৯। মাখামাখি ১১। গাদাগাদি ১৩। চালতা।

বিন্দুবিসর্গ

URBAN HORIZONS
NORTH BENGAL REAL ESTATE SUMMIT 2026
"ADVANCE URBAN DEVELOPMENT IN NORTH BENGAL : VISION AND ACTION"
CII
Confederation of Indian Industry
13 & 14 June 2026 | ITC Fortune, Siliguri
Discussion Tracks
PLENARY SESSION I
Assessing the True Potential of Real Estate in North Bengal
PLENARY SESSION II
Sustainable Urbanisation
PLENARY SESSION III
North Bengal: Gateway to Growth & Investment
PLENARY SESSION IV
Special Session by Dr. Deepak Vohra on Rising Bharat
PLENARY SESSION V
Rising Youth Entrepreneurs of North Bengal
Satish Mitruka
Chairman
CII North Bengal Zonal Counci
Amal Mandal
Vice Chairman
CII North Bengal Zonal Counci
Distinguished Speakers
Chitra Vishwanath
Principal Architect, Founder & MD
Biome Environmental Solutions
Deepak Vohra
Former Indian Ambassador to Armenia
Poland and Sudan
Indian Foreign Service
Rakhi Deepak
National President
Fire and Security Association of India
Rini Balasaria
Co Founder
Treewalks
Pankaj Rajendra Dharkar
MEP and Green Building Consultant &
Director, Pankaj Dharkar and Associates
Lokendra Balasaria
Architect, Urban Planner & Ecologist
Treewalks
Sudip Chakraborty
Director
Luxmi Township
Chandana Roychowdhury
Director
Government & Public Sector
Ernst & Young LLP
Nina Basu
Senior Director-Land
and Capital Markets
CBRE South Asia Pvt. Ltd
Pradeep Purohit
Chief Operating Officer
Star Cement Limited
Mrinal Agarwal
Managing Director
Dwarika Group
Yogesh Agarwal
Chief Operating Officer
NS Developers
Naresh Agarwal
Director
Ram Niwas Group
Laxmi Limbu Kaushal
Chair
Real Estate & Logistics Panel
CII North Bengal
Ruby Mitruka
Co-Founder & Chief Executive Officer
Royal Ruby Tea & Agro Co.
Kalikinkar Roy
Co Chair
Real estate & Logistics Panel
CII North Bengal
Mukesh Agarwal
Director
Featherlite Buildcon
Deepak Kumar Agarwal
Director
Dwarika Group
Sanjay Goel
Founder
GFS Realtors
Umang Mittal
Executive Director
PRM Group
Sahil Choudhary
Executive Director
Manakamna Group
Bimal Debnath
Ex DFO
West Bengal Forest Department.
OUR PARTNERS
Diamond Sponsor
Luxmi
MLA GROUP
CROSSROADS
Silver Sponsor
POLYCAB
Banking Partner
SBI
The banker to every Indian
Steel Partner
SHYAM STEEL
STURDFLEX
Industry Partner
featherlite BUILDCON
Interior Partner
KAMALA FURNISHING
Building Partner
STAR CEMENT
Jewellery Partner
ORIENT JEWELLERS
Trust of Hallmark
Tea Partner
RUBY TEA
Durability Partner
PB INDUSTRIES
STARK PLYWOOD
Event Partner
BLUE BIRD NETWORKS
(AD AGENCY)
Associate Partner
यूको बैंक
UCO BANK
Technical Partner
EY
Shape the future with confidence
Good Times Partner
STEEL BORN
Supporting Partner
RAM NIWASH GROUP
We Mean Happiness
Media Partner
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
Hospitality Partner
FORTUNE
Member ITC Hotels' Group
For More Details : Shankha Subhra Biswas (7908184090) | Debanjan Chakraborty (8348400090)

গুজব, দাবি বেণুগোপালের

তৃণমূলের হাত ধরার জল্পনা খারিজ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১১ জুন : কংগ্রেস-তৃণমূল সংযুক্তিকরণ ঘিরে তৈরি হওয়া যাবতীয় জল্পনা জল্পনার স্তরেই থেকে গেল। বৃহস্পতিবার কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল ইন্দিরা ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের মিশে যাওয়ার যাবতীয় খবর ভুয়ো, ভিত্তিহীন। এরকম কোনওকিছু হচ্ছে না।

সোমবার ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে হাজির হয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধির ১০ জনপথের বাসভবনে গিয়েছিলেন মমতা। এর ২৪ ঘণ্টা পরে ১০ জনপথে দেখা করতে যান তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন। পরপর দুটি মেগা বৈঠকের পর কলকাতা থেকে নয়াদিল্লির রাজনৈতিক মহলে জল্পনা দানা বাঁধে, লাগাতার ভাঙন এবং বিদ্রোহের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা তৃণমূলকে কংগ্রেসের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই জল্পনায় ঘি ঢালে এআইসিসি-র তরফে সমস্ত প্রদেশ সভাপতি এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকদের একদিনের নোটিশে দিল্লিতে তলব করা।

এদিন ওই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের পর কংগ্রেস-তৃণমূল সংযুক্তিকরণ নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েন বেণুগোপাল এবং জয়রাম রমেশ। বেণুগোপাল বলেন, 'এগুলি শুধুই ভিত্তিহীন গুজব। তৃণমূল এবং কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে শুধুমাত্র জাতীয় ইস্যুগুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তৃণমূল ও কংগ্রেস নেতৃত্বের বৈঠক শুধুমাত্র জাতীয় ইস্যুগুলিকে আরও শক্তিশালীভাবে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে হয়েছে। সংযুক্তিকরণ নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। আমরা অবশ্যই অগণতান্ত্রিক বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে একসঙ্গে লড়ব।' সাংবাদিকদের উদ্দেশে জয়রাম রমেশ বলেন, 'বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে একটি খবর দেখানো হয়েছে। সেই খবর সম্পূর্ণ ভুয়ো। আপনারাই গুজব রটান। জল্পনা ছড়ান। গতকালই আমরা বিষয়টি খারিজ করে দিয়েছি। সোনিয়া গান্ধির সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৪০ বছরের ব্যক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে। তাঁদের মধ্যে অনেক কথা হয়েছে। কিন্তু আপনারা যে বিষয়টি বলছেন সেই বিষয়টি (সংযুক্তিকরণ) নিয়ে কোনও কথা হয়নি।'

> এগুলি শুধুই ভিত্তিহীন গুজব। তৃণমূল এবং কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে শুধুমাত্র জাতীয় ইস্যুগুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।
>
> কেসি বেণুগোপাল

কংগ্রেস সূত্রে স্পষ্ট করা হয়েছে, সংযুক্তিকরণের কোনও প্রশ্ন উঠলে সেই প্রস্তাব তৃণমূলের পক্ষ থেকেই আসতে হবে। কংগ্রেস নিজে থেকে এমন কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না। বৃহস্পতিবারের বৈঠকে রাহুল গান্ধি, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে-সহ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিভিন্ন রাজ্যের প্রদেশ সভাপতিদের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সাংগঠনিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। পশ্চিমবঙ্গ নিয়েও আলাদা করে আলোচনা হয়। বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল এবং তার পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলায় কংগ্রেসের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার বিষয়টিও গুরুত্ব পায় বলে জানা গিয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, 'দেশের বিভিন্ন রাজ্যের সাংগঠনিক পরিস্থিতি এবং সেই সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই আলোচনা হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের পর দলের অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনাও হয়েছে। সেই বিষয়গুলিই বৈঠকে গুরুত্ব পেয়েছে।' কংগ্রেস-তৃণমূল সংযুক্তিকরণ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'রাজনীতি সবসময়ই সম্ভাবনাময় এবং সুদূরপ্রসারী একটি ক্ষেত্র। ভবিষ্যতে কী হবে বা হবে না, তা এখনই নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়।'

তৃণমূলের পক্ষ থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে যাওয়া নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি ঠিকই। তবে দলের বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায় জানিয়েছেন, কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের কাজ করাটা জরুরি। তবে সেটি জোট শরিক হিসেবে হবে নাকি দুই দল মিশে যাবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ও জানিয়েছেন, তাঁরা কংগ্রেসের সঙ্গে মিশছেন না। দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদও কংগ্রেসের সঙ্গে মিশছে না। তাহলে মিশছে কারা?

শিলিগুড়িতে নয়া শিক্ষা হাব

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১১ জুন : দু'বছর আগের সেই 'মাইক বন্ধ' করার তিক্ততা আর নেই। দিল্লির বুকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক রাজনৈতিক আবহে নীতি আয়োগের মঞ্চে দেখা গেল বাংলার নতুন সরকারকে। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এই প্রথম নীতি আয়োগের গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকে যোগ দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। আর প্রথম উপস্থিতিতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সামনে উত্তরবঙ্গের জন্য একগুচ্ছ বড় দাবি পেশ করলেন তিনি। জানালেন, কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ে এবার বাংলায় 'ডবল ইঞ্জিন' উন্নয়নের নতুন যুগ শুরু হতে চলেছে।

বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি ভবনের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে নীতি আয়োগের একাদশতম বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। ২০২৪ সালে এই বৈঠকেই বক্তব্য রাখার সময় মাইক বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ তুলে কক্ষত্যাগ করেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই ঘটনার দু'বছর পর, বৃহস্পতিবারের বৈঠক ছিল আক্ষরিক অর্থেই অন্যরকম।

বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট করেন, কেন্দ্রের পূর্ণ সমর্থনে রাজ্যে স্বচ্ছ শাসন ও পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ দ্রুত গতিতে এগোবে। তবে তাঁর গোটা বক্তব্যের সিংহভাগ জুড়েই ছিল উত্তরবঙ্গের বঞ্চনা দূর করার ব্লু-প্রিন্ট। মুখ্যমন্ত্রী শিলিগুড়িকে পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র বা এডুকেশন হাব হিসেবে গড়ে তোলার জোরালো প্রস্তাব দিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি ভবনের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় নীতি আয়োগের একাদশ গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠক। 'ইনক্লুসিভ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফর বিকশিত ভারত ২০৪৭' ছিল এ বারের বৈঠকের মূল বিষয়। দেশের ২৮টি রাজ্য এবং ৫টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রী, লেফটেন্যান্ট গভর্নর ও প্রশাসকরা এই বৈঠকে অংশ নেন।

নীতি আয়োগে প্রস্তাব শুভেন্দুর

প্রধানমন্ত্রীর সামনে উত্তরবঙ্গের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামো আমূল বদলে ফেলার দাবি তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক ও কৌশলগত গুরুত্ব অপরিসীম। এই অঞ্চলের যুবকদের কর্মসংস্থান ও উচ্চশিক্ষার জন্য উত্তরবঙ্গে একটি অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস এবং একটি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট স্থাপন করা অত্যন্ত জরুরি। কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে দ্রুত ছাড়পত্র দিক।'

পাশাপাশি, রাজ্যে এতদিন থমকে থাকা বা পর্যাপ্ত রূপায়িত না হওয়া একঝাঁক কেন্দ্রীয় প্রকল্প— যেমন প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা, জনধন যোজনা এবং অটল পেনশন যোজনা দ্রুত ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রের 'সাগরমালা ২' বন্দর-ভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্পেও বাংলা সক্রিয়ভাবে অংশ নেবে বলে তিনি জানান।

অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়ার লক্ষ্যে সমস্ত রাজ্যকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান। দেশের যুবশক্তিকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি মোদী 'লাখপতি দিদি' প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ৩ কোটি থেকে বাড়িয়ে ৬ কোটি করার বার্তা দেন। এছাড়া এক জেলা, এক পণ্য নীতিকে আরও জোরদার করার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।

নীতি আয়োগের এই হাইভোল্টেজ বৈঠক শেষ করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সোজা চলে যান বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের বাসভবনে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প নিয়ে তাঁদের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা হয়। এদিকে নীতি আয়োগের বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সাক্ষাৎ করেন বালুরঘাটের সাংসদ এবং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে। বৈঠক শেষে তিনি কলকাতা ফিরে আসেন। বৈঠক প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার জানান, 'বালুরঘাটের বিভিন্ন প্রকল্প বিষয়ে কথা হয়েছে এবং এটা সৌজন্য সাক্ষাতকারই ছিল মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে।' সুকান্তবাবু এটিকে 'সৌজন্য সাক্ষাৎ' বললেও, রাজনৈতিক মহলের মতে, দিল্লির দরবারে উত্তরবঙ্গের পাওনা আদায়ের জন্য এখন থেকেই কোমর বাঁধছে রাজ্যের নতুন সরকার।

চিকিৎসকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

চণ্ডীগড়, ১১ জুন : রহস্যমৃত্যু এক মহিলা চিকিৎসকের। বুধবার নিজের বাড়ির বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার হয় তাঁর ঝুলন্ত দেহ। পঞ্জাবের জলন্ধরের ঘটনা। প্রাথমিকভাবে সুইসাইড মনে হলেও মৃতার পরিবারের অভিযোগ তাঁকে খুন করা হয়েছে। স্বামীর দিকেই সন্দেহের তির পরিবারের।

মৃত মীনাক্ষী সুদের স্বামী পীযূষও পেশায় চক্ষু চিকিৎসক। ২০১৮ সালে বিয়ে হয় দুজনের। জলন্ধরে পীযূষের একটি চোখের হাসপাতাল রয়েছে। মীনাক্ষীর মায়ের অভিযোগ, সেই হাসপাতালের এক নার্সের সঙ্গে পীযূষের বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক

ছিল। বিষয়টি মীনাক্ষী জানার পরই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি শুরু হয়। তরুণীকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনও করা হত বলে অভিযোগ তাঁর মা-বাবার। মৃতার বাবা জানিয়েছেন, ২০২৫ সালে মীনাক্ষীকে শ্বাসরোধ করে খুনের চেষ্টা করেছিলেন পীযূষ। এরপরই বাড়ি ভাড়া নিয়ে আলাদা থাকতে শুরু করেন তরুণী। বিবাহবিচ্ছেদের কথাও চলছিল। এর মধ্যে ব্যাংকে গিয়ে মীনাক্ষী জানতে পারেন বিনা অনুমতিতে তাঁর নামে ২.৫ কোটি টাকার লোন নিয়েছেন পীযূষ। সেখান থেকে তাঁর নাম সরানোর কথা বললে পীযূষ তাঁকে হুমকি দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ।

রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ ১৫৬৯ দিনে পড়ল

মস্কো, ১১ জুন : ইউক্রেনের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ বৃহস্পতিবার ১৫৬৯ দিনে পা ফেলেছে। মেয়াদের নিরিখে এই যুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়সীমা টপকে ফেলেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় ১৯১৪ সালের ১৮ জুলাই। শেষ হয় ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর। যুদ্ধ চলেছে ১,৫৬৪ দিন ধরে। রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করে ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি। সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী হওয়ার জন্য ন্যাটোর সদস্য হতে চেয়েছিল ইউক্রেন। ক্রেমলিন তাতে আপত্তি জানায়। ইউক্রেন নাছোড় হওয়ায় রাশিয়া সামরিক বলপ্রয়োগ করে। সেই থেকে যুদ্ধ চলছে টানা চার বছর ধরে।

প্রতিবিম্ব... বৃহস্পতিবার অসমের নগাঁওতে।

আরশোলাদের অস্ত্র শিক্ষা ইস্তাহার

পুনে, ১১ জুন : প্রশ্নপত্র ফাঁস কাণ্ডে ফের পথে নামল ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)। বৃহস্পতিবার সাবিত্রীভাই ফুলে পুনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে তারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবি তোলার পাশাপাশি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কারের দাবিতে নিজেদের শিক্ষা ইস্তাহারও প্রকাশ করেন সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। তিনি বলেন, 'সরকার দেশের তরুণ প্রজন্মকে অবজ্ঞা করতে পারে না। এই দেশের জন্য একটি বার্তা হল সিজেপি। আমাদের ভুয়ো না বলে দেশের তরুণদের প্রকৃত সমস্যাটা বোঝার চেষ্টা করুন।' এর আগে দিল্লির যন্তরমন্তরে দেশের প্রথম জেন জি বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দিয়েছিল সিজেপি।

এদিন পুনের বিক্ষোভ সমাবেশে ছিলেন সোনম ওয়াংচুকও। দীপকে বলেন, 'যতদিন পর্যন্ত না শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ করছেন ততদিন আমরা ফিরব না।' তিনি জানিয়েছেন, আগামী দিনে জয়পুর, লখনউ, অমৃতসর, বেঙ্গালুরুর মতো একাধিক শহরে প্রতিবাদ দেখাবে আরশোলারা। ২০ জুন ফের যন্তরমন্তরে প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হবে। সিজেপির তরফে জানানো হয়েছে, তাদের শিক্ষা ইস্তাহারে শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষত দূর করার নীল নকশা রয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক এবং নিয়োগ পরীক্ষাগুলিতে প্রশ্নপত্র ফাঁস করা, পরীক্ষা শেষের পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফলপ্রকাশ নিশ্চিত করা, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ১০০ শতাংশ

স্বচ্ছতা আনা, পরীক্ষা নিয়ামক সংস্থাগুলির দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির মতো একাধিক বিষয় তাতে রয়েছে।

এদিকে সিজেপি যখন ধীরে ধীরে আন্দোলনের প্রসার ঘটানোর বার্তা দিচ্ছে তখন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে লাগাতার ২৭ দিন ধরে রাজপথে আন্দোলন করছে যুব কংগ্রেস। রাজস্থান, ছত্তিশগড়, গুজরাট, চণ্ডীগড়, পঞ্জাব, গোয়ালিয়র, তামিলনাড়ু সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে যুব কংগ্রেস।

মেজাজ হারালেন ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১১ জুন : আমেরিকায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আকাশছোঁয়া দাম নিয়ে প্রশ্নের মুখে মেজাজ হারালেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ব্যঙ্গ করে তিনি জানালেন, মুদ্রাস্ফীতি নাকি তাঁর অত্যন্ত প্রিয়।

ইরান যুদ্ধের আবহে আমেরিকায় মুদ্রাস্ফীতি বর্তমানে ৪.২ শতাংশে পৌঁছেছে, যা গত তিন বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। বুধবার হোয়াইট হাউসে জ্বালানি সংকটের জেরে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের মুখে পড়ে ক্ষুব্ধ মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'আমি মুদ্রাস্ফীতি ভালোবাসি।' পরে অবশ্য পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে তিনি জানান, ইরান সংঘাতের কারণে এই জ্বালানি সংকট তৈরি হয়েছে। তাঁর আশ্বাস, যুদ্ধ শেষ হলেই তেলের দাম স্বাভাবিক হবে। ট্রাম্পের কথায়, 'যখন এটা শেষ হবে, আপনারা দেখবেন তেলের দাম আগের জায়গায় নেমে এসেছে। ঝপ করে নেমে আসবে।'

শব্দ নিয়ে খেলা ট্রাম্পের ক্ষেত্রে নতুন নয়। একে বিদ্রুপ করে 'ট্রাম্পিজম' বলে মার্কিন মিডিয়া। সম্প্রতি সংঘর্ষবিরতি বা সিজফায়ারকে তিনি খানিকটা মশকরার ভঙ্গিতে 'সংযতভাবে গুলি চালানো' বলে অভিহিত করেন, যা নিয়ে বিতর্ক হয়। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র কুশ দেশাই অবশ্য এদিন আশ্বস্ত করে বলেন, ইরানের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসবে।

মোদিকে অভিনন্দন

ওয়াশিংটন, ১১ জুন : একটানা দীর্ঘতম সময় প্রধানমন্ত্রী থাকার নজির গড়েছেন নরেন্দ্র মোদি। জওহরলাল নেহরুর ৪,৩৯৮ দিনের টানা দায়িত্ব পালনের রেকর্ড ভেঙে বুধবার মাইলফলক স্পর্শ করেন তিনি। এই কৃতিত্বকে অভিনন্দন জানিয়ে মোদির উদ্দেশে বার্তা পাঠালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

নিজের সমাজমাধ্যমে ট্রাম্প লেখেন, 'আমার বন্ধু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ভারতের দীর্ঘতম সময়ের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য অভিনন্দন। সত্যিই তিনি মহান নেতা। ওঁর সামনে আরও বহু বছরের সাফল্য ও কৃতিত্ব অপেক্ষা করছে।' মোদিকে তিনি 'শক্তিধর প্রাজ্ঞ নেতা' বলেও অভিহিত করেন। জবাবে ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানিয়ে মোদি বলেন, 'ভারত-আমেরিকা কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে আপনার সঙ্গে কাজ করার অপেক্ষায় রয়েছি।' ট্রাম্প ছাড়াও ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি ও ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর মতো রাষ্ট্রনেতারাও অভিনন্দন জানিয়েছেন মোদিকে।

দুর্ঘটনার পর সেতুর রেলিং ভেঙে ঝুলছে ট্রাক। বৃহস্পতিবার কোচিতে।

মার্কিন হামলায় হত ৩ ভারতীয় নাবিক

নয়াদিল্লি, ১১ জুন : ওমান উপকূলে মার্কিন বাহিনীর অতর্কিত হামলায় প্রাণ হারালেন তিন ভারতীয় নাবিক। চলতি সপ্তাহে এই নিয়ে তিন তিনবার হামলার মুখে পড়ল বিদেশি পণ্যবাহী জাহাজ। তেলবাহী ট্যাংকারে এহেন মুহুর্মুহু আক্রমণে ভারতীয়দের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশের পাশাপাশি আমেরিকার কাছে কড়া প্রতিবাদও জানিয়েছে ভারত।

পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার আবহে বুধবার সকালে ওমান উপকূলে পালাউ দ্বীপপুঞ্জের পতাকাবাহী 'এমটি সেন্তেবেলো' ট্যাংকারে মিসাইল হামলা চালায় মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড। এরপর বৃহস্পতিবারও ওই এলাকায় পণ্যবাহী জাহাজ 'জলবীর'-এর ওপর হামলা চালায় মার্কিন বাহিনী। ওই জাহাজেও ছিলেন ভারতীয় নাবিকরা। চলতি সপ্তাহের গোড়ায় মার্কিন হামলার মুখে পড়ে মরিভেক্স নামে একটি খালি ট্যাংকার।

ওয়াশিংটনের দাবি, জাহাজটি ইরানের ওপর জারি করা মার্কিন নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে তেল বহন করছিল। মার্কিন বাহিনী বারবার নিষেধ সংকেত পাঠানোর পরেও তারা তা মানেনি। এরপরই মার্কিন যুদ্ধবিমান থেকে ট্যাংকারের ইঞ্জিন রুমে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভেদী ক্ষেপণাস্ত্র বা 'প্রিসিশন মিউনিশন' দিয়ে হামলা চালানো হয়। জাহাজে ২৮ জন কর্মীর মধ্যে ২৪ জন ছিলেন ভারতীয়। তাঁদের মধ্যে ২১ জনকে উদ্ধার করা গেলেও তিনজনের মৃত্যু হয়।

নিহত ভারতীয়রা হলেন হিমাচলপ্রদেশের ডেক ক্যাডেট আদিত্য শর্মা, উত্তরপ্রদেশের শিবানন্দ চৌরাসিয়া এবং অন্ধ্রপ্রদেশের চিফ ইঞ্জিনিয়ার পাতনালা সুরেশ।

মার্কিন নিষেধ সংকেতের কথা জানা গিয়েছে নিহত আদিত্যের অন্তিম বয়ানেও। মৃত্যুর আগে বাড়িতে শেষবার ফোনে কথা বলার সময়ে তিনি জানিয়েছিলেন, সেন্তেবেলো ট্যাংকারকে অন্তত দু'বার হুঁশিয়ারি দিয়েছিল মার্কিন বাহিনী।

শোক ও প্রতিবাদ দিল্লির

> নিহতদের দেহ দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং মোদি সরকার এই কঠিন সময়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলির পাশে আছে।
>
> সর্বানন্দ সোনওয়াল
> কেন্দ্রীয় জাহাজমন্ত্রী

কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনওয়াল ঘটনার তীব্র নিন্দা করে একে 'মর্মান্তিক ক্ষতি' বলে উল্লেখ করেন। তিনি জানান, 'নিহতদের দেহ দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং মোদি সরকার এই কঠিন সময়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলির পাশে আছে।'

এই ঘটনায় নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত মার্কিন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স জেসন মিকসকে তলব করে কড়া প্রতিবাদ করেছে বিদেশ মন্ত্রক। ফরোয়ার্ড সিমেনস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়ার সাধারণ সম্পাদক মনোজ যাদব মার্কিন সামরিক পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, 'মার্কিন নৌসেনা নিশ্চয়ই জানত জাহাজে কতজন ভারতীয় রয়েছেন। বিকল্প হিসাবে জাহাজটিকে আটক করা যেত। কিন্তু এই ধরনের প্রাণঘাতী হামলা মেনে নেওয়া যায় না।' ভারত সরকার স্পষ্ট ভাষায় বলেছে, আন্তর্জাতিক জলসীমায় সাধারণ বাণিজ্যিক জাহাজে এই ধরনের হামলা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।

'এমটি জলবীর' সহ তিনটি পণ্যবাহী জাহাজে 'হেলফায়ার ক্ষেপণাস্ত্র' হামলার কথা কবুল করে ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ড জানিয়েছে, 'ক্রু সদস্যরা বারবার নির্দেশ মানতে ব্যর্থ হওয়ায় মার্কিন যুদ্ধবিমান থেকে দুটি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়েছে।' সেন্ট্রাল কমান্ডের তরফে এক্স-এ জানানো হয়েছে, ১৩ এপ্রিল অবরোধ শুরু করার পর থেকে তারা এ পর্যন্ত মোট ৯টি 'অবাধ্য' জাহাজকে অচল বা ডিজেবল করে দিয়েছে।

৫ সেকেন্ডে ১০ রাউন্ড গুলি, খুন জিম মালিক

হাঁসি (হরিয়ানা), ১১ জুন : ঠাঁই ঠাঁই ঠাঁই ঠাঁই ঠাঁই! অনেকটা সোনার কেল্লার জটায়ুর ভঙ্গিতেই ৫ সেকেন্ডে ১০ রাউন্ড গুলি চলল, আর তাতেই রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়লেন জিম মালিক। বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে সেই শিউরে ওঠা খুনের দৃশ্যের সাক্ষী রইলেন জিমের সদস্য ও পথচারীরা।

বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ হরিয়ানার হাঁসিতে রাস্তার ধারে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শরীরচর্চায় ব্যস্ত ছিলেন জিমের মালিক কপিল। আচমকাই বাইকে আসা এক হেলমেটধারী দুষ্কৃতী তাঁকে লক্ষ্য করে বৃষ্টির মতো গুলি চালিয়ে ঝাঁঝরা করে চম্পট দেয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় কপিলের।

ফওয়ারা চকের এই নৃশংস হামলায় শিখা নামে এক তরুণীও জখম হন। ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, অত্যন্ত কাছ থেকে কপিলের পিঠ ও মাথায় গুলি করা হয়েছে। খুনের দায় স্বীকার করে লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সদস্য হরি বক্সার এক অডিও বার্তায় জানান, 'হাঁসির রেড জিম অপারেটর কপিলকে আমরাই খুন করেছি। ওকে দু'বার সতর্ক করা হলেও ও শোনেনি।' তাঁর দাবি, কপিল একটি পুরোনো ঘটনার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। খুনিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে ফরেন্সিক ও অপরাধ তদন্তকারী সংস্থা সিআইএ।

করমণ্ডলের স্মৃতি উসকে মুখোমুখি ২ ট্রেন

ভুবনেশ্বর, ১১ জুন : ২০২৩ সালের ২ জুন ওডিশার বালেশ্বরের বাহানাগা বাজার স্টেশনে করমণ্ডল এক্সপ্রেস ট্রেন দুর্ঘটনায় ২৫০ জনের মৃত্যু হয়েছিল। সেই স্মৃতি উসকে বৃহস্পতিবার ওডিশায় ফের একই লাইনে মুখোমুখি দুই ট্রেন। ভুবনেশ্বর থেকে মঞ্চেশ্বর ও মঞ্চেশ্বর থেকে ভুবনেশ্বরগামী দুটি ট্রেন মুখোমুখি

এসে পড়ে ঝারপারা ব্রিজে। বড় দুর্ঘটনা হতে পারত। চালকদের জন্য হল না। দুই ট্রেনের চালকই শেষ মুহূর্তে ট্রেন থামাতে পেরেছেন। তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন রেল কর্তৃপক্ষ। সিগন্যালিংয়ের ত্রুটি নাকি রেলকর্মীদের সমন্বয়ের অভাবে এই ঘটনা তদন্তে তা দেখা হবে। তবে ট্রেনে কোনও যাত্রী ছিল না।

বাড়তে পারে ক্যানসারের ওষুধের দাম

মুম্বই, ১১ জুন : ক্যানসার চিকিৎসায় অপরিহার্য দুটি জীবনদায়ী ওষুধ— সিসপ্ল্যাটিন এবং কার্বোপ্ল্যাটিনের বাজারে তীব্র হাহাকার। কাঁচামালের দাম আড়াই গুণ বেড়ে যাওয়ায় কোম্পানিগুলো উৎপাদন কমাতে বাধ্য হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ওষুধের জোগান স্বাভাবিক রাখতে কেন্দ্র এক নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে। 'ড্রাগস (প্রাইস কন্ট্রোল) অর্ডার, ২০১৩'-এর বিশেষ ১৯ নম্বর ধারা প্রয়োগ করে সরকার এই দুটি ওষুধের দাম এক ধাক্কায় ৫০ শতাংশ বা তার বেশি বাড়াতে পারে। গত ১০ বছরে কাঁচামাল প্ল্যাটিনামের দাম ২২৫% বাড়লেও, ওষুধের দাম বেড়েছে মাত্র ২২%। তাই বাধ্য হয়েই জরুরি ভিত্তিতে এই দাম বৃদ্ধির অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় রাসায়নিক ও সার মন্ত্রক।

ইরানকে কবজা করার হুঁশিয়ারি

ওয়াশিংটন, ১১ জুন : এ রাত্রি পোহাবে না। আজ রাতেই ইরানকে বেধড়ক মারার হুঁশিয়ারি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বললেন, ভেনেজুয়েলাকে যেভাবে কবজা করেছিলেন, সেভাবেই দখল নেবেন ইরানের তেলের ভাণ্ডারের।

ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, আমেরিকা খুব শীঘ্রই ইরানের প্রধান তেল টার্মিনাল খাগ দ্বীপ এবং অন্যান্য তেল পরিকাঠামো দখল করবে। ভেনেজুয়েলার আদলে ইরানের তেল ও গ্যাস বাজারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে চায় ওয়াশিংটন। তাঁর হুঙ্কার, 'অদূর ভবিষ্যতে আমরা খাগ দ্বীপ দখল করব এবং তাদের তেল-গ্যাস বাজারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেব, যা বর্তমানে ভেনেজুয়েলার ক্ষেত্রে আমাদের জন্য অত্যন্ত সফল হয়েছে।' ইরানের মোট অপরিশোধিত তেল রপ্তানির প্রায় ৯০ শতাংশই নিয়ন্ত্রিত হয় এই কৌশলগত দ্বীপের মাধ্যমে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত এই পরিস্থিতিতে গত তিন দিন ধরে ইরানের ওপর লাগাতার বিমান হামলা চালাচ্ছে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড। হরমুজ প্রণালীর কাছে একটি মার্কিন অ্যাপাচে হেলিকপ্টার ভেঙে পড়ার পর থেকেই এই সংঘর্ষ নতুন মাত্রা পেয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট সাফ জানিয়েছেন, 'আজ রাতে আমরা ইরানের ওপর খুব জোরালো আঘাত হানব। ওদের নৌসেনা, বায়ুসেনা এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রায় ধ্বংসের মুখে।'

মার্কিন হামলায় ইতিমধ্যে তিন জন ভারতীয় নাবিকের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। পালটা জবাবে ইরানও বাহরিন ও কুয়েতের মার্কিন ঘাঁটিতে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে কাতার ও পাকিস্তানের মতো দেশগুলি আলোচনার চেষ্টা চালালেও যুদ্ধের আবহ ক্রমেই জটিল হচ্ছে।

শিলিগুড়ি, নাকি ডাম্পিংগুড়ি!

শিলিগুড়ি ডাম্পিং গ্রাউন্ডে যাওয়ার রাস্তা জলকাদায় মাখামাখি। বৃহস্পতিবার।

> আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। দুর্ভাগ্যজনক ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। সাধারণ মানুষ এই সিদ্ধান্তের জবাব দেবেন। আমি পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রীকে চিঠি লিখে সমস্যা সমাধানের আর্জি জানাব। এখানেও মন্ত্রী রয়েছেন। তাঁকে চিঠি পাঠাব।
>
> **গৌতম দেব**
> মেয়র, শিলিগুড়ি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : পুরনিগমকে অন্ধকারে রেখে জলপাইগুড়ি থেকে আবর্জনা আসতে শুরু করল শিলিগুড়িতে। পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের নির্দেশমতো বুধবার থেকেই ডাম্পারবোঝাই করে বর্জ্য ঢুকতে শুরু করেছে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে। অথচ, সেব্যাপারে কিছুই জানেন না মেয়র। বৃহস্পতিবার সকালে জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে-কে ফোন করে এব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি যেন আকাশ থেকে পড়েন। দাবি করেন, তাঁকে বলা হয়নি। খোঁজ নিয়ে দেখবেন।

এরপর ডাম্পিং গ্রাউন্ডের দায়িত্বে থাকা কর্মীকে ফোন করেন মানিক। যোগাযোগ করা হয় সুডা-র সঙ্গে। সেখান থেকে তাঁকে বলা হয়, রোজ জলপাইগুড়ি থেকে কমবেশি চারটে গাড়ি করে আবর্জনা পাঠানো হবে শিলিগুড়িতে। পাশাপাশি সুডা-র তরফে বিষয়টি লিখিতভাবে পুরনিগমকে জানানো হবে বলা হয়। এদিন সন্ধ্যায় জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ বলেন, 'সেগরিগ্রেশনের এজেন্সির সঙ্গে জলপাইগুড়ি পুরসভার কথা হয়েছে। তারপর থেকেই আবর্জনা পাঠাচ্ছে ওরা।'

পুরো পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তর বিতর্ক বেধেছে। পুরনিগমে একটি নির্বাচিত বোর্ড রয়েছে। এখনও বেশ কয়েকমাস তাদের মেয়াদ বাকি। বোর্ডের পদাধিকারীদের এড়িয়ে কীভাবে এবং কেন ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের ডাম্পিং গ্রাউন্ডে অন্য শহর থেকে আবর্জনা আনা শুরু হল, সেই প্রশ্ন উঠছে।

অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন মেয়র গৌতম দেব। বলছিলেন, 'আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। একে দুর্ভাগ্যজনক ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। এলাকায় সাতটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। জলপাইগুড়ি এবং পাহাড় থেকে আবর্জনা এলে চারপাশ ভরে যাবে। সাধারণ মানুষ এই সিদ্ধান্তের জবাব দেবেন। আমি পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রীকে চিঠি লিখে সমস্যা সমাধানের আর্জি জানাব।' পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'এখানেও মন্ত্রী রয়েছেন। তাঁকে চিঠি পাঠাব।' যদিও গৌতমের কথার প্রতিক্রিয়া জানতে শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

- জলপাইগুড়ি থেকে আবর্জনাবোঝাই ডাম্পার ঢুকতে শুরু করেছে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে
- এব্যাপারে কিছুই জানতেন না শিলিগুড়ির মেয়র, জঞ্জাল অপসারণের মেয়র পারিষদ
- সুডা-র সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁরা বিষয়টি শোনেন
- স্থানীয় নির্বাচিত বোর্ডকে অন্ধকারে রেখে কাজ শুরু করায় বিতর্কে সুডা
- মাছির উৎপাত, দুর্গন্ধ, ধোঁয়ায় অতিষ্ঠ সংলগ্ন এলাকাবাসী
- বাইরে থেকে বর্জ্য আসতে শুরু করলে পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কা

পরিবেশপ্রেমী অনিমেষ বসুর আশঙ্কা, 'এমনিতেই শিলিগুড়িতে দূষণের মাত্রা ব্যাপক। জঞ্জাল অপসারণ ব্যবস্থাও ঠিক নেই। এরমধ্যে যদি বাইরে থেকে আবর্জনা আসতে শুরু করে, তবে বিপদ আসন্ন। পুরমন্ত্রীকে তাঁর সিদ্ধান্ত নিয়ে আবার ভাবা উচিত।'

এদিকে, অগ্নিমিত্রার নির্দেশের পর থেকে প্রমাদ গুনতে শুরু করেছেন এলাকাবাসী। ডাম্পিং গ্রাউন্ড সংলগ্ন এলাকায় একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বহুতল আবাসন, বাড়িঘর রয়েছে। এক স্থানীয় সানি শর্মা বলছিলেন, 'বাড়িতে বাবা অসুস্থ। মাঝেমধ্যেই ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আগুন লেগে ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারপাশ। ধোঁয়া ঘরে ঢুকলে বাবার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়, তাই ফ্ল্যাটের জানলা বন্ধ রাখি। আরও যদি আবর্জনা জমতে শুরু করে, তাহলে তো টেকা দায় হবে।'

জঞ্জালের স্তূপের দিকে তাকিয়ে জোরে নিশ্বাস ছেড়ে স্থানীয় সুবোধ বর্মনের কথা, 'ছোট থেকে তো এই পাহাড় দেখে বড় হয়েছি। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের প্ল্যান্টে পৃথকীকরণ শুরু হওয়ার পর ভেবেছিলাম, এবার হয়তো ছবিটা বদলাবে। মাছির উৎপাতে থাকা যাচ্ছে না।'

ডাম্পিং গ্রাউন্ডটি ফুলবাড়িতে সরানোর দাবি উঠেছিল একসময়। যদিও তা আর বাস্তবের মুখ দেখেনি। এখন এখানেই পাহাড়, জলপাইগুড়ির আবর্জনা জমতে শুরু করেছে। স্থানীয় মহেশ্বর রায়ের গলায় হতাশার সুর, 'সারাজীবন ময়লা, দুর্গন্ধ সঙ্গী করেই কাটিয়ে দিতে হবে। কেউ আমাদের হয়ে, এ শহরের হয়ে বলার নেই?'

রামভজনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : জমি হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনায় নাম জড়াল পুরনিগমের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রামভজন মাহাতোর। বিষয়টি নিয়ে বৃহস্পতিবার রামভজন এবং গণেশ সিং নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রধাননগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন পার্থ ভট্টাচার্য। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি করেছেন রামভজন। বিষয়টি নিয়ে পার্থর বিরুদ্ধে পালটা মামলা করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। গণেশ জানিয়েছেন, তিনি পার্থর ভাই জয় ভট্টাচার্যের প্রতিবেশী। তবে পার্থর সঙ্গে তেমন পরিচয় নেই। কেন মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে সেই বিষয়টি তিনি বুঝতে পারছেন না বলে দাবি করেছেন।

কিন্তু কী অভিযোগ?

৩ নম্বর ওয়ার্ডের প্রধাননগরের ভানুভক্ত সরণির বাসিন্দা পার্থ। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর মায়ের নামে ৮ কাঠা একটি জমি রয়েছে। সেই জমিতে থাকা বাড়িতে পার্থ ও তাঁর ভাই জয় থাকেন। এছাড়াও পার্থর আরও দুই বোন রয়েছেন। বর্তমানে তাঁদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ২০০৯ সালে তাঁর মা মারা যাওয়ার পর থেকে সেই জমির ভাগাভাগি নিয়ে বিবাদ চলছে বলে জানান পার্থ।

পার্থর কথায়, 'আমার ভাই জমির দলিল গণেশ সিংয়ের কাছে জমা দিয়ে কিছু টাকা নিয়েছিল। তবে গণেশ সিং সেই জমির দলিল ফেরত দিচ্ছে না। গণেশ সিং জমিটি দখলের ষড়যন্ত্র করেছে। আর এতে কাউন্সিলার রামভজন মাহাতোর সম্পূর্ণ মদত রয়েছে।' পার্থর সংযোজন, 'জমির বিবাদ মেটাতে কয়েকবার রামভজন মাহাতো এসেছিল। কিন্তু কিছুই করেনি। গণেশ সিংয়ের সঙ্গে রামভজনের সম্পূর্ণ যোগ রয়েছে। আমাদের জমিটি দুজনে মিলে হাতিয়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল।'

পার্থ মিথ্যা অভিযোগ করে তাঁকে চমকানোর চেষ্টা করছে বলে দাবি করেছেন রামভজন। তাঁর পালটা হুঁশিয়ারি, 'শহরে ফিরে ওই ব্যক্তির নামে মানহানির মামলা করব। ওই পরিবারের জমি নিয়ে নিজস্ব বিবাদ রয়েছে। সেখানে ওই ব্যক্তি আমার সম্মানহানি করেছে। পুলিশ তদন্ত করে সবটা দেখুক। আমাকে জমি বিবাদ মেটানোর জন্য দু'বার ডেকেছিল, আমি গিয়েছিলাম। তাঁদের জমির বিবাদ নিজেরা না মেটালে কাউন্সিলার হিসাবে আমার কিছু করার নেই।'

জমি দখলের চেষ্টা

অন্যদিকে, দাদার তোলা অভিযোগ সঠিক নয় বলে দাবি করে জয় বলছেন, 'জমিতে আবাসন করার জন্য কোন প্রোমোটারকে জমি দেব সেটা নিয়ে বিবাদ হয়েছিল। বাবার চিকিৎসার সময় জমির দলিলটি দিয়ে গণেশ সিংয়ের থেকে কিছু টাকা নিয়েছিলাম। জমির দলিলটি সুরক্ষিত আছে। দাদা ও বোনরা মিলে জমি ভাগাভাগি করতে রামভজনকে ডেকে এনেছিল।' যদিও পরমুহূর্তেই জয় বয়ান বদলে বলেন, 'গণেশ সিংয়ের কাছে দলিল নেই। তবে তাঁর কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়েছিলাম।'

স্বচ্ছতা অভিযান

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার শিলিগুড়ি জেলা কমিটি বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে স্বচ্ছ ভারত অভিযান করে। হাসপাতাল চত্বর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয়।

সংগঠনের জেলা সভাপতি সৌরভ সরকার বলেন, 'বিজেপি সরকার আসার পর হাসপাতাল চত্বর অনেক পরিষ্কার হয়েছে। তবে হাসপাতালকে স্বচ্ছ রাখার দায়িত্ব কেবল স্বাস্থ্যকর্মীদের নয়, সাধারণ মানুষকেও এগিয়ে আসতে হবে।'

নৃত্য উৎসব

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : শিলিগুড়ির নৃত্যশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঝংকার এবং রিদমিক স্টেপসের যৌথ উদ্যোগে বৃহস্পতিবার দীনবন্ধু মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল তাল তরঙ্গ নৃত্য উৎসব। এই উৎসবের ভাবনা ও পরিকল্পনা দুই নৃত্যশিল্পী গার্গী চট্টোপাধ্যায় ও লোপামুদ্রা ভৌমিকের। মঙ্গলদীপ জ্বেলে উৎসবের সূচনা করেন নৃত্যগুরু সংগীতা চাকি। সঙ্গে ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পী সহেলি বসু ঠাকুর সহ বিশিষ্টজনরা। উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ নৃত্যগুরু রুনু ভট্টাচার্য। দুই নৃত্যশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী শিল্পীরা ছাড়াও শহরের কয়েকটি চর্চাকেন্দ্রের শিক্ষার্থী ও নৃত্যশিল্পীরা এতে অংশ নেন।

আসরে রেল

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : এনজেপি থেকে শিলিগুড়ি জংশন পর্যন্ত ডাবল লাইনের কাজের অনুমোদন ও অর্থবরাদ্দ হতেই রেল কর্তৃপক্ষ কোমর বেঁধে আসরে নামল। ইতিমধ্যে রেললাইনের ধার বরাবর বাজার এবং জনবসতি এলাকার ব্যবসায়ী ও বাসিন্দাদের নাম ও ফোন নম্বর জোগাড় করার কাজ শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার শহরের মহাবীরস্থান এলাকায় সেই কাজ চলে। পাশাপাশি শহরের ৬ নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন রেললাইনের ধার বরাবর মাপজোখের কাজও চলে।

কৃতী সংবর্ধনা

ইসলামপুর, ১১ জুন : ইসলামপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে কৃতী ছাত্রীদের বৃহস্পতিবার সংবর্ধনা দেওয়া হল। এদিন কৃতী ছাত্রীদের হাতে স্মারক তুলে দেন ইসলামপুরের মহকুমা শাসক অঙ্কিতা আগরওয়াল, বিধায়ক কানাইয়ালাল আগরওয়াল, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক শুভদীপ দাস, বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা সহ অন্যরা।

জট ছাড়াতে নিয়ম বদল

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : শিলিগুড়ি শহরকে যানজটমুক্ত করতে ট্রাফিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। এই বিষয়ে রূপরেখা তৈরি করতে শীঘ্রই বৈঠকে বসতে চলেছে পুরনিগম কর্তৃপক্ষ। পুরনিগম ও পুলিশ-প্রশাসনের আধিকারিকদের পাশাপাশি মন্ত্রী এবং বিধায়কদেরও সেই বৈঠকে থাকার কথা রয়েছে। তবে ঠিক কবে এই বৈঠক হবে, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। বৃহস্পতিবার শহরের পার্কিং ব্যবস্থা নিয়ে আয়োজিত একটি বৈঠকের শেষে একথা জানান শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব।

হিলকার্ট রোডে প্রতীক্ষালয়ে পসরা, সামনে পার্কিং। ছবি : সূত্রধর

মেয়র বলেন, 'পুলিশ কিছু নতুন সিস্টেম বাস্তবায়ন করতে চলেছে। তা নিয়ে এদিন বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।' এদিনের বৈঠকে মেট্রোপলিটান পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের পদস্থ আধিকারিকদের পাশাপাশি ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, মেয়র পারিষদ সদস্য এবং পার্কিংয়ের বরাতপ্রাপ্ত সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সূত্রের খবর, যানজট সমস্যার সমাধানে শহরের পার্কিং ব্যবস্থায় বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হচ্ছে। এতদিন শহরের বিভিন্ন পার্কিংয়ে রাস্তার দিকে মুখ করে গাড়ি দাঁড় করানো হত। এর ফলে অনেক সময় রাস্তার একাংশ অবরুদ্ধ হয়ে যানজট তৈরি হত। সমস্যা এড়াতে সেই নিয়মে এবার বদল হতে চলেছে। পুরনিগম সূত্রে খবর, পুলিশের নির্দেশ মেনে এখন থেকে রাস্তার পাশে সোজাভাবে গাড়ি রাখতে হবে। ইতিমধ্যে এই নয়া ব্যবস্থার ট্রায়াল রানও শুরু হয়েছে।

তবে, এই নয়া নির্দেশিকার ফলে পার্কিংয়ের বরাতপ্রাপ্ত সংস্থাগুলি কার্যত বিপাকে পড়েছে। তাদের অভিযোগ, গাড়ি সোজাভাবে রাখার নিয়মের জেরে পার্কিং লটে গাড়ির ধারণক্ষমতা কমে গিয়েছে, ফলে আয় নিম্নমুখী। এই বিষয়ে এক সংস্থার প্রতিনিধি সৌমেন দত্ত বলেন, 'হঠাৎ করে নিয়ম বদল হওয়ায় আয় কমতে শুরু করেছে। এমন চলতে থাকলে আমরা আর্থিকভাবে ক্ষতির মুখে পড়ব।'

এই প্রসঙ্গে পার্কিং বিভাগের মেয়র পারিষদ রাজেশপ্রসাদ শা'র বক্তব্য, 'এ নিয়ে আলোচনা চলছে। কাউকেই যাতে আর্থিকভাবে ক্ষতির মুখে পড়তে না হয় তা নিয়ে শীঘ্রই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।' অন্যদিকে, এদিন শহরের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়েও আলোচনা করেন মেয়র।

কাঞ্চনজঙ্ঘা ট্রেড ফেয়ার জমজমাট

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : অসমের মেখলা থেকে বাহারি রাজস্থানি জুতি, বিভিন্ন ধরনের শাড়ি, গয়না, জুতো, ঘরসজ্জার সরঞ্জাম, নানা খাবারের স্টলে জমজমাট কাঞ্চনজঙ্ঘা ট্রেড ফেয়ার। ২১ জুন পর্যন্ত শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে মেলার মাঠে চলবে মেলা। প্রতিদিন বিকেল ৪টা থেকে রাত ৯.৩০টা পর্যন্ত সকলের জন্য খোলা থাকছে মেলা প্রাঙ্গণ।

মেলাপ্রেমী শহরবাসী সন্ধে বাড়তেই ভিড় জমাচ্ছেন ট্রেড ফেয়ারে। ১০ টাকা প্রবেশমূল্যে থাকছে লাকি ড্র কুপন। ২১ তারিখ শেষদিনেই হবে লাকি ড্র কুপনের খেলা। মেলার আয়োজক এসকে এন্টারপ্রাইজের বিশ্বজিৎ চন্দ বলেন, 'অসম, ওডিশা, মণিপুর সহ নানা জায়গা থেকে স্টল এসেছে মেলায়। মোট ১০৭টি স্টল রয়েছে এবছরের মেলায়। ছোটদের জন্য অ্যামিউজমেন্ট রাইডের ব্যবস্থাও রয়েছে। কেনাকাটার পাশাপাশি গুটিগুটি পায়ে আইসক্রিম, চপ, পকোড়া, পাওভাজি, মোমোর স্টলগুলিতেও ভিড় জমাচ্ছেন সবাই।

বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : পেট্রোল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি, বিভিন্ন স্টেশন থেকে হকারদের উচ্ছেদ, স্মার্ট মিটার বসানো, জাতীয় শিক্ষানীতির বিরোধিতা করে বিক্ষোভ মিছিল করল এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর দার্জিলিং জেলা কমিটি। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক গৌতম ভট্টাচার্য, জেলা কমিটির সদস্য জয় লোধ সহ অন্যরা। বাঘা যতীন পার্ক থেকে মিছিল শুরু করে মহাত্মা গান্ধি মোড় পর্যন্ত যায়। সেখানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সদস্যরা। নিজেদের দাবিদাওয়া নিয়ে স্মারকলিপি মহকুমা শাসকের অফিসে জমা দেওয়া হয় সংগঠনের তরফে।

১০ দফা দাবি

ইসলামপুর, ১১ জুন : ১০ দফা দাবি নিয়ে বৃহস্পতিবার ইসলামপুর শহরে মিছিল করে মহকুমা শাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি দিল এসইউসিআই। মূলত পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা, হকার উচ্ছেদ বন্ধ করা, বিদ্যুতের মাশুল ও স্মার্ট মিটার বন্ধ করা সহ একাধিক দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

সান্ধ্যকালীন আড্ডায় শিখার কাছে দরবার

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : শিখা চট্টোপাধ্যায়কে কাছে পেয়ে এলাকার উন্নয়ন তো বটেই সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয় হওয়ারও আবেদন জানাল ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের আম্বেদকর সরণির বাসিন্দারা। দ্বিতীয়বার বিধায়ক হওয়ার পর বৃহস্পতিবার ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের আম্বেদকর সরণির বাসিন্দাদের সঙ্গে এলাকারই রাম দাসের বাড়িতে সান্ধ্যকালীন আড্ডায় শামিল হন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক।

এলাকার উন্নয়নে কী কী করা যেতে পারে তা বাতলে এলাকার সমস্যাগুলির কথাও তুলে ধরেন ওই ওয়ার্ডের বাসিন্দারা।

সেই আড্ডাতেই এলাকার বেহাল রাস্তা সংস্কার, এলাকায় সিসিটিভি লাগানো, জমে থাকা আবর্জনা সরানোর দাবি জানান এলাকার বাসিন্দারা। বিভিন্ন জায়গায় ডাস্টবিন বসানোর অনুরোধও জানায় এক তরুণ। আবার কয়েকজন বাসিন্দা দাবি করে বসেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয় থাকার। তাঁরাও চান তাঁদের বিধায়কের সব কাজ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে দিয়ে সকলেই অবগত হোক। যদিও এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিধায়ক বোঝান 'আমার এসবে কৌতূহল নেই'।

স্থানীয়দের সমস্যাগুলির দাবি সম্মিলিত একটি সাদা কাগজে লিখে বিধায়ক কার্যালয়ে জমা দেওয়ার কথা বলেন বিধায়ক। এলাকার সমস্যাগুলো পুরকমিশনারের কাছে পাঠাবেন বলে তিনি জানান।

বিধানসভার কোন কাজগুলো শীঘ্রই চালু হতে চলেছে? স্থানীয়দের এই প্রশ্নের উত্তরে শিখা জানান, ঠাকুরনগর রেলগেটের ওপর ফ্লাইওভারের কাজ শীঘ্রই হবে, ডাম্পিং গ্রাউন্ড থেকে দূর্গন্ধ এবং আবর্জনা পোড়ানোর সময় ধোঁয়ায় সমস্যা হচ্ছে সাধারণ মানুষের। সেই সমস্যার আগে সমাধান করতে হবে।

বিধায়ককে কাছে পেয়ে এদিন কেউ হাতে আঁকা ছবি আবার কেউ বা চকোলেট উপহার দেন। শিখা বলেন, 'খুব ভালো একটা সময় কাটল। পাড়ায় উন্নয়নে কি করা যেতে পারে তার পথ প্রদর্শন করালেন বাসিন্দারা।' এদিনের সান্ধ্যকালীন আড্ডা জমে ওঠে ঝালমুড়ি দিয়ে।

১৪ জুন সরাসরি শংকর

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : দ্বিতীয়বার 'সরাসরি শংকর' আয়োজিত হতে চলেছে আগামী ১৪ জুন। দেশবন্ধুপাড়ার ওয়াইএমএ মাঠে এই অনুষ্ঠান হবে। অনুষ্ঠানে নিজেদের সমস্যা তুলে ধরার ব্যাপারে ৫০ জনের নাম আগামী ১১ জুন ভারতনগর ফুলেশ্বরী রেলগেট সংলগ্ন দলীয় কার্যালয়ে নথিভুক্ত করা হবে। সকাল ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত এই নাম নথিভুক্তিকরণ চলবে।

সাইকেল ফেরত

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : কালিম্পংয়ের পুর চেয়ারম্যানের উপহার দেওয়া সাইকেল পেয়েছিলেন ভক্তিনগর থানা এলাকার শিবরামপল্লির এক বাসিন্দা। ওই ব্যক্তির ছেলে সেই সাইকেল নিয়ে মাঠে খেলতে গিয়েছিল। যদিও মাঠ থেকে সেই সাইকেল উধাও হয়ে যায়। দিনতিনেক আগের এই ঘটনার তদন্তে নেমে অবশেষে পরিত্যক্ত জায়গা থেকে ওই সাইকেল উদ্ধার হয়। বৃহস্পতিবার ওই ব্যক্তির হাতে সাইকেলটি তুলে দেয় ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

'হৃদয় স্পর্শ' দেখে ক্ষোভ অমিতের

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : পুরনিগমের একমাত্র পশু হাসপাতাল হৃদয় স্পর্শ আরোগ্য কেন্দ্র যেন 'নেই রাজ্য'। নীল-সাদা রঙের মোড়কে বিশাল ভবন গড়ে উঠলেও, এখনও স্থায়ী চিকিৎসক নেই। নেই প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম, ন্যূনতম ওষুধ। এই অবস্থা দেখে বৃহস্পতিবার পরিদর্শনের সময় পুরনিগমের ভূমিকায় ক্ষোভ উগড়ে দিলেন বিরোধী দলনেতা বিজেপির অমিত জৈন। তাঁর অভিযোগ, পুরনিগম ভবন গড়ে তুললেও, ন্যূনতম পরিষেবা দিতে পারছে না।

প্রায় এক বছর আগে ডাম্পিং গ্রাউন্ড এলাকায় হৃদয় স্পর্শ আরোগ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন করেছিলেন মেয়র গৌতম দেব। মূলত এখানে পথকুকুরদের স্টেরিলাইজেশন প্রক্রিয়া চলার কথা। এছাড়াও অসুস্থ পথকুকুরদের রেখে চিকিৎসা করার কথাও বলা হয়েছিল। কিন্তু উদ্বোধনের বাইরে কার্যত কিছুই হয়নি। একাধিক ঘর এখনও ফাঁকা। আবর্জনাও যত্রতত্র। যা দেখে ক্ষোভ গোপন করেননি অমিতের সঙ্গে থাকা কাউন্সিলার বিবেক সিং। বর্তমানে এখানে ৪৫টি পথকুকুর রয়েছে। স্টেরিলাইজেশন বাকি অনেক কুকুরের। পুরনিগম সূত্রে খবর, স্টেরিলাইজেশনের জন্য এখানে কালিম্পং থেকে একজন পশু চিকিৎসক আসেন। প্রতি মাসে দু'দিন শিলিগুড়িতে থাকেন তিনি। ওই সময় ৬০টি স্টেরিলাইজেন হয়। অমিতের বক্তব্য, 'শহরে পথকুকুরের সংখ্যা কম নয়। তবে স্থায়ী চিকিৎসক না থাকায় সময়মতো স্টেরিলাইজেশন করা সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়াও ন্যূনতম বন্দোবস্তও নেই। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীর নজরে আনা হবে।' বছরে এক হাজার স্টেরিলাইজেশন হয় বলে পুরনিগমের দাবি। এমন দাবির কথা তুলে অমিতের প্রশ্ন, 'মাসে ৬০টি কুকুরের স্টেরিলাইজেশন হলে এক বছরের মধ্যে সেই সংখ্যা কীভাবে এক হাজার হয়? অডিট প্রয়োজন।'

এখানেও রয়েছে বিশ্ববাংলার লোগো। যা দেখে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। মেয়র পারিষদ সিক্তা দে বসু রায় বলেন, 'নিয়ম মেনে স্টেরিলাইজেশন প্রক্রিয়া জারি রয়েছে। এই কাজে একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনও বিশেষ ভূমিকা নিয়ে চলেছে। স্টেরিলাইজেশনের সংখ্যা এক-দুটো কমবেশি হতে পারে, তার বেশি নয়। সেক্ষেত্রে অডিট করা হলেও কোনও আপত্তি নেই।'

খাসজমিতে দোকান নিয়ে তদন্তে প্রশাসন

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : শিলিগুড়ির চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কালকূট মৌজায় সরকারি জমি দখল করে বেআইনি দোকানঘর তৈরির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার পরিদর্শনে এলেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের যৌথ স্বাক্ষরিত একটি লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে মহকুমা শাসকের নির্দেশে এই পদক্ষেপ করা হয়। এলাকাবাসীর অভিযোগ, স্থানীয় জমি মাফিয়ারা একটি পুরোনো কার্যালয় ও পোলিং বুথ ভেঙে সেখানে একাধিক দোকানঘর তুলেছে এবং প্রতিটি দোকান ৬ থেকে ৮ লক্ষ টাকায় বিক্রির পাঁয়তারা কষছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় থাকা জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

কালকূট মৌজার এই মাঠটি সরকারি জমি। ১৯৬০ সালে মাঠের একপাশে স্থানীয়রা একটি মহিলা সমিতির অফিসঘর তৈরি করেছিলেন, যা পরবর্তীতে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনের পোলিং বুথ হিসেবে ব্যবহৃত হত। মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির বরাদ্দ অর্থে ওই অফিসঘরটি পাকা করা হয়েছিল এবং চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে সেখানে বিদ্যুতের বিল মেটানো হত। অভিযোগ, মাসচারেক আগে হঠাৎই সেই অফিসঘরটি ভেঙে ফেলে সেখানে পিলারের ওপর একের পর এক দোকানঘর তুলে দেওয়া হয়।

এলাকার বাসিন্দা অর্জুন রায় জানান, ভোটের সময় তাঁদের পোলিং বুথটি দেবীডাঙ্গায় স্থানান্তরিত হওয়ায় তাঁরা ভেবেছিলেন সরকারি কোনও প্রকল্পেই হয়তো এই নির্মাণকাজ চলছে। তবে সম্প্রতি সত্যতা সামনে আসায় পুরো বিষয়টি পরিষ্কার হয়। অপর বাসিন্দা লক্ষ্মী সিং বলেন, 'কয়েকদিন আগে আমরা জানতে পারি যে স্থানীয় জমি মাফিয়ারা নিজেদের টাকায় এই দোকানগুলো তৈরি করে তা চড়া দামে বিক্রি করছে। এরপরেই আমরা মহকুমা শাসকের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিই এবং বাসিন্দাদের স্বাক্ষর সংবলিত একটি চিঠি জমা দিই।' স্থানীয়দের অভিযোগ, এই চক্রের পেছনে বহু প্রভাবশালী ব্যক্তির হাত রয়েছে।

বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থলে এসে জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা খতিয়ান মিলিয়ে সরকারি জমি ও দোকানগুলোর মাপজোখ করেন। প্রশাসনের এক পদস্থ কর্তা জানান, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে খতিয়ানের ভিত্তিতে নিয়ম মেনে প্রয়োজনীয় সমস্ত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জনক সাহাকে ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরেননি। এই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিক মদতপুষ্ট জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে সরকারি জমি দখল করে এভাবে ব্যবসা করার অভিযোগ উঠছে।

পৃথিবীর পাঠশালা

সমুদ্রের বুকে কাল্পনিক দেশ

ষাটের দশকে জর্জিও রোজা নামের এক ইতালীয় ইঞ্জিনিয়ার আড্রিয়াটিক সাগরের ঠিক মাঝখানে লোহার স্তম্ভ পুঁতে একটি বিশাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেন। তিনি ওই প্ল্যাটফর্মটিকে একটি স্বাধীন দেশ বলে ঘোষণা করেন এবং এর নাম দেন রিপাবলিক অফ রোজ আইল্যান্ড। সেখানে নিজস্ব রেস্তোরাঁ, ডাকঘর এবং আলাদা মুদ্রাও চালু করা হয়। ইতালির সরকার একে কর ফাঁকি দেওয়ার একটা জালিয়াতি বলে মনে করে। শেষে ইতালীয় নৌবাহিনী বোমা মেরে ওই আস্ত দেশটিকে সমুদ্রের তলায় ডুবিয়ে দেয়।

প্রদর্শনীতে বিক্রি হওয়া নারী

মেক্সিকোর জুলিয়া পাস্ত্রানা নামের এক নারীর পুরো শরীর ও মুখ ঘন কালো লোমে ঢাকা ছিল এবং তাঁর চোয়ালটি গোরিলার মতো বাইরের দিকে বেরোনো ছিল। উনিশ শতকে এক আমেরিকান ব্যবসায়ী তাঁকে বিয়ে করেন এবং বিশ্বের নানা দেশে তাঁকে বানর-মানবী বলে টিকিট কেটে প্রদর্শনীতে দাঁড় করান। জুলিয়া ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং দারুণ গান গাইতে পারতেন। কিন্তু মানুষের নিষ্ঠুরতা এতই বেশি ছিল যে সন্তান জন্ম দেওয়ার সময় তিনি মারা গেলে, তাঁর স্বামী তাঁর মৃতদেহটিকে মমি করে আজীবন প্রদর্শনীতে রেখে টাকা রোজগার করেছিলেন।

জমি ছাড়া আস্ত দেশ

দেশ হতে গেলে নিজস্ব জমি থাকতে হয়, কিন্তু পৃথিবীতে এমন একটি দেশ আছে যার এক ইঞ্চিও নিজস্ব মাটি নেই। এই অদ্ভুত দেশটির নাম হল সোভেরিন মিলিটারি অর্ডার অফ মাল্টা। এদের নিজস্ব কোনও ভূখণ্ড না থাকলেও বিশ্বের একশোর বেশি দেশ এদের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এদের নিজস্ব পাসপোর্ট, মুদ্রা, স্ট্যাম্প এবং লাইসেন্স প্লেট আছে। মূলত রোমে দুটি বিল্ডিং ভাড়া নিয়ে এদের প্রশাসনিক কাজ চলে। এটি পৃথিবীর একমাত্র দেশ যা কেবল কাগজে-কলমে বেঁচে আছে।

বিশ্বের দীর্ঘতম জায়গার নাম

নিউজিল্যান্ডের একটি নির্দিষ্ট পাহাড়ের নাম হল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জায়গার নাম। এই নামের মধ্যে পঁচাশিটি অক্ষর আছে। শব্দটি এতই বড় যে তা উচ্চারণ করতে গিয়ে মানুষের জিভ আটকে যায়। স্থানীয় মাওরি ভাষায় লেখা এই নামের অর্থ হল, সেই পাহাড় যেখানে বিশাল হাঁটুর মানুষ তামাতেয়া তাঁর বাঁশি বাজিয়েছিলেন। রাস্তার ধারে থাকা এই পাহাড়ের নামের সাইনবোর্ডটি লম্বায় এত বড় যে পর্যটকদের ক্যামেরার ফ্রেমে পুরোটো ধরা মুশকিল হয়ে পড়ে।

উত্তরের জন্য আলাদা শিল্পনীতির দাবি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : উত্তরবঙ্গে শিল্পস্থাপন এবং এখানকার অর্থনীতিকে চাঙা করতে বিশেষ নীতি তৈরি করা প্রয়োজন বলে মনে করছে বণিক মহল। বৃহস্পতিবার উত্তরকন্যায় প্রাক বাজেট আলোচনায় অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তকে এই প্রস্তাব দিয়েছে কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ (সিআইআই)। সংগঠনের উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক শাখার চেয়ারম্যান সতীশ মিত্রুকা। শিল্পের উন্নয়ন এবং দার্জিলিং চায়ের পুনরুজ্জীবনে আর্থিক প্যাকেজের দাবিও জানিয়েছেন তাঁরা। ব্যবসায়ী মহলের তরফে এদিন উত্তরকন্যায় জিএসটি অ্যাপিলেট ট্রাইবিউনাল অফিস চালু করা, উত্তরবঙ্গে মাখনা বোর্ড তৈরি, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করার দাবিও এদিন শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীরা তুলেছেন।

এই প্রথম কোনও অর্থমন্ত্রী রাজ্য বাজেটের আগে উত্তরবঙ্গের বণিক মহল ও ব্যবসায়ীদের মতামত জানতে উত্তরবঙ্গে আসায় সকলেই উৎসাহিত। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, 'এতদিন উত্তরবঙ্গের সঙ্গে বঞ্চনা হয়েছে। এবার ডাবল ইঞ্জিন সরকার উত্তরবঙ্গের বঞ্চনা দূর করতে বদ্ধপরিকর।' এবার আর ট্রেড মিলে হাঁটা বাজেট নয়, মানুষের বাজেট হবে বলে অর্থমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন।

উত্তরকন্যায় বৈঠকে অর্থমন্ত্রী ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার।

বুধবার রাজ্যের অর্থমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েই এদিন উত্তরবঙ্গে আসেন স্বপন দাশগুপ্ত। তিনি উত্তরকন্যায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, অর্থ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন, উত্তরবঙ্গের আট জেলা প্রশাসনের আধিকারিক, সিআইআই সহ অন্যান্য বণিকসভা, বিভিন্ন জেলার শিল্পপতি, ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধি নিয়ে বৈঠক করেন। এই বৈঠকে মন্ত্রী প্রথমেই স্পষ্ট করে দেন যে, কোনও ক্ষেত্রে কর না বাড়িয়ে আয় বাড়ানো এবং খরচ কমানো এখন সরকারের মূল লক্ষ্য। কেননা পূর্বতন রাজ্য সরকার কয়েক লক্ষ কোটি টাকার ঋণের বোঝা চাপিয়ে গিয়েছে। রাজ্যকে সেই ঋণের বোঝামুক্ত করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে।

এই বৈঠকে বিভিন্ন বণিক মহল এবং ব্যবসায়ী সংগঠনের তরফে মূলত জিএসটি নিয়ে ভোগান্তি, শিল্প স্থাপনে জমিজট সহ অনুমতি আদায়ে জটিলতা এবং উৎসাহভাতা বকেয়া থাকার প্রসঙ্গ তুলেছে। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের শিল্প সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে এখানকার জন্য আলাদা নীতি নেওয়ার দাবিও উঠেছে। ফেডারেশন অফ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, নর্থবেঙ্গল (ফোসিন)-এর সম্পাদক বিশ্বজিৎ দাস এদিন মন্ত্রীর কাছে উত্তরবঙ্গে শিল্পস্থাপন এবং এখানকার অর্থনীতি চাঙা করতে বেশ কিছু দাবি জানিয়েছেন। ফোসিন উত্তরবঙ্গকে নর্থ-ইস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রমোশন পলিসিতে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়েছে। সরকার এটা গ্রহণ করলে উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতো উত্তরবঙ্গেও শিল্পস্থাপনে বিশেষ করছাড়ের সুযোগ তৈরি হবে।

> **এখানে জিএসটি অ্যাপিলেট ট্রাইবিউনাল হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এতদিন রাজ্য সরকার সবক্ষেত্রে কেন্দ্রের সঙ্গে পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করেছে, উন্নয়ন নিয়ে ভাবেনি।**
>
> **স্বপন দাশগুপ্ত**
> অর্থমন্ত্রী

> **বহুমুখী শিল্পের প্রচুর সম্ভাবনা থাকলেও উত্তরবঙ্গ বঞ্চনার শিকার। এই জায়গা থেকে উত্তরবঙ্গে শিল্প নিয়ে আসার জন্য নির্দিষ্ট নীতি নেওয়া প্রয়োজন।**
>
> **সতীশ মিত্রুকা**
> চেয়ারম্যান, উত্তরবঙ্গ শাখা, সিআইআই

শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীদের প্রায় প্রতিটি সংগঠনই এদিন জিএসটি নিয়ে ভোগান্তির অভিযোগ তুলেছে। তাদের বক্তব্য, জিএসটি নিয়ে কোনও অভিযোগ জানানোর জন্য কলকাতায় যেতে হয়। এই সমস্যা কাটাতে উত্তরকন্যায় একটি জিএসটি অ্যাপিলেট ট্রাইবিউনাল চালু করা হোক। মন্ত্রী এই বিষয়ে সকলকে আশ্বস্ত করেছেন। তবে, অন্য একটি সূত্রের খবর, রাজ্যে দুটি জিএসটি অ্যাপিলেট ট্রাইবিউনাল তৈরির জন্য অনেক আগেই ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। কলকাতায় একটি অ্যাপিলেট ট্রাইবিউনাল ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয়টি শিলিগুড়ি না আসানসোল কোথায় হবে তা নিয়ে টানাপোড়েন চলছে। আইনজীবী রতন বণিকের বক্তব্য, 'শিলিগুড়িতে জিএসটি ট্রাইবিউনাল হলে শুধু উত্তরবঙ্গ নয়, সিকিমও উপকৃত হবে। তাই এটা শিলিগুড়িতেই হওয়া উচিত।' নর্থবেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুরজিৎ পাল অর্থমন্ত্রীর হাতে দাবিপত্র দিয়েছেন। তাঁর মতে, উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পপতিদের বকেয়া উৎসাহভাতা দ্রুত মিটিয়ে দিতে হবে। শিল্পস্থাপনে অগ্নিনির্বাপণ এবং লাইসেন্স পুনর্নবীকরণে সরলীকরণ করতে হবে।

বৈঠক শেষে অর্থমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেছেন, '২০ জুন বিধানসভায় আগামী আট মাসের জন্য রাজ্য বাজেট পেশ হবে। তার আগে উত্তরবঙ্গের ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের দাবিদাওয়া নিয়ে আলোচনা করলাম। আগামী সপ্তাহে দুর্গাপুরেও একটা বৈঠক করব।' পূর্বতন অর্থমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে বর্তমান অর্থমন্ত্রী বলেন, 'এতদিন তো কলকাতায় ট্রেড মিলে হেঁটে বাজেট তৈরি হত বলে শুনেছি। এবার জনগণের সঙ্গে কথা বলে বাজেট হচ্ছে। সেই জন্যই প্রথমবার আমরা উত্তরবঙ্গে এসে এখানকার উদ্যোগপতিদের মতামত শুনলাম।'

রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার মানুষের মতামত নিয়েই বাজেট তৈরি করছে বলে অর্থমন্ত্রী দাবি করেছেন। তিনি মনে করেন, মানুষের প্রচুর প্রত্যাশা রয়েছে। এই মুহূর্তে কতটা পূরণ করা সম্ভব সেটা এখনই বলা কঠিন। আর সবটা রাজ্যের হাতে নেই, কেন্দ্রের সঙ্গেও কথা বলতে হবে।

শিক্ষার প্রতি আস্থা ফেরানোই লক্ষ্য দীপকের

কলকাতা, ১১ জুন : পড়াশোনা ও চাকরির প্রতি মানুষের হারিয়ে যাওয়া বিশ্বাস ফেরানোর কথা বললেন নবনিযুক্ত শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। বৃহস্পতিবার বিকাশ ভবনে স্কুল শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্বভার গ্রহণ করার সময় একথা জানালেন আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটার বিধায়ক। রাজ্যে বিগত কয়েক বছরে এসএসসি সহ শিক্ষাকে কেন্দ্র করে হওয়া একাধিক প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি দপ্তরের বিশ্বাসযোগ্যতার মানকে ক্ষুণ্ণ করেছে।

এবার সেই বিশ্বাস ফিরিয়ে আনাই তাঁর লক্ষ্য। তবে তাঁর দাবি, কাজটি খুব কঠিন হবে না। কারণ, আগের সরকারের আমলে এই দপ্তরের ভাবমূর্তি এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে, সেখান থেকে আর নীচে নামার জায়গা নেই। এখন লক্ষ্য হবে ধাপে ধাপে সেই হারানো বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা। যদিও এসএসসি সংক্রান্ত বিতর্ক বা নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে সরাসরি কোনও মন্তব্য করতে চাননি তিনি। এ বিষয়ে একাধিক মামলা বিচারাধীন থাকায় সংযত অবস্থানই নিয়েছেন মন্ত্রী।

অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যক্রম থেকে সিঙ্গুর আন্দোলন সংক্রান্ত অধ্যায় বাদ দেওয়া হবে কি না, সেই প্রশ্নের উত্তরে দীপক বর্মন জানান, শুধু সিলেবাস নয়, শিক্ষার সামগ্রিক কাঠামো ও পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন দিক নিয়েই পর্যালোচনা করা হবে।

জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের ২৯ মাইল এলাকায় একটি চার চাকার গাড়ি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। বৃহস্পতিবারের ঘটনা। বিহার নম্বরের গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে গার্ডওয়ালে ধাক্কা মারে।

ভাগ্যবশত গাড়িটি গার্ডওয়ালে আটকে যায়। নইলে সোজা তিস্তা নদীতে গিয়ে পড়ত। কেউ হতাহত হননি। দুর্ঘটনার পর কিছুক্ষণের জন্য ওই রাস্তায় যান চলাচল থমকে যায়।

পিয়াসবাড়ি থেকে রামকেলির মদনমোহন জিউ মন্দিরের পথে দুই বৈষ্ণবী। বৃহস্পতিবার। ছবি : কল্লোল মজুমদার

দেশ গড়ার কারিগর গৃহিণীরা

প্রথম পাতার পর

মৃত্যু হলে ক্ষতিপূরণের অঙ্ক যেন সংকীর্ণ হিসেবের বেড়াজালে আটকে না থাকে বলেও শীর্ষ আদালত জানিয়েছে। একজন নারী পরিবারকে যে সেবা ও যত্ন দেন, তার ন্যূনতম মাসিক মূল্য ৩০ হাজার টাকা ধরে এই ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করতে হবে বলে জানানো হয়েছে।

বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, যাঁরা সংসার সামলান, তাঁরা যে দায়িত্ব পালন করেন, তার অর্থনৈতিক মূল্য অপরিসীম। দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়তে, প্রতিপালন করতে তাঁরা সাহায্য করেন। পরিবারের ভিত্তিকে মজবুত করেন। মানুষের অগ্রগতিতে সাহায্য করেন। বিচারপতির কথায়, 'হোমমেকার না বলে তাঁকে দেশের নির্মাতা বলা উচিত।' তাঁদের এই নিঃশব্দ শ্রমকে এবার থেকে যোগ্য মর্যাদা দেওয়ার জন্য দেশের সমস্ত হাইকোর্টকে কড়া গাইডলাইন মেনে চলতে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে।

একইসঙ্গে সমাজের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতায় ধাক্কা দিয়ে শীর্ষ আদালত মনে করিয়ে দিয়েছে, বিয়ে মানেই কোনও মহিলার ইচ্ছা বা কেরিয়ারে দাড়ি পড়ে যাওয়া নয়। কোনও নারী যদি ঘর এবং সন্তান সামলানোর পাশাপাশি নিজের পেশাগত জীবন বা উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে বজায় রাখতে চান, তবে তাকে স্বামী কিংবা শ্বশুরবাড়ির প্রতি 'নিষ্ঠুরতা' বা 'অত্যাচার' বলে চিহ্নিত করা যাবে না। সংসার চালানো ও টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই। ২৪ ঘণ্টা ধরে যে গৃহিণীরা সমাজ ও দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তিল তিল করে গড়ে তোলেন, পারিবারিক সম্পত্তিতে তাঁদেরও সমান অধিকার রয়েছে।

বিচারপতি করোলের পর্যবেক্ষণ, 'একটি দেশ এবং মানবসমাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে বধূর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। হোমমেকাররা দেশ গঠন করেন। দেশের নির্মাণকারী হিসাবে একজন বধূর ভূমিকা বিবেচনা করে আমরা দেখেছি, পরিবারের লোকজনকে সেবাদান, সংসারের কাজকর্মের ন্যূনতম মাসিক মূল্য ৩০ হাজার টাকা।' গোটা দেশে লক্ষ লক্ষ বধূ সংসারের জন্য যে কাজ করেন, তা সেভাবে লক্ষই করা হয় না। তার মূল্যও দেওয়া হয় না বলে আদালত জানিয়েছে। আদালতের এই পর্যবেক্ষণের পর গৃহবধূদের প্রতি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি কতটা বদলায় সেটাই দেখার।

সুপারস্পেশালিটির তিনজনকে বহিষ্কার

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১১ জুন : হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে একাধিক অনিয়মে যুক্ত থাকার কারণে ইসলামপুর সুপারস্পেশালিটির দুই সিকিউরিটি সুপারভাইজার ও এক ফেসিলিটি ম্যানেজার সহ তিনজনকে বহিষ্কার করল এজেন্সি। চাঁইয়ের বড় মাথাদের আড়াল হওয়া বা করা নিয়ে স্বাস্থ্য প্রশাসনেই চর্চা তুঙ্গে। এই পরিস্থিতিতে অনিয়মে যুক্ত কাউকেই রেয়াত করা হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সিএমওএইচ। দিনকয়েক আগে সংশ্লিষ্ট এজেন্সির তরফে লিখিতভাবে দুই সিকিউরিটি সুপারভাইজার মিরাজ আলম এবং মহম্মদ অনজারুল হককে কাজ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। ওই তারিখেই হাসপাতালের ফেসিলিটি ম্যানেজার মহম্মদ এহসান আলি আফজলকেও একই কারণ দেখিয়ে কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। বহিষ্কৃত তিনজনের প্রতিক্রিয়া জানতে বুধবার একাধিকবার ফোন করা হলেও তাঁরা ফোন ধরেননি। এজেন্সির প্যাডে থাকা মোবাইল নম্বরে ফোন করা হলেও কোনও সাড়া মেলেনি।

উল্লেখ্য, স্বাস্থ্য প্রশাসনের অন্দরমহলে ইদানীং চর্চা চলছে- যাঁদের মদতে হাসপাতালে এই তিনজন একাধিক অনিয়মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সেই প্রভাবশালীদের আড়াল করার চেষ্টা চলছে। সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে কান পাতলেই দালালচক্রের রমরমা, অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ নিয়ে মোটা টাকার লেনদেন সহ বিস্তর অভিযোগ ওপেন সিক্রেট। ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গ সংবাদে চক্রের দাপট নিয়ে একাধিক খবর প্রকাশিত হয়েছে। রাজ্যে

অনিয়মের অভিযোগ

পালাবদলের পর বিজেপি নেতৃত্বের একাংশও এই চক্রের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল। যে কারণ দেখিয়ে এজেন্সি তিনজনকে বহিষ্কার করেছে, তাতে অনেক কিছুই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। তিনজনের বহিষ্কারের চিঠির বয়ান এক। তাতে বলা হয়েছে, 'হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের রিপোর্ট অনুযায়ী আপনার আচরণ হাসপাতাল পরিষেবাকে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করেছে। সঙ্গে এজেন্সির সুনাম নষ্ট করেছে। আপনাকে মৌখিকভাবে সিরিয়াস এই ইস্যুতে বারবার সতর্ক করা হলেও আপনার কাজে কোনও সন্তোষজনক উন্নতি দেখা যায়নি। ফলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের মারাত্মক অভিযোগের ভিত্তিতে আপনাকে কাজ থেকে বহিষ্কার করা হল।'

সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে দালালচক্রের রমরমা নিয়ে ভূরিভূরি অভিযোগ রয়েছে। হাসপাতাল প্রশাসনের প্রভাবশালী একাংশের ছত্রছায়ায় এই চক্রের উৎস বলে অভিযোগ। হাসপাতাল প্রশাসনের অন্দরের নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র জানিয়েছে, এহসানকে ফেসিলিটি ম্যানেজার করার বিরোধিতা করা হয়েছিল। কিন্তু সর্ষের মধ্যেই ভূত থাকার কারণে বিরোধিতা ধোপে টেকেনি। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে, সরকার বদলের পর নিজেদের পিঠ বাঁচাতে এজেন্সির কর্মীদের 'বলি' দিয়ে প্রভাবশালীদের একাংশ বিষয়টি ধামাচাপা দিতে চাইছে।

বহিষ্কারের প্রশ্নে উত্তর দিনাজপুর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকান্ত বিশ্বাস বলেন, 'আইনের পথেই পরিষেবা চলবে। যারা পরিষেবা নষ্ট করার চেষ্টা করবে তাদের রেখে লাভ নেই। গোটা বিষয় নিয়ে আমি হাসপাতাল সুপারের সঙ্গে কথা বলব।'

বৃত্তির টাকা আত্মসাৎ

প্রথম পাতার পর

২০২৫ সালে নাগৌরের জেলা সংখ্যালঘু কল্যাণ আধিকারিকের তরফে পুলিশ-প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জমা পড়ে। তার ভিত্তিতে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়। কোটি কোটি টাকা কারচুপির অভিযোগ উঠেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেল, ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ভুয়ো আইডি তৈরি করে জাল আবেদন জমা দিয়েছিল অভিযুক্তরা। ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য এবং কল ডিটেইল রেকর্ড বিশ্লেষণ করে পুলিশ কাটগাঁওয়ের বাসিন্দা ইমরান আলি ওরফে সারজু আলিকে অন্যতম মূল অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করে। অভিযোগ, ইমরান ধৃতদের সঙ্গে ভুয়ো নথি, ভাড়ায় নেওয়া ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্ট (সিএসপি) ব্যবহার করে বৃত্তির টাকা তুলতেন। বুধবার রাতে ইমরানের বাড়িতেও তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ। তাঁর নাগাল অবশ্য পাওয়া যায়নি। বাড়ি থেকে বেশ কয়েকটি সিম কার্ড, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নামে জাল রসিদ সহ নানা নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। ধৃতদের বৃহস্পতিবার চারদিনের ট্রানজিট রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। ইসলামপুর মহকুমা আদালতের সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় ভাওয়াল বলেন, 'বিচারক আবেদন মঞ্জুর করেছেন। ধৃতদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারা সহ সাইবার ক্রাইমের মামলা রুজু হয়েছে।' ধৃতদের মধ্যে মুন্না লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান আবদুল রাজ্জাকের ছোট ভাই। ট্যাব কেলেঙ্কারির সময়ও তৃণমূল কংগ্রেস ও দলের শাখা সংগঠনের প্রভাবশালী নেতাদের নাম প্রকাশ্যে এসেছিল। শিক্ষক সংগঠনের দুই নেতা সে সময় গ্রেপ্তারও হন। স্কলারশিপ কাণ্ড নিয়ে আবদুলের অদ্ভুত যুক্তি, 'আমার ভাই এসবের সঙ্গে সরাসরি জড়িত নয়। ওর সিএসপি থেকে মার্চ মাসে দু'দফায় অন্য একজন ওই ধরনের অ্যাকাউন্ট থেকে ৬০ হাজার টাকা তুলেছিল।' সাইবার ক্রাইমের কর্তারা ফের চোপড়াকে আতশকাচের তলায় এনেছেন। ধৃতরাই মূল কান্ডারি, নাকি তাঁদের ব্যবহার করে জালিয়াতির জাল বুনেছেন ভিনরাজ্য কিংবা ভিনদেশের কেউ বা কারা, সেই দিকটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বিশেষভাবে। সাইবার অপরাধে বারবার কেন চোপড়ারই নাম জড়াচ্ছে, তাও ভাবাচ্ছে তদন্তকারীদের।

ধাঁধা সঙ্গে নিয়েই আমেরিকায় বিশ্বকাপ

প্রথম পাতার পর

আর্তানকে ঢুকতে দেওয়া হল না আমেরিকায়। পৌঁছোনোর পরে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হল। এবং ফিফা সেটা মেনেও নিল। ফিফা প্রেসিডেন্টকে শুধু বলতে শোনা গেল, ব্যাপারটা দুর্ভাগ্যজনক। এটা কোনও প্রতিক্রিয়া হল কি না জানি না।

সারা পৃথিবীতে কীভাবে সবাই শক্তের ভক্ত এবং নরমের যম, তা এবার দেখিয়ে দিয়ে গেল ফিফা এবং আমেরিকা যুগলবন্দি। ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পুরস্কার দিয়েও ফিফা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি। ট্রাম্প কিন্তু ভিসা সংক্রান্ত নীতি পালটালেনই না। ইরান বাদে আরও তিনটি দেশ বিশ্বকাপে খেলছে, যাদের আমেরিকায় ঢোকা নিয়ে কড়াকড়ি প্রচণ্ড। হাইতির ওপর পুরোটা, সেনেগল-আইভরি কোস্টের ওপর আংশিক।

আরেকটা ধাঁধা টিমগুলোর খেলার জায়গা নিয়ে। সবাই জানেন বিশ্বকাপ হচ্ছে তিনটে দেশে। সূচিতে চোখ বুলিয়ে দেখুন, কানাডা বা মেক্সিকো কোন দেশের ম্যাচ পেয়েছে। বেশি খুঁটিয়ে দেখার দরকার নেই। এক ঝলকেই বুঝে যাবেন, বিশ্বের সেরা দশটা দলের কেউই আমেরিকার বাইরে বেস ক্যাম্প করেনি। সবাই থাকছে আমেরিকায়। সব শক্তিশালী দেশেরই খেলা হচ্ছে আমেরিকায়। দুটো সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল আমেরিকাতে।

২৪ বছর আগে জাপান ও কোরিয়ায় বিশ্বকাপ কভার করতে গিয়ে দেখেছিলাম দুটো দেশকেই কীভাবে সমান গুরুত্ব দিয়ে শক্তিশালী দলগুলোর খেলা দেওয়া হয়েছিল। জাপানে ফাইনাল হলেও কোরিয়া অসন্তুষ্ট হয়নি। আজ দুই যুগ পরে পৃথিবীতে আরও বেশি সামঞ্জস্য আশা দরকার ছিল। সেখানে বরং বৈষম্যই বেড়ে গিয়েছে। এটা মনে হয় সবচেয়ে বড় ধাঁধা বিশ্বকাপকে ঘিরে।

ফুটবল নাকি বিশ্বকে এক সুতোয় বাঁধে। অথচ আমেরিকায় পা দিয়ে এবারের আয়োজন দেখে মনে হচ্ছে, বিশ্বকে বাঁধার আগে আয়োজকদের নিজেদের পকেটটা একটু ভালো করে বেঁধে নেওয়া দরকার ছিল। কাজকর্ম চলছে শহর সাজানোর, তবু ব্যাপারটা অনেক ঢিলেঢালা। স্টেজেই মেরে দেওয়ার প্ল্যান। খেলা দেখার টিকিট বিক্রি হচ্ছে ডাইনামিক প্রাইসিং বা পরিবর্তনশীল মূল্যের নামে। টিকিটের দাম যেভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, তাতে সাধারণ মানুষের খেলা দেখা তো দূর, স্টেডিয়ামের ছায়াও মাড়ানো দায়। হাইতি-মরক্কো জাতীয় ম্যাচের টিকিট হয়তো মিলছে। তবে ফাইনাল ম্যাচের প্রিমিয়াম টিকিটের দাম নাকি প্রায় ষোলো হাজার ডলার ছুঁয়েছে। সাধারণ ফুটবলপ্রেমীদের পকেট কেটে এই যে এলাহি কারবার, একে ফুটবল টুর্নামেন্ট না বলে ধনকুবেরদের বার্ষিক সম্মেলন বলাই ভালো।

তার ওপর রয়েছে স্পনসরদের বাণিজ্য বাঁচানোর অদ্ভুত সব নিয়ম। তীব্র গরমের মধ্যে দর্শকরা মাঠে আসবেন, অথচ স্টেডিয়ামে জল ঢোকানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। উদ্দেশ্যটা খুব পরিষ্কার ছিল, ভেতরে ঢুকে চড়া দামে জল কিনতে বাধ্য করা। শেষ পর্যন্ত তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে আয়োজকরা বাধ্য হয়ে নিয়ম বদলেছেন। বিশ্বকাপে অধিকাংশ দেশেই টিকিট থাকলে দর্শকদের বাস বা মেট্রোর টিকিট লাগে না। পরে কী হবে জানি না, এখনও পর্যন্ত আমেরিকায় ফ্যালো কড়ি, মাখো তেল। কাপ শুরুর আগে মাঠের উত্তাপের চেয়ে এই বাণিজ্যিকীকরণের উত্তাপ যেন অনেক বেশি। ভিসা নীতির কথা বলছিলামই। যাতায়াতের ঝক্কি তো প্রবলতম ঝামেলা। তিন দেশের বিশাল দূরত্ব পেরিয়ে এক মাঠ থেকে অন্য মাঠে যাওয়ার খরচ জোগাতে সাধারণ ভক্তদের ঘাম ছুটে যাচ্ছে। আমেরিকা তার ওপর আবার কড়া ভিসা নীতি আর নানা দেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। গরিব দেশের ফুটবলভক্তদের জন্য খেলা দেখতে যাওয়া এখন অলীক স্বপ্ন।

মাঠের ফুটবল যতটা বিনোদন দেবে, মাঠের বাইরের এই অব্যবস্থা আর বাণিজ্যিক লোভ তার চেয়ে এখনই অনেক বেশি বিনোদন জোগাচ্ছে। ফুটবল বিশ্বকে মেলাক আর না মেলাক, আয়োজকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যে খুব ভালোভাবেই মিলিয়ে দিচ্ছে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। মজা আরেকটা জায়গায় রয়েছে। আমেরিকায় পা রেখে বুঝতে পারছি, সব মাঠেই আমেরিকানদের সঙ্গে উপস্থিতিতে ভারতীয় ও বাংলাদেশিরা পাল্লা দেবেন। বিশ্বকাপ যাঁদের কাছে স্বপ্নের মতো। আমেরিকান ফুটবল অন্য খেলা। সে খেলার প্রেমিকদের বড় অংশই এখনও বুঝে উঠতে পারেন না, হাত দিয়ে না ছুঁয়ে কীভাবে একটা খেলা নব্বই মিনিট ধরে চলতে পারে! মেজর লিগ সকার এতদিন ধরে হলেও সেই বিভ্রান্তি পুরোটা দূর করতে পারেনি। কিছুটা করেছে। তাদের মূল দুশ্চিন্তা অন্য জায়গায়। খেলায় যদি চারটে কোয়ার্টার না থাকে, তবে পপকর্ন আর বার্গার কেনার জন্য গ্যালারি ছাড়বেন কখন?

তার ওপর আবার যোগ হয়েছে 'টাই' বা ড্র হওয়ার নিয়ম। যে খেলায় শেষে কেউ জিতলই না, তেমন ম্যাচ দেখার জন্য টিকিট কেনা তো আমেরিকানদের কাছে স্রেফ বোকামি। অনেকে আবার রেফারিকে বাস্কেটবলের মতো 'টাইম আউট' দেওয়ার অনুরোধ করার কথাও ভাবছিলেন। আমেরিকান ফুটবল বা রাগবিতে প্রতি দুই মিনিট পরপর বিজ্ঞাপনের বন্যা বয়ে যায়। আর এখানে একটানা ৪৫ মিনিট খেলা চলে! টেলিভিশন চ্যানেলগুলো নাকি ভাবছে, কর্নার কিক বা থ্রো-ইনের ফাঁকেই কোনওমতে পাঁচ সেকেন্ডের বিজ্ঞাপন গুঁজে দেওয়া যায় কি না।

এমনিতে বলা হয় ফুটবল অনন্ত। আমেরিকার বিশ্বকাপ ফুটবল অনন্ত এক ধাঁধা। এক মাস আটদিন পরে বোঝা যাবে, সেই ধাঁধার উত্তর মিলল কি না।

ফুটবল-মহাকাব্য

প্রথম পাতার পর

শহরের চেহারা অনেকটাই বদলে গিয়েছে। পুরোনো আমলের অনেক কিছু ভেঙে তৈরি হয়েছে নতুন বহুতল আর আধুনিক ফ্যান পার্ক। আয়োজকদের কঠোর নিয়মের কারণে স্টেডিয়ামের চারপাশে কয়েক কিলোমিটার জুড়ে যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ। ডিজিটাল টিকিটের যুগে কিউআর কোড স্ক্যান করে মাঠে ঢোকার লাইনে বয়স্ক সমর্থকদের কিছুটা বিভ্রান্ত হতে দেখলাম। তবে স্বেচ্ছাসেবকরা যেভাবে হাসিমুখে সেই সমস্যাগুলি মিটিয়ে দিচ্ছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

একদিকে কর্পোরেট স্পনসরদের ভিআইপি গাড়িগুলি যখন পুলিশের কড়া পাহারায় হুহু করে স্টেডিয়ামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন সাধারণ সমর্থকরা হেঁটে, স্প্যানিশ আর আফ্রিকান গান গাইতে গাইতে মাঠের দিকে চলেছেন। ওই যে কথায় বলে না, ফুটবলের দুইটি আলাদা পৃথিবী! কর্পোরেট চাকচিক্যের বাইরে ফুটবলের আসল প্রাণভোমরা তো লুকিয়ে থাকে এই সাধারণ সমর্থকদের আবেগেই। তথ্যপ্রযুক্তির দুনিয়ায় বসে রোজ কোডিং করা একজন বাঙালি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমার কাছে এই দৃশ্যগুলি যেন এক একটা জীবন্ত ডেটাবেস। দুপুরের চড়া রোদ আর সাত হাজার ফুটের বেশি উচ্চতা- এই দুটো জিনিসই আজ দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ। মেক্সিকোর কোচ জাভিয়ের আগুইরে জানেন, ঘরের মাঠের এই পরিবেশ আর গ্যালারির গর্জনই তাদের আসল অস্ত্র। স্টেডিয়ামের ভেতরে ইতিমধ্যে মারিয়াচি ব্যান্ডের সুর আর ল্যাটিন পপ সংস্কৃতির রিহার্সাল শেষ। সিডনি থেকে সান ফ্রান্সিসকো, কলকাতা থেকে কেপটাউন- গোটা বিশ্ব আজ তাকিয়ে আছে এই অ্যাজটেকার দিকে। মাঠের মাঝখানে রাখা বলটা যেন একটা টাইম মেশিনের মতো, যা আমাদের সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে সেই আদিম ও অকৃত্রিম আবেগের কাছে।

কে আপন কে পর

প্রথম পাতার পর

ছিলেন কল্যাণ। পরবর্তীতে এই ঘটনায় সমস্ত এফআইআরকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অভিষেক যে মামলা দায়ের করেছেন তার আইনজীবী হিসেবে নিয়োগ করা হয় অয়ন ভট্টাচার্যকে। কল্যাণের দাবি, 'বুধবার রাত সাড়ে বারোটায় আমার ছেলে শীর্ষণ্যকে জানিয়ে দেওয়া হয়, সিআইডির নোটিশ সংক্রান্ত মামলাটিতেও সওয়াল করবেন অয়ন।' ওপরমহলের নির্দেশেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানান কল্যাণ। এরপরই অভিষেকের মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন বর্ষীয়ান এই নেতা।

তবে এদিন বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা নির্বাচন হওয়া সংক্রান্ত মামলায় শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের হয়ে সওয়াল করেছেন কল্যাণ নিজে। তিনি বলেন, 'আমাকে ডাস্টবিনের মতো ব্যবহার করা হচ্ছে। আমি বলে দিয়েছি অভিষেকের সঙ্গে থাকব না। এই পেশায় ৪৫ বছর ধরে রয়েছি। এই ঔদ্ধত্যভাব মেনে নেব না। আমাদের ক্যামাক স্ট্রিটের কর্মচারী বলে মনে করে।' তাঁর সংযোজন, 'অভিষেকের সঙ্গে দিদির রক্তের সম্পর্ক। আমার মতো মানুষের সঙ্গে তা নেই। কিন্তু দিদির কাছে ৪০ বছর ধরে কাজ করেছি, লড়েছি। অভিষেক পদে থাকলে দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি আমাকে চলে যেতে হবে।' কল্যাণের পাশে দাঁড়িয়ে বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলছেন, 'উনি একজন বর্ষীয়ান আইনজীবী হিসেবে কী করবেন সেটা উনি সিদ্ধান্ত নেবেন। এই নিয়ে আমার বলা উচিত নয়।' তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আঙুল তুলে ইতিমধ্যে পরিষদীয় ও সংসদীয় দলে ভাঙন ধরেছে। যদিও সেই বিদ্রোহের মধ্যেও বরাবরই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশেই ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন কল্যাণ। বৃহস্পতিবার সেই কল্যাণও দলের ভরাডুবির নেপথ্যে সরাসরি অভিষেককেই বিঁধেছেন। কল্যাণ বলেন, 'আমি পশ্চিমবঙ্গের এক নম্বর সৎ রাজনীতিক। ওর জন্য আমাদের চোর চোর স্লোগান শুনতে হচ্ছে।' তাঁর দাবি, 'ডায়মন্ড হারবার মডেল নিয়ে আগেও প্রশ্ন তুলেছি। ২০২২ সালেই বলেছিলাম ওকে দিয়ে হবে না। এবার দিদিকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।' এতসব বিতর্কের মাঝে তৃণমূলের 'বিদ্রোহী' শিবিরে যোগদানের জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছেন আসানসোলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। রাজনৈতিক মহলে যখন তাঁকে নিয়ে নানা আলোচনা চলছে, তখন স্পষ্ট ভাষায় তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি কোনও বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত নন এবং ভবিষ্যতেও তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবছেন না।

তবে, দিল্লিতে বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সাংসদদের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। সোমবারের বৈঠকের পর বুধবার ফের বৈঠকে বসেন তাঁরা। সূত্রের খবর, বুধবার রাতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের বাসভবনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে বিক্ষুব্ধ সাংসদদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক হয়। সোমবারের বৈঠকে যেখানে প্রায় ২০ জন সাংসদ উপস্থিত ছিলেন, বুধবারের বৈঠকে আরও কয়েকজন নতুন মুখ যোগ দিয়েছেন বলেও জানা যাচ্ছে। যাদবপুরের সাংসদ সায়নী ঘোষের নাম নিয়েও রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তৈরি হয়েছে। গত সোমবার কাকলি ঘোষদস্তিদার দাবি করেছিলেন, ২০ জন সাংসদের স্বাক্ষর সহ একটি চিঠি লোকসভার স্পিকারের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। কাকলির বক্তব্য ছিল, তাঁরা লোকসভায় এনডিএ-কে সমর্থন করবেন। পাশাপাশি এই গোষ্ঠীতে আরও সাংসদ যোগ দিতে পারেন বলেও ইঙ্গিত মিলেছে। এদিকে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা, খুব শীঘ্রই লোকসভার আরও কয়েকজন হেভিওয়েট সাংসদ বিক্ষুব্ধ শিবিরের দিকে ঝুঁকতে পারেন। ইতিমধ্যে কল্যাণকে নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে। যদিও তিনি প্রকাশ্যে কিছু বলেননি। একইসঙ্গে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সৌগত রায়কে নিয়েও রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনা ঘুরপাক খাচ্ছে। ভবিষ্যতে তাঁরাও তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ শিবিরে যোগ দিতে পারেন বলে চর্চা শুরু হয়েছে রাজধানীর রাজনীতিতে।

টিটের আমলের খোলামেলা মেজাজ উধাও

কড়া পাহারায় আন্সেলোত্তির ব্রাজিল

মরক্কো ম্যাচের স্ট্র্যাটেজি তৈরিতে ব্যস্ত ব্রাজিলের কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি।

বিশ্বকাপে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

নিউ জার্সি, ১১ জুন : নিউ জার্সিতে পা রাখার পর থেকেই দিন-রাতের হিসেবে ঘোর গোলমাল। ঘুমের দফারফা হলেও, চার বছরে একবার ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা বা ফ্রান্স-স্পেনের মতো দলের স্পন্দনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকার জন্য এটুকু ক্লান্তি যে কোনও বঙ্গসন্তানই হাসিমুখে মেনে নেবেন।

এবার ব্রাজিলের বেস ক্যাম্প এই নিউ জার্সিতে। মরিসটাউনের 'কলম্বিয়া পার্ক' আদতে মেজর লিগ সকারের দল রেড বুল নিউইয়র্কের নিজস্ব পারফরমেন্স সেন্টার। গত মে মাসেই একে বেস ক্যাম্প হিসেবে বেছে নিয়েছিল কার্লো আন্সেলোত্তির লজিস্টিক দল। ফুটবলাররা থাকছেন স্থানীয় রিৎজ হোটেলে। নিউইয়র্ক আর নিউ জার্সির সম্পর্ক অনেকটা কলকাতা আর হাওড়ার মতো, যমজ শহর। তবে দূরত্বের নিরিখে কলকাতা-বর্ধমান বলাই শ্রেয়। তাই নিউ জার্সি মুখে বলা যতটা সহজ, পৌঁছানো ঠিক ততটাই ঝক্কির।

সমস্যা অবশ্য শুধু দূরত্বের নয়। ব্রাজিলের কোচ এবার ব্রাজিলীয় নন, তাই আদবকায়দাও বদলেছে বিস্তর। গত দুই বিশ্বকাপে দেখেছি, টিটের অনুশীলন ছিল অনেকটা আমাদের সুব্রত ভট্টাচার্য বা সঞ্জয় সেনদের আমলের মতো-বেশ খোলামেলা। নির্ধারিত পনেরো মিনিটের পরও দিব্যি কিছুক্ষণ কাটিয়ে দেওয়া যেত, আতিথেয়তারও অভাব ছিল না। কিন্তু এবার কোচ ইতালীয়, তাই সেই সাম্বাসুলভ খোলামেলা মেজাজ পুরোপুরি উধাও। টানা তিনবার বিশ্বকাপে নেই ইতালি। আন্সেলোত্তির কাছে চ্যালেঞ্জ সম্ভবত জোড়া-ব্রাজিলের হেক্সা মিশন এবং পরোক্ষে ইতালীয় ঘরানার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ।

প্রায় ৮০ একর জমির উপর তৈরি কলম্বিয়া পার্কের এই ট্রেনিং সেন্টার রীতিমতো অত্যাধুনিক। আটটি পূর্ণ মাপের মাঠ, যার কিছু ঘাসের এবং কিছু কৃত্রিম। এমন বিশ্বমানের ব্যবস্থাপনায় আন্সেলোত্তি খুশি হলেও, তাঁর সেই তৃপ্তির ছিটেফোঁটাও জুটছে না সংবাদমাধ্যমের কপালে। মিডিয়াকে তিনি রীতিমতো দূরে সরিয়েই রাখছেন। ফলে ব্রাজিলের অনুশীলন নিয়ে উন্মাদনার চেয়ে সাংবাদিকদের ক্ষোভই চোখে পড়ছে বেশি।

ব্যতিক্রম শুধু আমেরিকান সংবাদমাধ্যম। তাদের খবরের রসদ আবার অন্য। ব্রাজিলের অনুশীলনে হলুদ জার্সি গায়ে হাজির হয়েছিলেন অ্যাকাডেমি পুরস্কার জয়ী বিখ্যাত হলিউড পরিচালক-অভিনেতা স্পাইক লি। তিনি নাকি এবার ব্রাজিলকেই সমর্থন করছেন। স্থানীয় সংবাদপত্রের পাতায় এখন তিনিই শিরোনাম।

রিও ডি জেনেইরোতে ব্রাজিলের পতাকার সঙ্গে ছবি তুলছেন ভক্তরা।

এর মধ্যেই আবার রাফিনহা বলে বসেছেন, 'ভিনিসিয়াস জুনিয়ারই আমাদের বিশ্বকাপ এনে দেবে।' রিৎজ হোটেলের সাংবাদিক সম্মেলনে কোচের প্রশংসায় পঞ্চমুখ বার্সেলোনা তারকা বলেছেন, 'আন্সেলোত্তি নিজের কাজ দিয়ে যে ইতিহাস তৈরি করেছেন, তা চূড়ান্ত শ্রদ্ধার। ক্লাবের হয়ে ওঁর বিরুদ্ধে এতদিন যা করেছি, এবার জাতীয় দলে কোচের জন্যই সেটা করতে চাই।' টুর্নামেন্ট জিততে হলে যে ভুলের সংখ্যা কমাতে হবে, তা মনে করিয়ে দিয়ে রাফিনহার সংযোজন, 'বিশ্বকাপ অল্প ম্যাচের টুর্নামেন্ট, অনেক সময়ই বিশ্বাসঘাতকতা করে। তাই যত কম ভুল হবে, তত ভালো। রক্ষণভাগকেও মজবুত হতে হবে।'

রাফিনহা আত্মবিশ্বাসী শোনালেও, ব্রাজিল ভক্তরা কি আদৌ নিশ্চিন্ত? ২০১৪ সাল থেকেই বিশ্বকাপ এলেই নেইমারের চোটের জুজু তাড়া করে ফেরে সেলেকাওদের। এখনও তিনি অনুশীলনে নেই। স্ক্যান রিপোর্ট বলছে চোট গুরুতর নয়, তবে মরক্কোর বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে তাঁর মাঠে নামার সম্ভাবনা প্রায় নেই।

একটাই স্বস্তি, প্রতিপক্ষ মরক্কোও খুব স্বস্তিতে নেই। পিংগ্রি স্কুলে বেস ক্যাম্প করা গত বিশ্বকাপের সেমিফাইনালিস্টরা প্রথম ম্যাচের ঠিক ৪৮ ঘণ্টা আগে জোড়া ধাক্কা খেয়েছে। চোটের জন্য ছিটকে গিয়েছেন নায়েফ আগুয়ের্দ এবং আব্দে এজ্জালজৌলি। প্রতিপক্ষের এই জোড়া চোট আন্সেলোত্তির দলের কাছে প্রবল গরমেও স্বস্তির হাওয়া বয়ে আনছে। বিশেষজ্ঞরা অন্তত মনে করছেন, ব্রাজিলের যা ধার এবং ভার, তাতে প্রথম ম্যাচ জয় দিয়েই শুরু হওয়া উচিত।

> **আন্সেলোত্তি নিজের কাজ দিয়ে যে ইতিহাস তৈরি করেছেন, তা চূড়ান্ত শ্রদ্ধার। ক্লাবের হয়ে ওঁর বিরুদ্ধে এতদিন যা করেছি, এবার জাতীয় দলে কোচের জন্যই সেটা করতে চাই।**
>
> রাফিনহা

এআই প্রযুক্তিতে এবার খেতাব স্পেনের

বিশ্বকাপে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়

লস অ্যাঞ্জেলেস, ১১ জুন : বিশ্বকাপের উন্মাদনা এখন লস অ্যাঞ্জেলেসের রাস্তায় রাস্তায়। কিন্তু চাইলেই তো আর সবার পক্ষে স্টেডিয়ামের টিকিট কেটে খেলা দেখা সম্ভব নয়। টিকিটের আকাশছোঁয়া দাম আর স্টেডিয়ামের ভিড় যদি আপনার চিন্তার কারণ হয়, তবে প্রযুক্তির এই যুগে হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নেই। সিলিকন ভ্যালিতে বসে আমরা প্রযুক্তির যে ভবিষ্যতের কথা ভাবি, লস অ্যাঞ্জেলেসের বুকে সেটাই এখন বাস্তব। স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে না বসেও একেবারে মাঠের ধারে বসে খেলা দেখার অনুভূতি দিতে এই শহরে তৈরি হয়েছে এক অত্যাধুনিক ভেনু, যার নাম 'কসম'।

সিনেমা হল আর স্টেডিয়ামের এক অদ্ভুত মেলবন্ধন এই অত্যাধুনিক জায়গাটি। মাঠের চারপাশে বসানো ৮কে ক্যামেরার ছবি সরাসরি সম্প্রচারিত হবে এই ভেনুর বিশাল ১২কে স্ক্রিনে। স্ক্রিন এতটাই বড় এবং নিখুঁত যে, মনে হবে আপনি সত্যিই মাঠের সবুজ ঘাসের পাশেই বসে আছেন। সঙ্গে রয়েছে অত্যাধুনিক ইমার্সিভ অডিও প্রযুক্তি, যা স্টেডিয়ামের হাজার হাজার দর্শকের গর্জন, রেফারির বাঁশি বা বলে সজোরে লাথি মারার শব্দ একদম আপনার কানের কাছে পৌঁছে দেবে। একজন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমাকে সবচেয়ে অবাক করেছে এই ভেনুর ডিজাইন। ভবিষ্যতের স্পোর্টস ব্রডকাস্টিং ঠিক কেমন হতে চলেছে, লস অ্যাঞ্জেলেসের এই উদ্যোগ যেন তারই এক স্পষ্ট ঝলক।

প্রযুক্তির কথা যখন উঠলই, তখন ফুটবলের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয়-অর্থাৎ চ্যাম্পিয়ন কে হবে, সেই ভবিষ্যদ্বাণীতেও প্রযুক্তির একটা বড় ভূমিকার কথা বলে রাখি। ২০১০ বিশ্বকাপে 'পল দ্য অক্টোপাস'-এর কথা নিশ্চয়ই মনে আছে? সেই আটপেয়ে জ্যোতিষীর দিন এখন অতীত। এআই এবং মেশিন লার্নিংয়ের যুগে বিশ্বকাপের বিজয়ী বেছে নেওয়ার পদ্ধতি এখন অনেক বেশি বিজ্ঞানসম্মত। ইনসব্রুক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যানের অধ্যাপক আখিম জাইলাইস মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে

পল দ্য অক্টোপাস অতীত

'কসম'-এও বিশ্বকাপের মজা নিতে পারবেন দর্শকরা।

এবারের বিশ্বকাপের সম্ভাব্য বিজয়ীর নাম ঘোষণা করেছেন। আর তাঁর সেই পরিসংখ্যান রীতিমতো চমকে দেওয়ার মতো।

মেশিন লার্নিং নিয়ে কাজ করার সুবাদে আমি বিষয়টা একটু সহজ করে বোঝানোর চেষ্টা করছি। সোজা কথায়, মেশিন লার্নিং হল কম্পিউটারকে প্রচুর অতীত ডেটা বা তথ্য দেওয়া, যাতে সে সেই তথ্যের ধরন বা প্যাটার্ন বুঝতে পারে এবং তার ভিত্তিতে ভবিষ্যতের একটা নিখুঁত হিসাব কষতে পারে। অধ্যাপক জাইলাইসের অ্যালগরিদম মূলত চারটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে তৈরি হয়েছে। প্রথমত, গত আট বছরে জাতীয় দলগুলির সমস্ত ম্যাচের ফলাফল। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক বাজিকরদের দেওয়া পরিসংখ্যান বা অডস। তৃতীয়ত, ক্লাব এবং জাতীয় স্তরে গোল করার ক্ষেত্রে খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত রেটিং বা অবদান। এবং শেষে, ট্রান্সফার মার্কেটে খেলোয়াড়দের বর্তমান বাজারদর ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা।

কম্পিউটারের ব্রেনে এই সমস্ত তথ্য ঢুকিয়ে পুরো টুর্নামেন্টটিকে এক লক্ষ বার সিমুলেট করা হয়েছে, অর্থাৎ ভার্চুয়ালি এক লক্ষ বার বিশ্বকাপ খেলানো হয়েছে। আর সেই ফলাফলেই বাজিমাত করেছে স্পেন। অ্যালগরিদমের বিচারে ১৪.৫ শতাংশ জয়ের সম্ভাবনা নিয়ে স্পেনই এবার খেতাব জেতার দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে। এরপর ১২.৪ শতাংশ সম্ভাবনা নিয়ে ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স। জার্মানির সম্ভাবনা ১১.২ শতাংশ। কিন্তু বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের কী অবস্থা? পরিসংখ্যান বলছে, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পর্তুগাল (৮.৯ শতাংশ) এবং লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা (৮.২ শতাংশ) খেতাব জেতার দৌড়ে বেশ কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। আর সাম্বা-ভক্তদের জন্য পরিসংখ্যানটা হতাশ করতে বাধ্য, ব্রাজিলের জেতার সম্ভাবনা মাত্র ৪.৭ শতাংশ সিলিকন ভ্যালিতে বসে ডেটা আর অ্যালগরিদমের এই ম্যাজিক দেখতে আমার বেশ লাগছে। এবার মাঠের লড়াইয়ে কম্পিউটারের এই ভবিষ্যদ্বাণী কতটা সত্যি হয়, সেটাই দেখার।

জয় বাবা এআই

অ্যালগরিদমের বিচারে ১৪.৫ শতাংশ জয়ের সম্ভাবনা নিয়ে স্পেনই এবার খেতাব জেতার দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে।

১২.৪ শতাংশ সম্ভাবনা ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের।

জার্মানির সম্ভাবনা ১১.২ শতাংশ।

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পর্তুগাল (৮.৯ শতাংশ) এবং লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা (৮.২ শতাংশ) অনেকটা পিছিয়ে।

ব্রাজিলের খেতাব জয়ের সম্ভাবনা মাত্র ৪.৭ শতাংশ।

রোনাল্ডোর গোল খরা নিয়ে চিন্তিত নন কোচ

জোড়া প্রস্তুতি ম্যাচে গোল পেলেন না ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

লেইরিয়া ও ফ্লোরিডা, ১১ জুন : বিশ্বকাপের মঞ্চে পা রাখার আগে আরও একটা স্বস্তির জয়। শেষ প্রস্তুতি ম্যাচে নাইজিরিয়াকে ২-১ গোলে হারিয়ে আত্মবিশ্বাসে ফুটছে পর্তুগাল শিবির। পর্তুগালের পক্ষে মূল্যবান গোল দুটি করেন পেদ্রো নেটো ও ফ্রান্সিসকো কনসেকাও। দলের জয়ের রাতেও গোলের সামনে বারবার আটকে গেলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

চিলির বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচেও ৪৫ মিনিট মাঠে ছিলেন। তবে গোল পাননি। বিশ্বকাপ শুরুর আগে সিআর সেভেনের গোল খরা নিঃসন্দেহে চিন্তার কারণ পর্তুগাল শিবিরের জন্য। যদিও কোচ রবার্তো মার্টিনেজ তা নিয়ে অতিরিক্ত একটি শব্দও খরচ করেননি। বরং তাঁকে বলতে শোনা গেল, 'রোনাল্ডোর বিকল্প হয় না। শিবিরে ওকে দেখে মনে হয় যেন ১৮-র এক তরুণ। যে প্রথমবার জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছে। এই মানসিকতাই এই পর্যায়ের ফুটবলে এত বছর টিকিয়ে রেখেছে ক্রিশ্চিয়ানোকে।'

অন্যদিকে, প্রস্তুতি ম্যাচে কোস্টারিকাকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিল ইংল্যান্ড। গোল করেন ডেকলান রাইস, অ্যান্থনি গর্ডন ও অলি ওয়াটকিন্স। এই জয়ের আত্মবিশ্বাসকে সঙ্গী করেই বিশ্বকাপ অভিযান শুরুর অপেক্ষায় প্রহর গুনছে থ্রি লায়ন্স। এদিনের প্রস্তুতি ম্যাচে জুড়ে বেলিংহামের নজরকাড়া উপস্থিতি ইংল্যান্ড কোচ টমাস টুখেলকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে। তা অস্বীকার করছেন না টুখেল। শুধু বলেছেন, 'দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে জুড়ে। তবে এটা মাথায় রাখতে হবে, কেউ একা বিশ্বকাপ জেতাতে পারবে না।' অর্থাৎ স্পষ্ট, দলের ফোকাস যাতে কোনওভাবে নড়ে না যায়, তা নিয়ে বাড়তি সতর্ক রয়েছেন টুখেল।

শ্রীলঙ্কা সফরের দলে দ্রাবিড় পুত্র

নয়াদিল্লি, ১১ জুন : ভারতীয় ক্রিকেটে দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার নয়া ইনিংস শুরু হচ্ছে। কিংবদন্তি ভারতীয় ক্রিকেটার রাহুল দ্রাবিড়ের পুত্র আনভয় বৃহস্পতিবার অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন। অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দল শ্রীলঙ্কা সফরে যাচ্ছে আগামী জুলাই মাসে। ৪ জুলাই থেকে সিরিজ শুরু হওয়ার কথা। যেখানে তিনটি একদিনের ম্যাচ ও দুইটি মাল্টি ডে ম্যাচ রয়েছে। শ্রীলঙ্কা সফরের জন্য আলাদা দুইটি দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে জুনিয়ার জাতীয় নির্বাচক কমিটি। দ্রাবিড়-পুত্র আনভয় সুযোগ পেয়েছেন সাদা বলের ক্রিকেটে। আনভয়ের ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ দলে সুযোগ পাওয়ার ঘটনা এই প্রথম নয়। এর আগেও তিনি সুযোগ পেয়েছিলেন। যদিও অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের স্কোয়াডে তিনি ছিলেন না। অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দলে পুত্রের সুযোগ পাওয়ার ঘটনায় গর্বিত রাহুল। যদিও তিনি এখনই কোনও মন্তব্যে নারাজ। উল্লেখ্য, দ্রাবিড়ের আর এক পুত্র সমিত এর আগে ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ দলে সুযোগ পেয়েছিলেন।

একদিনের বিশ্বকাপ শুরু ৪ অক্টোবর

নয়াদিল্লি, ১১ জুন : সব ঠিকমতো চললে ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপ শুরু হতে চলেছে ৪ অক্টোবর। ফাইনাল ২১ নভেম্বর। দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবোয়ে ও নামিবিয়া— এই তিন দেশ মিলিতভাবে ২০২৭ একদিনের বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ। জানা গিয়েছে, মোট আটটি কেন্দ্রে একদিনের বিশ্বকাপের ৫৪টি ম্যাচ হওয়ার কথা। গত ৩১ মে আহমেদাবাদে ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি-র বোর্ড মিটিং শেষ হয়েছে। সূত্রের খবর, সেই বোর্ড মিটিংয়ের আসরেই ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপের রূপরেখা চূড়ান্ত হয়েছে। জুলাইয়ে এডিনবার্গে রয়েছে আইসিসি-র বার্ষিক সাধারণ সভা। সেই এজিএমের পরই ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপের চূড়ান্ত সূচির ঘোষণা হবে বলে খবর।

সেনেগাল ম্যাচের আগে নিভৃতবাসে দেশঁ-র দল

ফরাসি আক্রমণের নতুন সেনসেশন ওলিসে

ওয়ালথাম, ১১ জুন : আসন্ন বিশ্বকাপে ফরাসি আক্রমণের মূল আকর্ষণ হয়তো কিলিয়ান এমবাপে বা ওসমানে ডেম্বেলে হবেন না। ম্যাসাচুসেটসের ওয়ালথামে বেন্টলি ইউনিভার্সিটির কড়া নিরাপত্তায় মোড়া বেস ক্যাম্পে এখন সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ছেন শান্ত স্বভাবের মাইকেল ওলিসেই। ১৬ জুন নিউ জার্সিতে সেনেগালের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করছে ফ্রান্স। তার আগে বোস্টনের ফোর সিজনস হোটেলে থেকে ওয়ালথামের নিশ্ছিদ্র পাহারায় চলছে দেশঁ-র দলের রুদ্ধদ্বার অনুশীলন। সাধারণ দর্শক থেকে শুরু করে পড়ুয়াদের প্রবেশাধিকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে কঠোর গোপনীয়তা বজায় রাখা হচ্ছে এই শিবিরে। আর এই অনুশীলনেই নিজের স্কিল ও নিখুঁত 'ফার্স্ট টাচ' দিয়ে বিপক্ষের ঘুম কাড়তে প্রস্তুত বায়ার্ন মিউনিখের এই তারকা উইঙ্গার।

সম্প্রতি উত্তর আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত হ্যাটট্রিক করে নিজের আগুনে ফর্মের কথা জানান দিয়েছেন ওলিসে। এমবাপে, ডেম্বেলে এবং তরুণ তারকা দেজিরে দুয়েকে নিয়ে গড়া ফরাসি আক্রমণভাগে তিনিই এখন কোচের অন্যতম ভরসা। কোচ দেশঁ তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তিনি বলেছেন, 'বায়ার্নের হয়ে ও দারুণ ছন্দে রয়েছে।

প্রস্তুতির ফাঁকে কোচ দিদিয়ের দেশঁর সঙ্গে মাইকেল ওলিসে।

পরিসংখ্যানে ওলিসে

বায়ার্ন মিউনিখ (চলতি মরশুম)
ট্রফি : ৩
অ্যাসিস্ট : ৩১
গোল : ২২

ফ্রান্স জাতীয় দল
ম্যাচ : ১৭
গোল : ৭

আত্মবিশ্বাসে ভরপুর ওলিসে যে কোনও সময় ম্যাচের রং বদলে দিতে পারে। একজন অ্যাটাকার হিসেবে ওর পরিশ্রম করার ক্ষমতা সত্যিই প্রশংসনীয়।' ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকে থিয়েরি অঁরির কোচিংয়ে খেলে নজর কেড়েছিলেন তিনি। লাজুক ও অন্তর্মুখী স্বভাবের হওয়ায় সিনিয়ার দলে মানিয়ে নিতে তাঁর কিছুটা সময় লাগলেও, এখন তিনি পুরোদস্তুর প্রস্তুত।

লন্ডনে জন্ম নেওয়া এই তরুণ একসময় চেলসি ও ম্যাঞ্চেস্টার সিটির যুব দল থেকে বাতিল হয়েছিলেন। ক্রিস্টাল প্যালেস থেকে বায়ার্ন মিউনিখে যোগ দিয়ে তিনি নিজেকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন। এমবাপের ফর্ম নিয়ে যখন কিছুটা প্রশ্ন উঠছে, তখন ২৪ বছরের এই উইঙ্গারের বিধ্বংসী ফর্ম বিশ্বকাপ জয়ের লক্ষ্যে ফরাসি শিবিরের কাছে নিঃসন্দেহে এক বড় স্বস্তির খবর।

ইয়ামালকে নিয়ে সতর্ক স্পেন

ন্যাশভিল, ১১ জুন : বিশ্বকাপের মাহেন্দ্রক্ষণে স্পেন শিবিরে স্বস্তি। প্রথম ম্যাচ থেকেই খেলার সম্ভাবনা রয়েছে লামিনে ইয়ামালের। বিশ্বকাপের আগে চোট পেয়েছিলেন তিনি। আপাতত রিহ্যাবে রয়েছেন ইয়ামাল। প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন তিনি। কিন্তু তাড়াহুড়ো করতে রাজি নয় স্প্যানিশ ম্যানেজমেন্ট। স্প্যানিশ ফুটবল দলের টেকনিকাল ডিরেক্টর আইতারা কারাঙ্কা বলেছেন, 'আমরা বার্সেলোনার মেডিকেল টিমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি। ইয়ামাল সুস্থ হয়ে উঠছে। ওর মাঠে ফেরার বিষয়ে কোচ লুইস ডে লা ফুয়েন্তে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।'

আপাতত ইয়ামালকে নিয়ে 'ধীরে চলো' নীতি নিয়েছে স্পেন।

ফোটোসেশনে লামিনে ইয়ামাল।

বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে তারা খেলবে নবাগত কেপ ভের্দের বিরুদ্ধে। অপেক্ষাকৃত অনেক দুর্বল প্রতিপক্ষ। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, এই ম্যাচে শেষ ১০-১৫ মিনিট ইয়ামালকে খেলানো হতে পারে।

মাঠে নামার আগে হুংকার পচেত্তিনোর

লস অ্যাঞ্জেলস ও টরন্টো, ১১ জুন : ফিফা বিশ্বকাপের মঞ্চে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিসংখ্যান একেবারেই উজ্জ্বল নয়। তবুও সব সমীকরণকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হুংকার ছুড়ে দিলেন দলের কোচ মরিসিও পচেত্তিনো।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বকাপ দলে তারকা মুখ বলতে ক্রিশ্চিয়ান পুলিসিচ। তবে দলের অধিকাংশ ফুটবলারই ইউরোপের বড় ক্লাবে খেলেন। তাদের অভিজ্ঞতাকেই ঘরের মাঠে বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি হিসেবে দেখছেন কোচ পচেত্তিনো। ভারতীয় সময় শনিবার ভোরে প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে তাদের প্রথম ম্যাচ। তার আগে পচেত্তিনোর হুংকার, 'কেন আমরা নয়? আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে আমরাও খেতাবের দাবিদার।' তাঁর দর্শন খুব স্পষ্ট, পরিসংখ্যান যাই হোক না কেন, মাঠের পারফরমেন্সই শেষ কথা বলবে। ফুটবলারদের মধ্যেও আত্মবিশ্বাসে ঘাটতি নেই। দলের আরেক তারকা ওয়েস্টন ম্যাককেনি বলেছেন, 'বাইরের সমালোচনায় কান দিচ্ছি না। লক্ষ্যপূরণে বদ্ধপরিকর আমরা।'

অন্যদিকে, শুক্রবার রাতে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে নামছে কানাডা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সেরা কোচদের একজন জেসি মার্শ। ২০২৩ সালে আমেরিকার কোচ হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে ছিলেন। শোনা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের কোচ হওয়ার নিশ্চয়তা পেয়ে লেস্টার সিটির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য নিজের দেশের কোচ হওয়ার স্বপ্নপূরণ হয়নি। সেই মার্শই এবার বিশ্বকাপে কানাডার কান্ডারি। ২০২৪ কোপা আমেরিকায় তাঁর প্রশিক্ষণে চার নম্বরে শেষ করে কানাডা। এবার বিশ্বকাপেও গ্রুপ পর্বের বাধা অতিক্রম করার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন মার্শ।

বিশ্বকাপে আজ

কানাডা বনাম বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা
রাত ১২.৩০ মিনিট

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বনাম প্যারাগুয়ে
ভোর ৬.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : ইউনাইটেড৮ স্পোর্টস চ্যানেল ও জি৫ অ্যাপ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ভরসা দিতে তৈরি হচ্ছেন ক্রিশ্চিয়ান পুলিসিচ।

ম্যাচ বয়কটের হুমকি ইরানের

মেক্সিকো সিটি, ১১ জুন : বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামার আগেই ফিফাকে কড়া হুঁশিয়ারি ইরানের। গ্যালারিতে অনুমোদনহীন পতাকা দেখা গেলে কিংবা ইরান বিরোধী স্লোগান দেওয়া হলে ম্যাচের মাঝপথেই দল তুলে নিতে পারে তারা।

ইরানের ক্রীড়ামন্ত্রী আহমেদ দোনিয়ামালি বলেছেন, 'আমরা ফিফাকে বলেছি, ইরান যে স্টেডিয়ামে খেলবে, সেখানে কোনও আনঅফিশিয়াল পতাকা দেখা গেলে কিংবা জাতীয় দলের বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়া হলে ম্যাচ বন্ধ করার দায়িত্ব আমাদের টিম ম্যানেজারের ওপর থাকবে। তবে আমাদের আশ্বস্ত করা হয়েছে মিশরের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে কোনও বিঘ্ন ঘটবে না।'

সিয়াটেলে প্রথম ম্যাচে ইরানের প্রতিপক্ষ মিশর। ইতিমধ্যে দুই দেশের ফুটবল ফেডারেশন ফিফাকে অনুরোধ করেছে, ম্যাচের সময় যাতে 'এলজিবিটিকিউ' ও 'প্রাইড' সংক্রান্ত কোনও প্রচার না চালানো হয়।

বৈভব ২২ বলে ৪৪, হার ভারতের

ডাম্বুলা, ১১ জুন : প্রথম ম্যাচে রান পাননি। বৃহস্পতিবার ডাম্বুলার মাঠে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচে দারুণ শুরু করেছিলেন বৈভব সূর্যবংশী। যদিও বড় রান পাননি। ২২ বলে ৪৪ রান করে তিনি ফিরে যান। বৈভব বড় রান না পাওয়ার পাশাপাশি আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচে ডাকওয়ার্থ-লুইস-স্টার্ন পদ্ধতিতে চার রানে ম্যাচ হারল ভারতীয় 'এ' দল। টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করে ভারতীয় 'এ' দল করেছিল ৩৪৯/৯। বৈভব ছাড়াও প্রভসিমরান সিং (৬৯ বলে ৮৪), অধিনায়ক তিলক ভার্মা (৭৩ বলে ৬৬), রুতুরাজ গায়কোয়াড়রা (৮০ বলে ৬৬) বড় রান করেছিলেন। যদিও তারপরও শেষরক্ষা হয়নি ভারতের। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে রান তাড়া করতে নেমে আফগানিস্তানের স্কোর যখন ২৫.৫ ওভারে ১৭৭/২ ছিল। সেই সময় প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়। পরে আর ম্যাচ শুরু করা যায়নি। পরিস্থিতির বিচারে ডিএলএস পদ্ধতিতে আফগানিস্তান 'এ' দলকে জয়ী ঘোষণা করা হয়। ম্যাচ হারের পর ভারত 'এ' দলের অধিনায়ক তিলক বলেছেন, 'আমরা সেরাটা দিয়ে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বৃষ্টির কারণে শেষরক্ষা হল না।'

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **স্নেহের অদৃত,** আজ তোমার দ্বিতীয় শুভ জন্মদিনে তোমাকে জানাই অনেক ভালোবাসা, স্নেহ ও আশীর্বাদ। তুমি সুস্থ, সুন্দর ও আনন্দময় জীবন লাভ করো, এই কামনা করি। ইতি, তোমার **ঠাকুরদাদা, দাদু, দিদা ও পরিবারবর্গ।**

সেমিফাইনালে আরএসএসএফসিএ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ জুন : শিলিগুড়ি ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের ১৬ দলীয় অনূর্ধ্ব-১৩ সামার কাপ টি২০ ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল গোঁসাইপুর আরএসএসএফসিএ। বৃহস্পতিবার প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৬৮ রানে সুকান্ত স্পোর্টিং অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। ঘোঘোমালি হাইস্কুল মাঠে প্রথমে আরএসএসএফসিএ ৯ উইকেটে ১৫৭ রান তোলে। ম্যাচের সেরা প্রিন্স ৪৭ রান করে। দেবজ্যোতি সিংহ ১১ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে সুকান্ত ১৭.১ ওভারে ৮৯ রানে অল আউট হয়। শুভায়ু গঙ্গোপাধ্যায় ১৬ রান করে। আয়ুষ সাহানি ১৫ রানে নেয় ২ উইকেট। শুক্রবার খেলবে বীরপাড়া জুবিলি ক্লাব-জলপাইগুড়ির পাতকাটা অ্যাকাডেমি ও আয়োজকরা-চম্পাসারি কোচিং ক্যাম্প।

জয়ী তরুণ তীর্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ জুন : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে বৃহস্পতিবার তরুণ তীর্থ ৩-২ গোলে হারিয়েছে রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘকে। তরুণের রজত সুব্বা, অভয় সারস ও আনমোল টোপনো গোল করেন। রামকৃষ্ণের গোলস্কোরার নাদং ভুটিয়া ও চঞ্চল বর্মন। ম্যাচের সেরা হয়ে তরুণের সুরজ তির্কে পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি।

বিশ্বকাপের আবেগ খুঁজছে নিউ জার্সি

নিউ জার্সি, ১১ জুন : আটলান্টিকের ওপারে পা রাখলাম। কোনও ছবির দেশ বা কবিতার শহর নয়, আপাতত ঠিকানা বিশ্বকাপের এপিসেন্টার। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, খাতায়-কলমে ফুটবলের বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে চললেও, নিউ জার্সির বাতাসে তার সিকিভাগ আঁচও এখনও পাওয়া যাচ্ছে না!

বিশ্বকাপ বা অলিম্পিকের মতো আসর বসলে সেই দেশের বিমানবন্দরে পা রাখামাত্রই উৎসবের গন্ধ পাওয়া যায়। জন এফ কেনেডির মতো নিউ ইয়র্কের ব্যস্ত বিমানবন্দরে হয়তো সেই জৌলুস থাকতেও পারে, কিন্তু নিউ জার্সির নিউয়ার্ক বিমানবন্দর বছরের আর পাঁচটা দিনের মতোই ভীষণ সাদামাটা। ভিসা বাতিল বা কড়া চেকিংয়ের যে রক্তচক্ষুর গল্প শুনে এসেছিলাম, তার বিন্দুমাত্র দেখাও মিলল না। লাইনের পাহারায় থাকা এক কড়া হেডমিস্ট্রেস গোছের মহিলা শুধু মোবাইল ঘাঁটতে দেখে ধমকের সুরে বললেন, 'এখানে কাগজের কাজ, ফোনে নয়। ওদিকে মন দাও।' তবে ইমিগ্রেশনের চৌখুপি ঘরে বসা অফিসার দিব্যি হাসিমুখে দুই-চারটি সাধারণ প্রশ্ন করেই আগামী ৪৫ দিনের অ্যাসাইনমেন্টের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়ে দিলেন।

বিমানবন্দরের বাইরে পা রাখতেই শুরু হল আসল চ্যালেঞ্জ। গন্তব্য ছিল নিউ ব্রান্সউইকের কাছে মিলটাউন। কিন্তু ট্রেন স্টেশনের গোলকধাঁধায় প্রায় ৪০ মিনিট পাক খাওয়ার পর শেষমেশ ত্রাতা হয়ে এলেন স্থানীয় গৃহস্বামী অরূপ ঘটক ও তাঁর ছেলে অভিরূপ। তাঁদের গাড়িতে ওঠার পর একটা জিনিস খুব স্পষ্ট বুঝলাম, নেভিগেশন বা জিপিএস ছাড়া এখানকার মানুষ নিজের বাড়ির গলিও বোধহয় চিনতে পারেন না! মসৃণ হাইওয়ের মাঝে দুই-একটা আচমকা গাড়ির ঝাঁকুনি নিমেষে কলকাতার খানাখন্দের নস্টালজিয়া উসকে দিল।

কিলোমিটার নয়, এখানে দূরত্বের হিসেব হয় মাইলে। ৩৮ মিনিটের সেই যাত্রাপথে মাইলের পর মাইল শুধুই ঘুটঘুটে অন্ধকার। গোটা রাস্তায় বিশ্বকাপের কোনও হোর্ডিং বা ব্যানার চোখে পড়ল না। শুধু বিমানবন্দরে একটা বোর্ড নজরে এসেছিল- 'আই অ্যাম অ্যাট দ্য হোম অফ ফাইনাল', সঙ্গে স্ট্যাচু অফ লিবার্টির পায়ে একটা ফুটবল। যে দেশে 'ফুটবল' বলতে মূলত আমেরিকান সকার বা রাগবিকে বোঝায়, সেখানে এই নীরবতা হয়তো খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। অরূপবাবুর ছেলে অভিরূপ তো রীতিমতো অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করল, 'আমেরিকাও ফুটবল খেলে নাকি?'

অভিরূপের কাছে ফুটবল অজানা হলেও, ওর মা সঞ্চয়িতা আবার শোনালেন অন্য এক রূঢ় বাস্তব। স্থানীয় একটি কর্পোরেট সংস্থায় কর্মরত সঞ্চয়িতা দেবীর কথায়, 'আগামী এক মাস তো এখানকার মানুষ মনে হয় অফিস করা ছাড়া বাড়িতে বসে শুধু খেলাই দেখবে! সুপার মার্কেটগুলি খালি করে এমনভাবে জিনিসপত্র মজুত করছে যে, সাধারণ বাজার করতে গিয়েও কিছু পাচ্ছি না।'

একদিকে এই অদ্ভুত নীরব মজুতদারি, অন্যদিকে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের তীব্র সমালোচনা। আমেরিকার বিখ্যাত দৈনিক 'ইউএসএ টুডে' এদিন কড়া শিরোনাম করেছে- 'ইউনাইটেড স্টেটস অলরেডি লস্ট দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ...।' মাত্রাতিরিক্ত টিকিটের দাম, কড়া প্রবেশাধিকার আর ব্যবসায়িক লোভের চূড়ান্ত সমালোচনা করা হয়েছে সেখানে। অথচ ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনো স্বপ্ন দেখাচ্ছেন নিখাদ আবেগের। তাঁর মতে, প্রতিদিনের কষ্ট ভুলে মানুষ শুধু ম্যাচের আনন্দ নিতেই আসবেন। ফিফার এই রোমান্টিসিজম আর আমেরিকার কট্টর বাণিজ্যিক বাস্তবতার প্রবল বৈপরীত্যের মধ্যেই নিউ জার্সিতে এখন ফুটবলের প্রহর গোনা শুরু।

নিউয়ার্ক বিমানবন্দরে স্ট্যাচু অফ লিবার্টির এই ছবি নজর কেড়েছে।

ফ্যান জোনে আজ থেকেই ভিড়

বসনিয়া ম্যাচের প্রহর গুনছে ডাউনটাউন

টরন্টো, ১১ জুন : বৃহস্পতিবার সকালটা অন্য দিনের থেকে অনেকটাই আলাদা। আজ থেকেই মেক্সিকোর ঐতিহাসিক অ্যাজটেকা স্টেডিয়ামে শুরু হয়ে যাচ্ছে বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে বড় আসর। কিন্তু এখানকার মানুষের মন আজ মেক্সিকোয় নেই, তাদের সব ভাবনা জুড়ে রয়েছে আগামীকাল। শুক্রবারই যে নিজেদের ঘরের মাঠে, চেনা দর্শকদের সামনে ইতিহাস গড়ার সুযোগ আলফনসো ডেভিসদের।

মিসিসগার বাড়ি থেকে প্রতিদিনের চেনা গো-ট্রেন ধরে আজ যখন ইউনিয়ন স্টেশনে নামলাম, চারপাশের দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোনও কার্নিভালে এসে পড়েছি। ব্যাংকের ডেস্কে আজ আর কর্পোরেট ফাইল বা দেশের অর্থনীতির আলোচনা নেই, সবার মুখেই শুধু মাইকেল বুবলে আর অ্যালানিস মরিসেটের নাম। কারণটা খোলসা করেই বলি। আগামীকাল বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে টরন্টো স্টেডিয়ামে হতে চলেছে এক বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। কানাডার প্রথম বিশ্বকাপ আয়োজনের ঐতিহাসিক মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখতে পারফর্ম করবেন বিশ্বখ্যাত শিল্পীরা। আর এই আন্তর্জাতিক মঞ্চে থাকছে ভারতের জোরালো উপস্থিতিও। দর্শকদের মাতাতে মঞ্চে দেখা যাবে বলিউড কাঁপানো নোরা ফতেহিকে। এমন চাঁদের হাট চাক্ষুষ করার জন্য শহরের মানুষ রীতিমতো উন্মুখ।

যাঁরা মাঠে বসে এই অনুষ্ঠান বা খেলা দেখার টিকিট জোগাড় করতে পারেননি, তাঁদের হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নেই। আজ থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে খুলে যাচ্ছে ফোর্ট ইয়র্ক ন্যাশনাল হিস্টরিক সাইটের ফিফা ফ্যান ফেস্টিভাল। বিনামূল্যে প্রবেশের এই ফ্যান জোনে আজ রাতেই বড় স্ক্রিনে দেখানো হবে মেক্সিকো বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্বোধনী ম্যাচটি। আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে, এই ফ্যান জোনে অন্তত তিরিশটি দেশের নানা সুস্বাদু খাবারের স্টল থাকছে। ফলে দর্শকরা শুধু খেলাই উপভোগ করবেন না, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের রসনার স্বাদও নিতে পারবেন। শহরের বিভিন্ন রেস্তোরাঁ ও স্পোর্টস পাবগুলিতে, বিশেষ করে 'বেলফাস্ট লাভ'-এর মতো পরিচিত জায়গাগুলিতে টেবিল বুকিংয়ের ধুম পড়ে গিয়েছে। ভিনদেশি সমর্থকরা ইতিমধ্যেই নিজেদের দেশের জার্সি গায়ে চাপিয়ে রাস্তায় রীতিমতো উৎসব শুরু করে দিয়েছেন।

মাঠের লড়াইয়ের জন্য কানাডা শিবিরও পুরোপুরি তৈরি। ৪৮ দলের নতুন ফর্ম্যাটের এই বিশ্বকাপে জেসি মার্শের ছেলেরা কতটা নজর কাড়তে পারে, সেটাই এখন দেখার। বসনিয়ার মতো ইউরোপীয় ঘরানার দল, যারা রীতিমতো পেশি শক্তির ওপর নির্ভর করে খেলে, তাদের বিরুদ্ধে লড়তে জোনাথন ডেভিড এবং ইসমায়েল কোনের মতো তরুণ ফুটবলারদের ওপর বড় ভরসা রাখছে গোটা দেশ। পাশাপাশি, উইং দিয়ে ডেভিসের ক্ষিপ্রতা যে কোনও মুহূর্তে ম্যাচের রং বদলে দিতে পারে। তবে বিপক্ষের শক্তিশালী স্ট্রাইকারদের আটকাতে কানাডার রক্ষণভাগকে কাল কড়া পরীক্ষার মুখে পড়তে হবে।

সব দিক থেকেই এই শহর এখন পুরোপুরি ফুটবল জ্বরে আক্রান্ত। রাস্তায় বেরোলেই বিভিন্ন দেশের পতাকার মিছিল আর সমর্থকদের কোলাহল বুঝিয়ে দিচ্ছে যে উন্মাদনা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে। শহরের আকাশ-বাতাসে এখন শুধুই আগামীকালের রোমাঞ্চ। ঘরের মাঠের বিশাল জনসমুদ্রকে সাক্ষী রেখে কানাডা নিজেদের প্রথম জয় ছিনিয়ে নিতে পারে কি না, সেটাই এখন মিলিয়ন ডলার প্রশ্ন।

অ্যাজটেকা স্টেডিয়ামে শাকিরার নাচ, গানে ঢাকে কাঠি পড়ল বিশ্বকাপের।

ট্রফি নিয়ে অনূর্ধ্ব-১৫-র সফল খেলোয়াড়রা।

রানার্স বিবেষনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ জুন : বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের (চ্যাপ্টার টু) জিতেন্দ্রমোহন দে সরকার ট্রফি স্টেট র‍্যাংকিং টেবিল টেনিসে অনূর্ধ্ব-১৫ মেয়েদের সিঙ্গলসে রানার্স হয়েছে বিবেষনা সাহা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ফাইনালে তাকে হারিয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার আয়ুষী হাজরা। সেমিফাইনালে বিবেষনা জিতেছিল শারিকা শাহিদের বিরুদ্ধে। আয়ুষী হারিয়ে দেয় রিপর্ণা সাহাকে।

10 YEAR WARRANTY | BAJAJ SECURE • AMC • ROAD SIDE ASSISTANCE | 72198 21111 | Flipkart | amazon.in

*নিয়ম ও শর্তাবলি প্রযোজ্য। অফার 30 জুন 2026 পর্যন্ত বৈধ। পালসার N160 USD সিঙ্গেল সিট ভ্যারিয়েন্টে ই-কম অফার, সংশ্লিষ্ট ই-কম পার্টনারের শর্তাবলী সাপেক্ষে। ই-কম অফার পার্টনার ভেদে ভিন্ন হতে পারে। বিশেষজ্ঞেরা স্টান্টগুলি করেছেন, পেশাদারি তত্ত্বাবধানে, নিয়ন্ত্রিত ও বদ্ধ পরিবেশে, জনসাধারণ অথবা সরকারি রাস্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। এই স্টান্টগুলি নকল করবেন না এবং সর্বদা ট্রাফিক ও সুরক্ষামূলক আইন মেনে চলুন।

Authorised Dealers for Bajaj Auto Ltd.: • **Siliguri Burdwan Road** SILIGURI BAJAJ: 9933491111, 7908297705 • **Siliguri Sevoke Road** SILIGURI BAJAJ: 8101637447, 8170062878 • **Jalpaiguri** SILIGURI BAJAJ 9800484333, 9717458875 • **Alipurduar** SILIGURI BAJAJ 9832407999 • **Malda** PLANET BAJAJ: 8016077533/44 • **Malda** PLANET BAJAJ: 8016077533/44 • **Malda** PLANET BAJAJ: 8016077533/44 • **Mangalbari** PLANET BAJAJ :9679997998• **Balurghat** PLANET BAJAJ: 9733310021 • **Cooch Behar** BRAHMACHARI BAJAJ: 8373050491/92/93 **Mathabhanga** BRAHMACHARI BAJAJ: 8373050493 •**Raiganj** BAJAJ WHEELS 8391890763 •**Kaliyagnaj** BAJAJ WHEELS 9382830461 • **Tungidighi** BAJAJ WHEELS 9547525283 •**Karandighi** BAJAJ WHEELS 8509047694 •**Sahapur** BAJAJ WHEELS 9593825338 •**Baidara** BAJAJ WHEELS 9733715747.